বিষম বৈসূচন

চিত্তোত্তেজক উপন্যাস

শ্রীপাঁচকড়ি দে-সম্পাদিত

উপন্যাস-সন্দর্ভ

(দারোগা-কাহিনী)

Detective Series.

গোবিন্দরাম	১৸০
ভীষণ প্রতিশোধ	১৷৷৵৹
রহস্য-বিপ্লব	১৷৷০
ভীষণ প্রতিহিংসা	১।০
হত্যা-রহস্য	১৸০
বিষম বৈসূচন	১।০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
অথবা সম্পাদকের নিকটে
৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন,
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

বিষম বৈসূচন
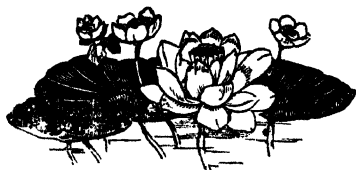
উপন্যাস

Tim. A beast as thou art. The canker gnaw thy heart
For showing me again the eyes of man !
Alcib. What is thy name ? Is man so hateful to thee
That art thyself a man ?
Tim. I am *Misanthropos,* and hate mankind.
For thy part, I do wish thou wert a dog,
That I might love thee something.

* * * * * * *

Alcib. How came the noble Timon to this change ?
Tim. As the moon does, by wanting light to give :
But then, renew I could not, like the moon ;
There were no suns to borrow of.

Shakspeare—Timon of Athens ct IV Scene III.

শ্রীপাঁচকড়ি দে

Bengal Medical Library. 201, Cornwallis Street. Calcutta

Published by Paul Brothers & Co.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
PRINTED BY N. C. PAUL, INDIAN PATRIOT PRESS,
70, BARANASI GHOSE'S STREET, CALCUTTA.
ILLUSTRATED BY P. G. DASS.

এই পুস্তক মূল্যবান স্বদেশী দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এণ্টিক উভ্ কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশক।

প্রথম খণ্ড।

বন্ধু——বিপন্ন

বিষম বৈসূচন।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাহে বিঘ্ন।

বীরবিক্রমের সহিত ইন্দ্রানন্দের ভগিনী দরিয়ার বিবাহ হইবে সকলই স্থির, হঠাৎ বীরবিক্রম অনুপস্থিত হইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল—কিন্তু বিবাহ হইল না।

আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি, তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত নেপালী। ইন্দ্রানন্দের পিতা গুণারাজ একজন ধনাঢ্য বণিক। নইনিতাল সহর হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে তাঁহার বাসস্থান—সুন্দর উদ্যানে পরিবেষ্টিত সুন্দর অট্টালিকা।

দরিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা। ইন্দ্রানন্দই তাঁহার একমাত্র পুত্র। দরিয়ার বয়স পনের ও ইন্দ্রানন্দের বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক নাই।

বীরবিক্রমের বাড়ী নইনিতাল সহরে। তাঁহার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী—কেহ নাই। এক সময়ে তাঁহার পিতা নইনিতালের একজন অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি অন্যের হস্তে গিয়া পড়িয়াছিল, বীরবিক্রম তাহার কিছুই পান নাই।

তবে তাঁহার নিজের যত্নে ও উদ্যমে তিনি উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি নেপাল সরকার হইতে নইনিতালের উকীল নিযুক্ত হইয়াছেন। রূপে গুণে চরিত্রে বীরবিক্রম আদর্শ যুবক। সকলেই জানিত, তিনি দিন দিন অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। এই জন্যই দরিয়ার পিতা গুণারাজ, বীরবিক্রমের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, দরিয়া বীরবিক্রমকে বড় ভালবাসে, সে অপর কাহাকেই আর বিবাহ করিবে না।

বীরবিক্রমও দরিয়াকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে উভয়ে একত্রে আহার বিহার, খেলা-ধূলা করিয়াছেন; এখন আপনা-আপনই উভয়ের হৃদয়ে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ের সুস্নিগ্ধ রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

গুণারাজে ও বীরবিক্রমের পিতায় বড়ই সৌহার্দ্দ ছিল। উভয়ে বাল্য-বন্ধু; কাজেই পিতৃমাতৃহীন বীরবিক্রম প্রায় গুণারাজের পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

বীরবিক্রম নইনিতালে একটি ক্ষুদ্র বাটীতে একা বাস করিতেন; তবে সময় পাইলেই তিনি গুণারাজের বাড়ীতে আসিতেন। দরিয়ার সহিত সুখে সময়াতিপাত করিয়া আবার নইনিতালে ফিরিয়া যাইতেন।

তাঁহারা বড়ই সুখে সময়াতিপাত করিতেছিলেন; কিন্তু কয় মাস হইতে বীরবিক্রমের কি এক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; তাঁহার আর সে স্ফূর্ত্তি নাই—সে হাসি নাই—দিন দিন তাঁর আকৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

তাঁহার এই পরিবর্ত্তনে সর্ব্বদা হাস্যময়ী দরিয়ার মুখেও কালিমার ছায়া পড়িল। পাহাড়িয়া নেপালী বালিকারা যেমন সতত হাস্যময়ী, আনন্দময়ী, তেমন জগতের আর কোন প্রদেশে নাই। সেই পাহাড়িয়া বালিকাদিগের মধ্যে দরিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দময়ী ছিল; কিন্তু বীরবিক্রমের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও পরিবর্ত্তন ঘটিল। সে পূর্ব্বের

ন্যায় হাসে বটে, কিন্তু তাহার সে হাসিতে আর পূর্ব্বভাব নাই, যেন কেমন তাহা বিষাদমাখা। এই সকল দেখিয়া প্রবীণ বিচক্ষণ গুণারাজ যত শীঘ্র সম্ভব কন্যার বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। বিবাহের সকল স্থির, কিন্তু বীরবিক্রম নাই।

গুণারাজ বলিলেন, "আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক। যে কারণেই হউক, বীরবিক্রমের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। ওর বাপেরও মাথার ঠিক ছিল না। সময়ে সময়ে পাগলের মত হইত। এখনও কেহ বলিতে পারে না যে, সে মরিয়াছে, না কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। দরিয়া তাহাকে নিতান্ত ভালবাসে, তাহাই বিবাহ দিতে রাজী হইয়াছিলাম। যাহাই হউক, ভালই হইয়াছে, অন্য সম্বন্ধ দেখিতে হইল। দরিয়া কিছুদিন পরে তাহাকে ভুলিয়া যাইবে।"

গুণারাজ এ বিষয়ে সম্পূর্ণই ভুল বুঝিয়াছিলেন। দরিয়ার মন সেরূপ ছিল না। পাহাড়িয়া বালিকার মন যেমন লঘু—তেমনই আবার কাঠিন্যে পাষাণকেও অতিক্রম করে। তাহাদের মনে সহজে কোন দাগ বসে না; কিন্তু যদি কোন দাগ বসে, তবে তাহা কখনও যায় না। দরিয়ার ভালবাসা ভুলিবার ভালবাসা ছিল না। সে বীরবিক্রমকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিয়াছিল। বীরবিক্রমের জন্য তাহার ভাবনা বাড়িল। কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না; শরাহত হরিণীর ন্যায় অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া কোন কথা কাহাকেও বলিতে পারে না। দুই দিন সে এইরূপে কাটাইল, কি করিবে না করিবে মনে মনে ভাবিল। তৎপরে সে তাহার দাদা ইন্দ্রানন্দের সহিত গোপনে দেখা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এ কাজ সহজে হইল না; কারণ তাহার পিতা তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ও ভগিনী।

একদিন অপরাহ্নে বাটীর পশ্চাদ্বর্ত্তী উদ্যানে ইন্দ্রানন্দ একটা অতি দুষ্ট ঘোড়ায় চড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ভগিনীকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া তিনি তখনকার মত সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন।

ভগিনীর মুখ দেখিয়া চমকিত হইলেন, দরিয়ার সুন্দর মুখকান্তি প্রস্ফুটিত গোলাপকেও লজ্জা দিত, আজ তাহার মুখ সম্পূর্ণ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দরি, তোর অসুখ করেছে?"

দরিয়া জোর করিয়া একটু হাসিল। হাসিয়া বলিল, "না—কই।"

ইন্দ্রানন্দ ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "হাঁ, অসুখ করেছে—দেখি।" বলিয়া দরিয়ার কপালে হাত দিলেন। দরিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসিতে সে আনন্দটুকু আর নাই। ইন্দ্রানন্দ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দরিয়া সলজ্জভাবে মস্তক অবনত করিল। ইন্দ্রানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ! বুঝেছি।"

দরিয়া মস্তক তুলিল। বলিল, "কি বুঝেছ, দাদা?"

"তুই বীরবিক্রমের জন্য ভাব্‌ছিস। আমি বল্‌ছি, সে নিশ্চয়ই কোন কাজে গেছে, দুই এক দিনের মধ্যে এসে পড়্‌বে।"

"না—দাদা।"

ইন্দ্রানন্দ দরিয়ার কাতরস্বরে বিচলিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহার দুইচক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে।

ইন্দ্রানন্দ ভগিনীকে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার মন নিতান্তই কোমল ছিল. ভগিনীর চোখে জল দেখিয়া তাঁহারও চোখে জল আসিল। বলিলেন, "দরি, আমি তার সন্ধানে নিজেই আজ নইনিতালে যাব—তা হলে হবে ত?"

দরিয়া ম্লানহাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি যাবে—আমার আর কারও কথা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বাবাকে কিছু বলে কাজ নাই।"

"দরকার কি—অন্য কোন কাজের নাম করে যাব। তুই ভাবিস না, আমি ঠিক খবর নিয়ে আসছি।"

"দাদা, নিশ্চয় তাঁর কোন বিপদ্ হয়েছে। যদি তাই হয়—তা হলে তুমি তাঁর সাহায্য করো।"

"আরে পাগলি! আমি কর্ব না ত কে করবে?"

ইন্দ্রানন্দ ভগিনীকে টানিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর আসিলেন। তিনি সেইদিন বৈকালে পদব্রজে নইনিতালের দিকে রওনা হইলেন।

ইন্দ্রানন্দ সন্ধ্যার সময় বীরবিক্রমের বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, বীরবিক্রম বাড়ী নাই। বীরবিক্রম যে কোথায় গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন, তাহা তাহার একমাত্র "কেটা" ভৃত্য কিছুই বলিতে পারিল না।

বীরবিক্রম ও ইন্দ্রানন্দ উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক। কেবল যে বীরবিক্রম ভগিনীপতি হইবেন বলিয়া পরিচয়, এরূপ নহে, ইন্দ্রানন্দের সহিত বীরবিক্রমের আবাল্য বন্ধুত্ব। বীরবিক্রমের চাকর ইহা জানিত। সে সসম্মানে বসিবার ঘর খুলিয়া দিল। বীরবিক্রমের সহিত দেখা না করিয়া এখান হইতে নড়িব না স্থির করিয়া ইন্দ্রানন্দ বসিলেন, পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া টানিতে লাগিলেন।

ক্রমে এক ঘণ্টা কাটিল, দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, ক্রমে রাত্রি বেশী হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও বীরবিক্রমের দেখা নাই। ইন্দ্রানন্দ ক্রমে

বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "যত রাত্রি হোক না কেন, দেখা না করে আমি যাব না—এইখানেই আজ স্থিতি।"

ক্রমে রাত্রি এগারটা, তথনও বীরবিক্রম ফিরিল না। তথন ভৃত্যকে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য বলিল, "না—এই ক মাস থেকে এই রকম মাঝে মাঝে বাড়ীআসেন না। প্রায়ই অনেক রাত্রে ফেরেন।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। ইন্দ্রানন্দ ক্রমে বন্ধুর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু কি করিবেন, এত রাত্রে কোথায় তাহাকে খুঁজিবেন, তাহাও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, উঠিয়া ঘরের ভিতরে পাইচারী করিতে লাগিলেন।

সহসা নিকটে কাহার পদ শব্দ শ্রুত হইল, কে দ্বার খুলিয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চমকিত ও ভীত হইয়া ইন্দ্রানন্দ এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। যিনি প্রবেশ করিলেন, ইন্দ্রানন্দ তাঁহাকে প্রথমে বীরবিক্রম বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ মৃত্যুবিবর্ণীকৃত, তাঁহার চক্ষু যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, তাঁহার মুখে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, তিনি যেন এইমাত্র কি একটা ভয়বাহ কাণ্ড করিয়াছেন।

বীরবিক্রম ইন্দ্রানন্দকে দেখিতে পান নাই; বোধ হয়, তিনি তথন কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না। তিনি সহসা আলোকের নিকট গিয়া নিজের হাত মুখ ও পরিধেয় বস্ত্রাদি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ইন্দ্রানন্দ সভয়ে স্পন্দিতহৃদয়ে দেখিলেন, বীরবিক্রমের করতল রক্তাক্ত। দেখিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে এক অব্যক্ত অস্পষ্ট শব্দ ধ্বনিত হইল। চকিতভাবে বীরবিক্রম তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু উভয়ের চক্ষে মিলিত হইল। উভয়েই অতি মাত্রায় বিস্মিত—সহসা কাহারই আগে কথা কহিতে সাহস হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

করতল—রক্তাক্ত।

অবশেষে ইন্দ্রানন্দ প্রথমে কথা কহিলেন। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি নিজের স্বর স্বাভাবিক করিতে সক্ষম হইলেন না, কম্পিতস্বরে বলিলেন, "বীর—তুমি—তুমি—এত রাত্রি কোথায় কি করিতেছিলে? আমি তোমার অপেক্ষায় এতক্ষণ একা বসিয়া আছি।"

তখনও বীরবিক্রম পাষাণমূর্ত্তিবৎ ইন্দ্রানন্দের দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার যেন সংজ্ঞা হইল। কিছু বিরক্তভাবে বলিলেন, "তুমি ইন্দ্রানন্দ, এত রাত্রে এখন! আমার কাছে কি চাও? কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

ইন্দ্রানন্দ প্রাণের বন্ধুর নিকটে এরূপ কথা শুনিবার আশা করেন নাই, হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

বীরবিক্রম পকেট হইতে একখানা রুমাল বাহির করিয়া অতি স্থিরভাবে নীরবে হাতের রক্ত মুছিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া ইন্দ্রানন্দের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "বীরবিক্রম, তোমার কাছে আমার আসা কি নূতন—না ইহাতে কোন আশ্চর্য্যের বিষয় আছে? তোমার কাছে যে আমাকে কিছু মনে করিয়া আসিতে হইবে, এ জ্ঞান আমার এতদিন ছিল না।"

ইন্দ্রানন্দের কথায় বীরবিক্রম বড় লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, "আনন্দ, কিছু মনে করিয়ো না, ভাই। তুমি আসিলে [illegible]

হইয়াছি? আমার মনটা বড় ভাল নয়—পথে আস্‌তে একটা কাণ্ডে মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

ব্যাপার কি, সে নিজেই বলিবে মনে করিয়া ইন্দ্রানন্দ কোন উত্তর দিলেন না। তখন বীরবিক্রম বলিলেন,"একটি স্ত্রীলোক অন্ধকারে আর কুয়াশায় দেখিতে না পাইয়া উপরের একটা রাস্তা হইতে একেবারে নীচের রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছিল। আমি তখন সেখান দিয়া আসিতেছিলাম। কি করি, তাহাকে তুলিয়া অনেক কষ্টে হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিলাম; তাই ফিরিতে এত দেরী হইয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া গিয়া রক্তারক্তি হইয়াছিল। দেখিলে না—তাহাকে তুলিতে গিয়া আমারই হাতে কত রক্ত লাগিয়াছিল।"

ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের ভাবে বুঝিলেন যে, এ কৈফিয়ৎ সত্য নহে; তিনি যে ঘটনার উল্লেখ করিলেন, তাহাতে তাঁহার হাতে রক্ত লাগে নাই। তবে নিজের মনের ভাব সহসা প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়া ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "স্ত্রীলোকটি বাঁচিয়া আছে ত?"

"না," বলিয়া বীরবিক্রম উঠিলেন। বলিলেন, "আমার শরীরটা বড় ভাল নয়, সকাল সকাল শোওয়াই উচিত।"

এই বলিয়া তিনি ভৃত্যকে আহার্য্য আনিতে বলিলেন। ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন, বীরবিক্রম কোন একটা বিষম বিভ্রাটে পড়িয়াছেন, তাঁহার মনের স্থির নাই—তিনি আজ বেশী কথা কহিতে নারাজ; সুতরাং ইন্দ্রানন্দ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

আহারাদির পর ইন্দ্রানন্দ শয়ন করিলেন। তিনি বালিসটি সরাইয়া ভাল করিয়া মাথায় দিতে গিয়া দেখিলেন,তাহার নীচে একখানি কাগজ রহিয়াছে। কক্ষ মধ্যে আলো জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, সেই কাগজখণ্ডে কেবল মাত্র লেখা আছে;—

"আজ রাত্রি আট্‌টার সময় দেওপাট্টা ঘাটে আসিবে। না আসিলে মহা অনর্থ ঘটিবে।"

ইন্দ্রানন্দ কাগজখানি পকেটে রাখিলেন। ঘুমাইবার চেষ্টা করিয়া কম্বলে আপাদমস্তক আবৃত করিলেন—কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। একটু তন্দ্রা আসে অমনি স্বপ্নে বীরবিক্রমের রক্তমাখা হাত দেখিয়া তিনি শিহরিয়া জাগিয়া উঠেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার সমস্ত রাত্রিটা কাটিয়া গেল।

অতি প্রাতে তিনি উঠিলেন। নইনিতালে চিরকালই শীত। কিন্তু আজ যেন শীত অতিশয় বেশী হইয়াছে। চারিদিক কুহেলিকায় পূর্ণ, এক হাত দূরের লোক দেখা যায় না।

ইন্দ্রানন্দ উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, বীরবিক্রমের চাকর গৃহকার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছে। ইন্দ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরবিক্রম উঠেছেন ?"

ভৃত্য বলিল, "তিনি আধঘণ্টা হ'ল চলে গেলেন। আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলতে বলে গেছেন তিনি এবেলা ফির্‌বেন না—জরুরী কাজ আছে।"

ইন্দ্রানন্দ বন্ধুর এরূপ ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মনে মনে বুঝিলেন, পাছে তিনি পূর্ব্বরাত্রের কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, এই ভয়েই বীরবিক্রম সরিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আর এখানে থাকা অনর্থক বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রানন্দ চিন্তিত মনে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন।

সকলেই অবগত আছেন, নইনিতালে এক বিস্তৃত হ্রদ আছে। ইন্দ্রানন্দ সেই হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া যাইতেছিলেন। একস্থানে আসিয়া দেখিলেন, অনেক লোক জমিয়াছে, জনতার ভিতরে পুলিসের লোকও আছে।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ইন্দ্রানন্দ সেই জনতার নিকটস্থ হইলেন। দেখিলেন, পুলিসে হ্রদের জল হইতে একটা মৃতদেহ টানিয়া তীরে তুলিয়াছে। মৃতদেহের বুকে কে ছোরা মারিয়াছে—সে ছোরা এখনও তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ রহিয়াছে।

দেখিয়া ইন্দ্রানন্দের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; সহসা বীরবিক্রমের রক্তাক্ত করতল তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার আর সাহস হইল না। দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

• • • • • • •

ইন্দ্রানন্দ কিছুদূর গিয়াছেন, এই সময়ে এক ব্যক্তি পথিপার্শ্ব হইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, দেওপাট্টা ঘাটে নাকি একটা ভয়ানক খুন হয়েছে?"

ইন্দ্রানন্দ কোন উত্তর না দিয়া বেগে তথা হইতে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবলবেগে ছুটিতেছিল।

বীরবিক্রমের বাসায় উপাধানের নিম্নে যে একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে দেওপাট্টা ঘাটের উল্লেখ ছিল। ইন্দ্রানন্দ ভাবিতে লাগিলেন, এ প্রহেলিকার অর্থ কি? এক মুহূর্ত্তে তাঁহার চোখে নবোদিত প্রভাতের উজ্জ্বল দিবালোক ম্লান হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পিতা ও পুত্র।

ইন্দ্রানন্দ উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন। দরিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইন্দ্রানন্দ বাড়ীর নিকটস্থ হইতে না হইতে সে তাঁহাকে ধরিল। ইন্দ্রানন্দ দরিয়াকে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মনে মনে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

দরিয়াও দাদার বিচলিতভাব লক্ষ্য করিল। সে-ও কোন কথা বলিতে পারিল না। বিস্মিত ও ভীতভাবে দাদার মুখের দিকে একদৃষ্টে ম্লান মুখখানি তুলিয়া চাহিয়া রহিল। ভগিনীর জন্য ইন্দ্রানন্দ আজ হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন।

উভয়ে নীরবে বাড়ীর দিকে চলিলেন। তাঁহারা বাড়ীর নিকটস্থ হইলে দরিয়া তাঁহার হাত ধরিল। ইন্দ্রানন্দ দাঁড়াইলেন। গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "দরি, বীরবিক্রমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। যদি আমার পরামর্শ শোন, তবে তাহার কথা আর মনে করিয়ো না, তাহার মাথা একদম খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

দরিয়া দাদার মুখের দিকে তাহার আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু দুটি স্থির রাখিয়া বলিল, "দাদা, তুমি ভুল মনে করিতেছ।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "ভুল নয়, আমি স্বচক্ষে তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি—তাহার পর সে নাকি একটা কি গোলমালেও পড়িয়াছে।"

দরিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "সেইজন্য এখন আমাদের আরও তাঁহাকে দেখা উচিত।"

ই। আমরা তাহার কিছুই সাহায্য করিতে পারিব না।

দ। না পার, আমি পারিব। আমি আজই তাঁহার কাছে যাইব।

ই। তুই কি পাগল হলি, দরি ?

দ। পাগল কি জানি না—আমি যাব।

—ইন্দ্রানন্দ তাহার ভগিনীর হৃদয় বুঝিতেন ; তিনি জানিতেন, দরিয়া যাহা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা সে করে—কেহই তাহাকে বিরত করিতে পারে না। ইন্দ্রানন্দ তাহার জন্য ভীত হইলেন।

তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, বীরবিক্রমই খুন করিয়াছেন, কেন খুন করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই জানেন। এখন ভগিনী যদি উন্মত্তার মত তাঁহার নিকটে যায়, তাহা হইলেও মহা বিপদ্! লোক-লজ্জার সীমা থাকিবে না। ইন্দ্রানন্দ ভগিনীকে বুঝাইয়া কহিলেন,"দরি, স্থির হও, যদি তুমি স্থির হইয়া বাড়ীতে থাক,কোন গোলযোগ না কর, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেমন করিয়া হক, বীরবিক্রমের কি হয়েছে, জানিব। আর যদি সে যথার্থই কোন বিপদে পড়িয়া থাকে, প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি প্রাণ দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিব।"

দরিয়া বলিল, "আমার মাথায় হাত দিয়া বল।"

অগত্যা ইন্দ্রানন্দ ভগিনীর মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন দরিয়া বলিল, "যা জানিতে পারিবে, আমাকে বলিবে ?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন,"তাহাই হইবে।" তখন উভয়ে গৃহাভিমুখে চলিল।

ইন্দ্রানন্দের পিতা গুণারাজ শুনিয়াছিলেন যে,ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের সন্ধানে গিয়াছিল। তাহাই পুত্র আসিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার সঙ্গে দেখা হইল ?"

ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন,সত্য কথা বলিলে অনেক কথা বলিতে হয়,হয়ত তাহার পিতার জেরায় পড়িয়া সকল কথাই তাঁহাকে বলিয়া ফেলিতে হইবে। এই ভাবিয়া তখন তিনি প্রকৃত ব্যাপার গোপন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। কিন্তু মিথ্যা কথা বলা তাহার অভ্যাস ছিল না, মুখে বাধিয়া যাইতে লাগিল। সভয়ে বলিলেন, "না, দেখা হয় নাই।"

গুণারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়াছে ?"

ইন্দ্রানন্দ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "সে কথা কাহাকেও সে বলিয়া যায় নাই। কাজ আছে বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

পুত্রের কথার ভাবে গুণারাজ তাঁহাকে কতক সন্দেহ করিলেন, মনে মনে বুঝিলেন, ইন্দ্রানন্দ তাঁহাকে মিথ্যাকথা বলিতেছে। কিন্তু তিনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

"রক্ষা পাইলাম," ভাবিয়া ইন্দ্রানন্দ প্রথম সুযোগেই তথা হইতে সরিয়া পড়িল। সারাদিন ধরিয়া ইন্দ্রানন্দ কেবল বীরবিক্রমের কথাই ভাবিলেন। শেষে কি একটা উপায় স্থির করিয়া, মৃদুহাস্য করিয়া আপনমনে বলিল,"আমাকে দেখিতেছি. ডিটেক্‌টিভগিরী করিতে হইবে ? এ রহস্য ভেদ করিতে না পারিলে আমার আর শান্তি নাই।"

তাঁহার ভগিনীর উপর—বীরবিক্রমের উপর ইন্দ্রানন্দের ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল। তিনি এ পর্য্যন্ত ভাবনা-চিন্তা কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন না—আমোদ-প্রমোদ লইয়া, হাসি তামাসার বিমল আনন্দে দিন কাটাইতেন ; কিন্তু বীরবিক্রমের রক্তমাখা হাত আর সেই দেওপাড়া ঘাটের খুনী লাস দেখা অবধি তাঁহার আহার নিদ্রা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদাই সেই রক্তাক্ত হাত তাঁহার মনে পড়িতেছে।

কতক নিজের জন্য, কতক ভগিনীর জন্য এ ব্যাপারের ভিতরে কি রহস্য আছে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রানন্দ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ভাবিলেন"বীরবিক্রম কিছুতেই বলিবে না, কাজেইআমাকে চেষ্টা করিয়া ভিতরকার সকল কথাই বাহির করিতে হইবে। এও কি পারিব না ?"

ইন্দ্রানন্দ পর দিবসেই একবার দেওপাট্টা ঘাটে যাইতে মনস্থ করিলেন। ভাবিলেন, সেদিন কে বীরবিক্রমকে দেওপাট্টা ঘাটে যাইতে লিখিয়াছিল, নিশ্চয় সে-ও গিয়াছিল—কোথায় গিয়াছিল, তাহাই আমাকে প্রথমে দেখিতে হইবে। যে লোকটার লাস জলে পাওয়া গিয়াছে, সেই বা কে, তাহাও আমাকে জানিতে হইবে।"

পর দিবস আহারাদির পর ইন্দ্রানন্দ আবার নইনিতাল অভিমুখে রওনা হইতেছেন, এই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ডাকিলেন। ইন্দ্রানন্দ ফিরিলেন। ইন্দ্রানন্দ সম্মুখবর্ত্তী হইলে গুণারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি নইনিতালে যাইতেছ ?"

ইন্দ্র। হুঁা, আর একবার বীরবিক্রমের সন্ধান লইব, মনে করিয়াছি।

গুণা। শুনিলাম, দেওপাট্টা ঘাটে নাকি যে লাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা দয়ামলের। এই দয়ামল অনেক দিন বীরবিক্রমের বাবার কাছে চাকরী করিয়াছিল। লোকটা ভয়ানক জুয়াচোর, নানা ষড়যন্ত্র করিয়া বীরবিক্রমের পিতা গোলাপ সার সমস্ত বিষয় ফাঁকি দিয়া লইয়া নিজে বড়লোক হইয়াছিল। যেখানে তাহার লাস পাওয়া গিয়াছে, তাহারই নিকটে গোলাপ সার বাড়ী ছিল। কিন্তু দয়ামল সে বাড়ী ভাড়া দিয়াছিল। আমি জানি, অনেক দিন থেকে সে বাড়ী খালি পড়িয়া আছে। সন্ধান লইয়ো, যথার্থ দয়ামলই খুন হইয়াছে কি না।

ইন্দ্র। যাইতেছি, যতদূর পারি, সন্ধান লইব।

পিতার কথা শুনিয়া তাঁহার যেটুকু সন্দেহ ছিল, দূর হইল। তিনি এখন নিশ্চিন্তই বুঝিলেন যে, পিতৃ-শত্রু দয়ামলকে বীরবিক্রমই খুন করেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কে এ বালিকা ?

নিতান্তই বিষণ্ণচিত্তে ইন্দ্রানন্দ নইনিতালে আসিলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, সত্যসত্যই দয়ামল খুন হইয়াছে। যেদিন রাত্রে ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের রক্তাক্ত হাত দেখিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে দয়ামল নিরুদ্দেশ। সে নিরুদ্দেশ হওয়ায়, তাহার স্ত্রী পুলিসে সংবাদ দেয়, বলে যে তাহার স্বামী দেওপাট্টা ঘাটে বিশেষ কাজ আছে বলিয়া সন্ধ্যার সময় বাটীর বাহির হইয়া যান, আর তিনি ফিরেন নাই। পুলিস দেওপাট্টা ঘাটে লাস পাইলে দয়ামলের স্ত্রীকে সংবাদ দেয়। সে আসিয়া স্বামীকে সেনাক্ত করিয়াছে। যথার্থ দয়ামলই খুন হইয়াছে। এই সকল শুনিয়া ইন্দ্রানন্দ ভাবিলেন, "দিনের বেলায় সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে,রাত্রে গোপন ভাবে সন্ধান লইতে হইবে।"

ইন্দ্রানন্দ এদিকে ওদিকে নানা স্থানে ঘুরিয়া দিনের বেলাটা কাটা-ইয়া দিলেন। রাত্রি প্রায় আটটার সময় তিনি দেওপাট্টা ঘাটের দিকে চলিলেন।

তিনি এ পর্য্যন্ত নইনিতালের এ দিকটা ভাল করিয়া কখনও দেখেন নাই ; প্রকৃতপক্ষে এ দিকে লোকের বড় চলা-ফেরা ছিল না। এখানে কতকগুলি ভাঙ্গা বাড়ী ছিল। ভাঙ্গা বলিয়া এই সকল বাড়ীর ভাড়া হইত না। ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, ঘাটের নিকটেই এক স্থানে স্তূপাকার কাঠ পড়িয়া আছে। নিকটে দুই এক খানি ছোট 'ডিঙ্গি' নৌকা বাধা

রহিয়াছে। কোন দিকে জন-মানবের সম্পর্ক নাই। এ স্থানটি সহরের সম্পূর্ণ বাহিরে। দূরস্থ গ্রামে যাইতে হইলে কেহ কেহ এই পথে যাইত।

এক্ষণে রাত্রে পথে কেহই নাই। চারিদিক শব্দশূন্য। নিশাচর পক্ষীর কর্কশ কণ্ঠে এক একবার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল, অন্ধকার ও কুজ্ঝটিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন।

ইন্দ্রানন্দ অতি সন্তর্পণে যাইতেছিলেন। রাস্তার দূরে দূরে যে আলো ছিল, তাহাতেই একটু একটু চারিদিক দেখা যাইতেছিল। ইন্দ্রানন্দ কাষ্ঠস্তূপের উপর দিয়া একটা ভাঙ্গা বাড়ীর নিকটে আসিলেন। চারিদিক ভাল করিয়া দেখিলেন। বুঝিলেন, এই সকল বাড়ী প্রকৃতই খালি পড়িয়া আছে, এখানে জনপ্রাণী নাই।

"এমন নির্ব্বোধ আমি, গোয়েন্দাগিরী করিবার উপযুক্ত স্থানই ইহা বটে—ফিরিতে হইল," বলিয়া ইন্দ্রানন্দ আবার সাবধানে রাজ-পথের দিকে আসিতে লাগিলেন। একস্থানে রাশীকৃত কাঠ পড়িয়াছিল, দূর হইতে পথের আলোকস্তম্ভের আলো সেইখানে পড়িয়াছিল। ইন্দ্রানন্দ সেইখান দিয়া ফিরিতেছিলেন—সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, একটি বালিকা কাষ্ঠস্তূপের পার্শ্বে মুখ সরাইয়া লইল।

ইন্দ্রানন্দ মুহূর্ত্তমাত্র সেই বালিকার মুখ দেখিয়াছিলেন; তাহাতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেই মুখখানি বড় সুন্দর—তেমন আর কখনও তিনি দেখেন নাই।

সহসা এই রাত্রে এইরূপ স্থানে এই বালিকার মুখ দেখিয়া প্রথমে তাঁহার ভয় হইয়াছিল; কিন্তু ইন্দ্রানন্দ জাতিতে নেপালী—গুর্খা—ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। ভাবিলেন, "তবে এখানে লোক আছে—এই বালিকা কোথায় গেল, আমাকে দেখিতে হইল।"

এই ভাবিয়া ইন্দ্রানন্দ আবার অগ্রসর হইলেন। যেখানে বালিকাকে

দেখিয়াছিলেন, অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে সেইদিকে চলিলেন। কিন্তু তিনি প্রথমে যেখানে বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, তথায় গিয়া দেখিলেন, বালিকা সেখানে নাই।

ইন্দ্রানন্দ বালিকার সন্ধানে আরও অগ্রসর হইলেন। ক্রমে আবার সেই ভাঙ্গা বাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চয়ই বালিকা এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

এই ভাবিয়া ইন্দ্রানন্দ ঐ ভাঙ্গা বাড়ীর দ্বারে ধাক্কা দিবার উপক্রম করিতেছেন—ঠিক সেই সময়ে নিকটে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে একটি বালিকা; এ বালিকা—পাহাড়িয়া।

বালিকা কম্পিতকণ্ঠে সভয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "তুমি এ বাড়ীর ভিতর যেয়ো না? বাড়ীর ভিতর একজন লোক মরে আছে।"

ইন্দ্রানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

বালিকা সেইরূপ অস্পষ্টস্বরে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমি দেখেছি—আমি তাকে মর্‌তে দেখেছি।"

এই ভয়বাহ কথা শুনিয়া, সেই নির্জ্জন রাত্রে সেই জনমানবসমাগমশূন্য স্থানে আর থাকা কর্ত্তব্য নয়, ভাবিয়া ইন্দ্রানন্দ সত্বর রাজপথের দিকে যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখনই তাঁহার দিকে ছুটিয়া গিয়া কাতরভাবে সেই বালিকা বলিল, "আমাকে ফেলে যেয়ো না—দুদিন হলো এই মড়া রয়েছে।"

বালিকার কথায় সহসা ইন্দ্রানন্দের মনে বীরবিক্রমের রক্তাক্ত হাত দুখানা উদিত হইল। তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, "দু দিন?"

বালিকার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। সে বলিল, "হাঁ, দু দিন। সেই পর্য্যন্ত আমি বাহিরে এখানে আছি—বাড়ীর ভিতর যেতে পারি নি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বালিকা—বিপন্না।

ইন্দ্রানন্দের হৃদয় বালিকার কাতরকণ্ঠে দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি বালিকার মুখ অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছিলেন না; তথাপি বুঝিলেন, বালিকার মুখখানি অতি সুন্দর। বয়ঃক্রম বেশী নহে—চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ হইবে। তাহার পরিধান মলিন বসন, শীতে অনাহারে কষ্টে সে যে পীড়িতা, তাহাও ইন্দ্রানন্দ বুঝিতে পারিলেন।

ইন্দ্রানন্দের হৃদয় করুণাপূর্ণ। তিনি বালিকার জন্য বড় ব্যথিত হইলেন। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

বালিকা বলিল, "আমার সঙ্গে যাবে?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আমি গিয়ে কি করিব? তোমার উচিত পুলিসকে খবর দেওয়া।"

বালিকা কেবল মাথা নাড়িল। তৎপরে কম্পিতস্বরে বলিল, "না—না—না। তাকে একেবারে মেরে ফেলেছে।"

ইন্দ্রানন্দ ভাবিলেন, তিনি এখানে আসিয়া একেবারেই ভাল করেন নাই। বলিলেন, "তা হইলে তোমার এখনই পুলিসে খবর দেওয়া উচিত।"

বালিকা বলিল, "না—না—যিনি এই কাজ করেছেন, তিনি আমাকে আর দাদিয়াকে বড় যত্ন করেন; পুলিস জান্‌তে পার্‌লে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসী দিবে। তা হলে আমাদের কি হবে।"

ইন্দ্রা। যদি তুমি পুলিসকে এত ভয় কর, তবে কেমন করে এ সব কথা আমাকে বলিতেছ ?

বালিকা। আমার বল্‌বার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু আমি দু দিন বাহিরে রয়েছি—দু দিন কেউ এদিকে আসে নি—দু দিন ঘরের ভিতর সে রয়েছে। তোমাকে দেখে তাই কথা কয়েছি—তোমাকে দেখে ভাল লোক বলে মনে হয়েছিল।

সহসা বালিকা নীরব হইল—সে যেন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। পার্শ্বস্থ প্রাচীরে ভর দিয়া হেলিয়া দাঁড়াইল, আর কোন কথা কহিল না।

ইচ্ছা করিলে এই সময়ে ইন্দ্রানন্দ অনায়াসেই সেখান হইতে পলাইতে পারিতেন। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এ স্থান চোর ডাকাতের আড্ডা, এই বালিকাও নিশ্চয় তাহাদের দলেরই একজন। এইরূপ ভাণ করিয়া, তাঁহাকে ভুলাইয়া পড়ো বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইতে চায়। ভিতরে গেলে সকলে পড়িয়া তাঁহার যাহা কিছু আছে কাড়িয়া লইবে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তিনি মন হইতে এ সন্দেহ দূর করিলেন ; বালিকার বিষণ্ণ সুন্দর সকরুণ মুখখানি প্রথম দর্শনেই তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, এই বালিকাকে এ অবস্থায় তিনি যদি ফেলিয়া যান, তবে তাহার অপেক্ষা নরাধম পাষণ্ড আর কে সংসারে আছে। তিনি এই বালিকার সবিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। আরও ভাবিলেন, হয় ত এই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলে বীরবিক্রম সম্বন্ধেও কোন সন্ধান পাইতে পারেন।

এই সকল ভাবিয়া তিনি যেখানে বালিকা প্রাচীর অবলম্বন করিয়া ক্লান্তভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে আসিলেন। বলিলেন, "তুমি যখন বলিতেছ, তখন আমি ভিতরে যাইব। আলো আছে ?"

বালিকা অস্পষ্টস্বরে বলিল, "না তবে ভিতরে গেলে বাতী আছে।"

ইন্দ্রানন্দের দোষের মধ্যে কিছু উদ্ধত। তিনি দ্বারে আঘাত করিলেন। দেখিলেন, দ্বার বদ্ধ ছিল না, এক আঘাতেই খুলিয়া গেল। তিনি একটি অন্ধকারপূর্ণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার হৃদয়ে প্রচুর সাহস থাকিলেও এই অন্ধকারময় গৃহমধ্যে আসিয়া তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি তাঁহার হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতা দূর করিলেন। বলিলেন, "বাতী কোথায়?"

বালিকা কোথা হইতে অন্ধকারে একটা অর্দ্ধদগ্ধ বাতী আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। ইন্দ্রানন্দ পকেট হইতে দিয়াশালাই বাহির করিয়া বাতী জ্বালিলেন। বাতির আলোকে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন—এরূপ বিশাল সুন্দর চক্ষু তিনি পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই।

তিনি তখন গৃহটিও ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। গৃহমধ্যে যে সকল জিনিষ ছিল, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, এ বাড়ী নিতান্ত পড়ো বাড়ী নহে, এখানে লোক জনের বসবাস আছে।

তখন তাঁহার মনে পূর্ব্বে যে সন্দেহ হইয়াছিল, এক্ষণে আবার তাহাই হইল। তিনি ভাবিলেন, বালিকা তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিয়াছে, সর্ব্বৈব মিথ্যা। সে তাঁহাকে ভুলাইয়া বাটীর ভিতর আনিয়াছে। বালিকা কি যেন কান পাতিয়া শুনিতেছে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি বালিকার দিকে চাহিলেন। কিন্তু সেই সুন্দর মুখখানি দেখিয়া তাঁহার সকল সন্দেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে তিরোহিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বালিকা—অনাহারক্লিষ্টা।

বালিকা প্রাচীরে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অস্পষ্টস্বরে বলিল, "ঐ ঘরে।"

ইন্দ্রানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমার দেখ্‌বার ইচ্ছা নাই।" তৎপরে বালিকা আবার কান পাতিয়া যেন কি শুনিতেছে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি শুন্‌ছ?"

বালিকা কেবল মাত্র বলিল, "কিছুই না।"

ইন্দ্রা। তুমি এই পড়ো বাড়ীতে কি কর্‌ছিলে?

বালিকা। কেন, আমরা এখানে থাকি।

ইন্দ্রা। আমরা কে? আর কে থাকে?

বালিকা। দাদিয়া।

ইন্দ্রা। দাদিয়া কে?

বালিকা। আমার মার মা। আমরা বড় গরীব, তাই এখানে থাকি, এখানে ভাড়া দিতে হয় না।

ইন্দ্রা। একি উচিত?

বালিকা। তা আমি কি জানি। তবে আমি শুনেছি, দাদিয়ার মনিবের এ সব বাড়ী ছিল।

ইন্দ্রা। তিনি কে?

বালিকা। বীরবিক্রম—তাঁর বাপের কাছে দাদিয়া দাসী ছিল।

বীরবিক্রমের নাম শুনিয়া ইন্দ্রানন্দ স্বতঃই চমকিত হইয়া উঠিলেন, বালিকা তাহা লক্ষ্য করিল। বলিল, "বীরবিক্রমকে তুমি চেন?"

ইন্দ্রানন্দ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না—নাম শুনেছি।"

বালিকা কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে বলিল, "তিনিই তোমায় এখানে পাঠিয়েছেন?"

"না।"

"তবে তুমি এখানে এসেছ কেন?"

"এই পথে যাচ্ছিলাম, তুমি ডাক্‌লে বলে।"

এই সময়ে ইন্দ্রানন্দের দৃষ্টি দ্বারের দিকে পড়িল। তিনি দেখিলেন কে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার হৃদয় আবার সন্দেহে পূর্ণ হইল। তিনি সত্বর গিয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিলেন, চেষ্টা ব্যর্থ হইল—দ্বার খুলিল না। তখন তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, এই ধূর্ত্ত বালিকা তাঁহাকে ভুলাইয়া এই ঘরের ভিতর আনিয়া আট্‌কাইয়াছে। এখনই তাহার দলস্থ লোক আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে।

তিনি অত্যন্ত অধীরভাবে সবলে দ্বারে পদাঘাত করিতে গেলেন; কিন্তু কি পায়ে লাগিয়া একেবারে ভূপতিত হইলেন।

বালিকা ছুটিয়া তাঁহার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "লাগে নাই ত—আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

ইন্দ্রানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কিজন্য আমায় এমন করে বন্ধ করেছ।"

বালিকা ব্যাকুলভাবে বলিল, "আমি আর এক রাত্রি একা থাক্‌লে পাগল হয়ে যাব—তোমার লাগে নাই ত? তুমি যাবে না বল, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।"

ইন্দ্রানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,"সব কথা যদি আমায় বল, তা হলে আমি যাব না। নতুবা তবে আমায় বন্ধ করে রাখলেও আমি থাক্‌ব না—দরজা ভেঙে বেরিয়ে যাব।"

বালিকা নীরবে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ধীরে ধীরে সবিনয়ে বলিল, "হয়েছে—এখন যাবে না, বল।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "সে কথা ত আগেই বলেছি। এখন তোমার সব কথা বল।"

বালিকা অতি মৃদুস্বরে বলিল, "এই দিকে এস।" সে বাতি হাতে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিল। ইন্দ্রানন্দ তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পরবর্ত্তী ঘরটি আরও অন্ধকার। বোধ হয়,দিনেও আলো না জ্বালিলে এ ঘরে কিছুই দেখা যায় না। তথায় দুই-একখানা চেয়ার ও একটা অর্দ্ধভগ্ন টেবিল ছিল। বালিকা ইন্দ্রানন্দকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। সহসা পার্শ্ববর্ত্তী একটি অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া সে বড় কাঁপিতে লাগিল—সে সভয়ে কম্পিত অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সম্মুখস্থ সেই অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ ঘরে—" ইন্দ্রানন্দের হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই গৃহের দিকে চাহিলেন। তাহার মনে হইল যেন কে সেই গৃহমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ করিল। প্রকৃতই তাঁহার সাহস হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল।

সহসা তাঁহার পশ্চাতে একটা গুরুভার দ্রব্যের পতন শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও নিবিয়া গেল। তিনি ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইলেন। কোন দিকে কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

তখন তাঁহার সমস্ত সাহস তিরোহিত হইল। তিনি লম্ফ দিয়া দ্বারের দিকে ফিরিলেন। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দ্বার পাইলেন।

ভাবিয়াছিলেন, দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু দেখিলেন, তাহা নহে, দ্বার খোলা আছে। তিনি যেমন দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন—অমনি গৃহতল হইতে কাহার কাতরোক্তি শুনিতে পাইলেন। বিচলিতচিত্তে তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই রাত্রের পাহাড়ের শীতেও তাঁহার গলদঘর্ম্ম ছুটিয়াছিল।

ইন্দ্রানন্দ পকেট হইতে তাড়াতাড়ি কম্পিত হস্তে দিয়াশালাই বাহির করিয়া জ্বালিলেন। সেই আলোকে দেখিলেন, বালিকা তাঁহার পদ পার্শ্বে পড়িয়া আছে।

ইন্দ্রানন্দ আরও একটা দিয়াশালাই জ্বালিলেন। সেই আলোকে বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, বালিকার হাত হইতে বাতীটা দূরে গিয়া পড়িয়াছে। তিনি প্রথমে বাতিটা তুলিয়া লইয়া জ্বালিলেন। ঘর আলোকিত হওয়ায় তাঁহার সাহস আবার দেখা দিল। নিজ দুর্ব্বলতার জন্য ইন্দ্রানন্দ মনে মনে বড় লজ্জিত হইলেন।

তিনি বালিকার মস্তক নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই বালিকা একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিল। সে এমনই ভাবে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যে, তাহাকে দেখিয়া ইন্দ্রানন্দ ভয় পাইলেন।

ক্ষণপরে বালিকা অতি অস্পষ্টস্বরে বলিল, "আমি—আমি—ওগো, আমি যে দু দিন খাইনি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জ্বলন্ত চক্ষু।

ইন্দ্রানন্দের করুণ হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি বলিলেন,"হতভাগিনী, না জানি তোমার কত কষ্ট হইতেছে। তোমার মুখ দেখিয়া ইহা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। এস, এই চেয়ারখানা ঠেসান দিয়ে বস; আমি এখনই তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। আমি কাছেই একখানা দোকান দেখে এসেছি।"

বালিকা কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না—না—না—আমি এখানে আর একা থাক্‌তে পার্‌ব না।"

ইন্দ্রানন্দ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। নিকটস্থ চেয়ারে তাহাকে বসাইয়া দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অতি ব্যগ্রভাবে বালিকা তাঁহার বসনাগ্র দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। তাহার উঠিবার ক্ষমতা ছিল না; সে ব্যাকুলভাবে ইন্দ্রানন্দের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি তা হলে আর আস্‌বে না?"

"কেন ভয় পাও—আমি এখনই আসিব। তুমি কি মনে কর তোমাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইব?" এই বলিয়া ইন্দ্রানন্দ সত্বর সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বালিকা উঠিবার চেষ্টা করিল, উঠিতে পারিল না। পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় একদৃষ্টে তাঁহার দিকে হতাশভাবে চাহিয়া রহিল। শেষে ইন্দ্রানন্দ বাড়ীর বাহির হইয়া যান দেখিয়া, সে কাঁদিয়া উঠিল। ইন্দ্রানন্দ ফিরিলেন।

...খন বালিকা সজলনেত্রে বলিল, "যদি কারও সঙ্গে তোমার দেখা ...য়, তা হলেও তুমি আসিবে বল ?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আসিব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কাহার সঙ্গে আমার দেখা হইতে পারে মনে কর ?"

"দাদিয়া যদি ফিরে আসেন—আমার কেবলই মনে হচ্ছে দাদিয়া এখনই ফিরে আস্‌বেন,এমন করে আমায় একেবারে ফেলে যাবেন না।"

"ভয় নাই, আমি তোমার বুড়া দাদিয়ার ভয়ে পলাইব না।"

"তুমি তাহাকে চেন না।"

"পরে চিনিব—ভয় নাই, আমি এখনই আসিতেছি।"

ইন্দ্রানন্দ আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া বালিকার জন্য কিছু আহারাদি সংগ্রহের জন্য দ্রুতবেগে তথা হইতে রাজপথে আসিলেন।

নিকটেই একটা দোকান ছিল। তিনি সত্বর তথায় যাহা পাইলেন, তাহাই লইয়া আবার পড়ো বাড়ীর দিকে চলিলেন।

তাহার বোধ হইল, যেন পড়ো বাড়ীর উপরের ঘরে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য একটা আলো দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, বাড়ীতে কেহই নাই ; সুতরাং ভাবিলেন, তাঁহারই নিজের ভুল হইয়াছে।

পরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন যে,কতকগুলি কাঠ কে যেন সরাইয়াছে; তিনি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ীর দরজার নিকট আসিলেন। দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। তিনি বাহির হইয়া যাইবার সময় দ্বার খোলা রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন যে, তাঁহার গমনের পর নিশ্চয়ই কেহ এই বাড়ীতে আসিয়াছে। তিনি বালিকাকে যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে কখনই উঠিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিতে পারে না।

একবার তাঁহার মনে হইল যে, এখন এখান হইতে তাহার চলিয়া

যাওয়াই কর্ত্তব্য; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই বালিকার মলিন মুখ তাঁহার মনে পড়িল। তিনি দ্বারে সজোরে আঘাত করিলেন। দেখিলেন, দ্বার খোলা আছে। তিনি সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া তিনি দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বাতী তেমনই জ্বলিতেছে, কিন্তু বালিকা নাই। তিনি যে চেয়ারে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন,সে চেয়ার শূন্য।

তিনি বিস্মিত হইয়া গৃহের চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনদিকেই কেহ নাই; মনে বড় ভয় হইল, এ বাড়ীর বিষয়—এই বালিকার বিষয়—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি আরও ভীত হইলেন।

সহসা তাঁহার ভূতের কথা মনে পড়িল। এ বাড়ীতে যে খুন হইয়াছে, তাহা ইন্দ্রানন্দ জানিতেন। শুনা যায়, যে খুনের বাড়ীতে প্রায়ই ভূত দেখা যায়। তবে কি তিনি এতক্ষণ এক প্রেত-বালিকার সহিত কথা কহিতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে তাঁহার দৃষ্টি একটা গবাক্ষের দিকে পড়িল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন,সেই জানালার ছিদ্র দিয়া দুইটা উজ্জ্বল চক্ষু প্রদীপ্তনক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। সেই ভীষণ দৃষ্টি তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে। এইবার তাঁহার অবশিষ্ট সাহসটুকুও নষ্ট হইল; তাঁহার বক্ষের স্পন্দন এত দ্রুততর হইয়া উঠিল যে, সেই শব্দ যেন তিনি কানে শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পা দুইখানা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া-যাইতেছে। ইচ্ছা থাকিলেও তিনি এক পদ অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সশঙ্কভাবে আবার সেই জানালার দিকে চাহিলেন। সেই দুই উজ্জ্বল চক্ষু এখনও তাঁহার দিকে তেমনি ভীষণ ভাবে চাহিয়া আছে। তিনি তখন লম্ফ দিয়া পাগলের ন্যায় সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মীনা।

ইন্দ্রানন্দ যেমন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন—অমনিই কে পশ্চাৎ হইতে তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন। দেখিলেন, আবার সেই বালিকা—এখন তাহার মুখ যেন আরও বিবর্ণ। সে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি—তুমি—এসেছ—ভাল করনি।"

প্রকৃত কথা বলিতে কি, এই অপরিচিতা বালিকা ইহারই মধ্যে ইন্দ্রানন্দের হৃদয়ে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। ইন্দ্রানন্দ ভয় পাইয়াছেন, পলাইতে পারিলে বাঁচেন, তথাপি বালিকাকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ চাহিতেছিল না। বলিলেন, "ভাল করি নাই? একটু আগে তুমিই না আমাকে ফিরিয়া আসিতে জেদ্ করিয়াছিলে?"

ইন্দ্রানন্দ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি বালিকাকে যেরূপ দুর্ব্বল অসহায় অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, এখন আর তাহার সে অবস্থা নাই। তাহার সেই নিষ্প্রভ চক্ষুদুটির দৃষ্টি এখন প্রখর, সতেজ, দীপ্ত। বিকারগ্রস্ত রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইলেও তাহার দেহে যেমন একটা অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হয়, ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, এই বালিকার ও ঠিক সেই ভাব হইয়াছে।

বালিকা অতি মৃদুস্বরে—প্রায় তাঁহার মুখ ইন্দ্রানন্দের কানের কাছে আনিয়া বলিল, "হাঁ; আগে বলেছিলাম—এখন—এখন—আমার দাদিয়া ফিরে এসেছেন। তুমি গেলেই তিনি এসেছেন—উপরে আছেন।"

"আমি একটা জানালার ফাটলে কাহার দুটি চোখ জ্বলিতে দেখেছিলাম; বোধ হয়, সে তোমার দাদিয়ারই চোখ।"

বালিকা নিরুত্তর। ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "তোমার দাদিয়াকে আমার ভয় কি—আমি তাঁহাকে সকল কথাই বলিব।"

বালিকা সভয়ে বলিল, "না—না—না—তুমি তাঁকে জান না।"

ইন্দ্রানন্দ খাদ্যাদি বাহির করিয়া বলিলেন, "ভাল তাই হবে—এখন তোমার জন্য এ সব আনিয়াছি—তুমি খাও।"

বালিকা সেইরূপ শঙ্কিতভাবে বলিল, "না—না—না—দাদিয়া দেখ্‌লে রক্ষা রাখিবে না। তুমি যাও—এখনও সময় আছে।"

এই বালিকাকে ছাড়িয়া যাইতে ইন্দ্রানন্দের প্রাণ চাহিতেছিল না। তিনি বলিলেন, "তুমি না খাইলে আমি কিছুতেই যাইব না।"

বালিকা তাঁহার দিকে সকরুণনেত্রে চাহিল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর কি ভাবিয়া সংক্ষেপে বলিল, "দাও।"

ইন্দ্রানন্দ যাহা যাহা আনিয়াছিলেন, একে একে সমস্ত বালিকাকে দিলেন। সে নীরবে সেগুলি খাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন, যথার্থই বালিকা দুইদিন আহার করে নাই।

সে পার্শ্ববর্ত্তী পাত্র হইতে এক গ্লাস জল ঢালিয়া সমস্ত পান করিল; এবং ইন্দ্রানন্দের দিকে চাহিয়া বলিল, "হয়েছে—আমি খেয়েছি। এখন দাদিয়া তোমায় দেখ্‌বার আগেই চলে যাও।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "তোমার দাদিয়াকে আমার ভয় কি? তুমি এরকম জায়গায় থাকিবার উপযুক্ত নও। আমি তোমার বিষয় সব না শুনিয়া এখান থেকে এক পা নড়িব না।"

বালিকা সচকিতে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। এবং ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি দাদিয়াকে চেন না—তোমার বিপদ্ হবে।"

ইন্দ্রানন্দ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি আপদ! তোমার দাদিয়াকে আমি ভয় করিব কেন?"

এবার বালিকা বড় হতাশ হইয়া পড়িল। ক্ষণপরে বলিল, "কি জানিতে চাও বল—এখনই বল। দাদিয়া এখনই নেমে আস্‌বে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "তোমার কথা আমি সব জানিতে চাই?"

বালিকা তাড়াতাড়ি বলিল,"ওগো, আমার কথা আমি কিছুই জানি না। এই দাদিয়া আমার নিজের দাদিয়া কি না তাও আমি জানি না। আমার মা বাপ কে ছিল, তাও আমি জানি না। একটি স্ত্রীলোক আমাকে মানুষ করে। তার কাছে দাদিয়া যাওয়ায় সে আমাকে এর সঙ্গে আস্‌তে বলে,সেই পর্য্যন্ত আমি এখানে। আমার আর কেউ নাই।"

ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন, বালিকার কথা সত্য; কিন্তু বালিকা তাঁহাকে সত্বর বিদায় করিবার জন্য অতি সংক্ষেপে সারিয়া লইল। ইন্দ্রানন্দ তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

বালিকা বলিল, "যিনি আমাকে মানুষ করেছিলেন, তিনি আমাকে মীনা বলে ডাক্‌তেন।"

ইন্দ্রানন্দ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বালিকা সত্বর তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিল। অস্পষ্টস্বরে বলিল, "চুপ্।"

ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, তাহার মুখখানি ভয়ে কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। সে ভীতিবিস্ফারিত নেত্রে পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া আছে। ইন্দ্রানন্দও চমকিত হইয়া সেইদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, এক বৃদ্ধা অনতিদূরে দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে তাহাদিগের দুইজনকেই দেখিতেছে, অন্ধকারে তাহার সেই চক্ষু জ্বলিতেছে। ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন, ইনি সেই দাদিয়া।

দশম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধা—ভয়ঙ্করী।

ইন্দ্রানন্দের স্বতঃই মনে হইয়াছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া যাইবেন। এ বাড়ীর সকলই বিভীষিকাময়, হয় ত জীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মীনার ম্লান মুখখানি তাঁহার মনে পড়িল,তিনি তখন নিজের কাপুরুষতার জন্য বড় লজ্জিত হইলেন।

তিনি ভাবিলেন, "আমি কি নির্ব্বোধ! একটা বুড়ীকে দেখিয়া ভয়ে পলাইতেছিলাম? এই অসহায় বালিকাকে এই রাক্ষসীর হাতে ফেলিয়া যাইতেছিলাম? প্রাণ দিয়াও ইহাকে রক্ষা করিব।"

তিনি স্ফীতবক্ষে বৃদ্ধার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কিন্তু সে বৃদ্ধা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মীনাকে কহিল, "এ কে?"

মীনা ভয়ে ভয়ে বলিল, "দাদিয়া, এই বাড়ীতে একা আস্‌তে আমার বড় ভয় কর্‌ছিল, তাই এই ভদ্রলোকটি আমাকে সঙ্গে করে রেখে যেতে এসেছিলেন।"

বৃদ্ধা পেচকের ন্যায় তীব্রকণ্ঠে বলিল, "এখন তুই আর একা নস্‌।"

মীনার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল। মীনার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আমি কেন এসেছি, আপনাকে বলা উচিত।" বৃদ্ধা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, হাত নাড়িয়া মীনাকে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে আজ্ঞা করিল। মীনা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ধীরপাদক্ষেপে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মীনা কি করে,কোথায় যায় দেখিবার জন্য ইন্দ্রানন্দ বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইলেন, অমনই আলো নিবিয়া গেল। তিনি ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইলেন। ব্যাপার সুবিধাজনক নয় দেখিয়া,তিনি যেমন লাফাইয়া দ্বারের দিকে যাইবেন, ঠিক সেই সময় সবলে বজ্রমুষ্টিতে কে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। তিনি বুঝিলেন, কোন মহাবলবান্ লোক তাঁহাকে ধরিয়াছে। দৃঢ়মুষ্টি পেষণে তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গেল। আচম্বিতে এরূপভাবে আক্রমণ করায় ইন্দ্রানন্দ আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না।

সেই বৃদ্ধাই ইন্দ্রানন্দের গলদেশ চাপিয়া ধরিয়াছিল। এখন সে ইন্দ্রানন্দকে সবলে টানিয়া লইয়া একটা গৃহমধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃদ্ধার শরীরে এ অসুরের শক্তি কোথা হইতে আসিল ? ইন্দ্রানন্দ কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না।

ইন্দ্রানন্দ মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। এরূপভাবে এই ভয়াবহ স্থানে এক মুহূর্ত্তনিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে ভাবিয়া, তিনি পকেট হইতে দিয়াশলাইর বাক্স বাহির করিলেন। তাহাতে আর দুটিমাত্র কাঠী অবশিষ্ট ছিল। তিনি অতি সাবধানে একটি জ্বালিলেন। সেই আলোকে দেখিলেন, গৃহে ধূলিস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সে গৃহমধ্যে মৃতদেহ নাই দেখিয়া তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিলেন।

তিনি দ্বার খুলিতে প্রয়াস পাইলেন ; কিন্তু দেখিলেন, বাহির হইতে দ্বার সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ, গৃহের কোনদিকে গবাক্ষ নাই, তিনি প্রাণপণে চীৎকার করিলেও স্বর কোন রূপেই বাহিরে যাইবার উপায় নাই। আর যদিও বা যায়, কে শুনিবে ? এত রাত্রে এদিকে জনপ্রাণ আসে না।

দিয়াশলাইটি যথাসময়ে নিবিয়া গেল। তিনি আর একটি কাঠী জ্বালিলেন। পদাঘাতে শব্দ করিয়া দেখিলেন, গৃহতল কাঠে প্রস্তুত, ঠিক

এই সময়ে একবার নড়িয়া উঠিল। তৎপরে এক একখানা তক্তা সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। ইন্দ্রানন্দ লাফাইয়া দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া, দাঁড়াইলেন। নতুবা তিনি নিশ্চয়ই ঐ গৃহের নিম্নে পতিত হইতেন। গৃহনিম্নে কি আছে, তিনি দেখিতে পাইলেন না। এই সময়ে তাঁহার শেষ দিয়াশলাই কাঠীটিও নিবিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, "মীনা কি জানে যে, এরা আমাকে এ রকম ভাবে এইঘরে আটক করিয়াছে? না না—সে জানে না—অসহায় বালিকা বদমাইসদের হাতে পড়িয়াছে। যেমন করিয়া পারি, প্রাণ দিয়া আমি তাহাকে রক্ষা করিব। না—না—সে কথনই এ রকম নয়। সে জানিতে পারিলেই আমাকে নিশ্চয় এখান থেকে বাহির করিয়া দিবে।"

সহসা দরজা খুলিবার শব্দ হওয়ায় ইন্দ্রানন্দ উদ্যত কর্ণে রহিলেন। তিনি অন্ধকারে বুঝিতে পারিলেন, কে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিতেছে। তৎপরে কে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ্।"

অন্ধকারে কে তাঁহার হাত ধরিল। ইন্দ্রানন্দ স্পর্শে বুঝিলেন, হাতখানি কোমল ও ক্ষুদ্র—এ হাত নিশ্চয়ই সেই মীনার। ইন্দ্রানন্দ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "কে, মীনা?"

তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া ততোধিক মৃদুকণ্ঠে মীনা বলিল, "হাঁ, আমি মীনা—খুব আস্তে—চুপ্—এখন কোন কথা নয়—এস।"

ইন্দ্রানন্দ নিশ্বাসবন্ধ করিয়া সঙ্গে চলিলেন।

মীনা তাঁহাকে অন্ধকারে ঘরের ভিতর দিয়া অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া লইয়া চলিল। অবশেষে সে একটি দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া, বাহির করিয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, তিনি বাহিরে আসিয়াছেন। সম্মুখেই দেওপাড়া ঘাট। এরূপ ভয়াবহ ব্যাপারে তিনি আর কখনও পড়েন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অবার মীনা।

বাহিরে আসিলে শীতল বায়ু মস্তকে লাগায় ইন্দ্রানন্দ কতকটা প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার বুক কাঁপিতেছিল। তিনি সুবিস্তৃত হ্রদের তীরে উপবিষ্ট হইলেন। এখন অনেক কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি কি করিতে আসিয়াছিলেন, আর কি করিলেন। তবে তাঁহার এখানে আসা একেবারে নিস্ফল হয় নাই। মীনা বীরবিক্রমকে চেনে, কিন্তু বীরবিক্রম মীনাকে চেনেন কি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। তাহার দাদিয়া যে বীরবিক্রমকে জানে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃদ্ধা তাঁহার পিতার নিকট চাকরী করিত, বীরবিক্রমও নিশ্চয় তাহাকে জানেন। তিনি যে মধ্যে মধ্যে এইখানে আসেন, সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

তিনি বীরবিক্রমের বাটীতে যে কাগজ দেখিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই বৃদ্ধাই সে পত্র লিখিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া নিশ্চয়ই বীরবিক্রম এখানে আসিয়াছিলেন। দয়ামল তাঁহার পিতার বিষয় সমস্ত ফাঁকী দিয়া লইয়াছিল। তাহার প্রতি বীরবিক্রমের যে জাত-ক্রোধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য কি বীরবিক্রম এই বৃদ্ধা ও তাহার সঙ্গী বদমাইসের দলের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন? সম্ভব— সংসারে সকলই সম্ভব। তবে বীরবিক্রমের ন্যায় লোক যে এক ব্যক্তিকে ভুলাইয়া এইখানে এই নির্জ্জন স্থানে আনিয়া তাহাকে খুন করিবেন,

তাহার পর তাহার দেহ জলে ভাসাইয়া দিবেন—কিছুতেই ইন্দ্রানন্দের প্রাণ এ কথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তবে সে রাত্রে তাঁহার হাতে রক্ত আসিল কোথা হইতে? বীরবিক্রম কি এরূপ ভয়ানক লোক? তাঁহাকে যে সকলে অতি মহৎ লোক বলিয়া জানিত। যাহাই হউক, তাঁহাকে এ রহস্য উদ্ভেদ করিতেই হইবে। নিশ্চয়ই এই সকল ব্যাপারের মধ্যে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। এই বৃদ্ধাই বা কেন এত স্থান থাকিতে এই নির্জ্জন পড়ো বাড়ীতে বাস করে? খুন হইবার পর হইতে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, কেন এখানে ছিল না, আবার কেনই বা এখানে ফিরিয়া আসিল?

মীনা তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাহা অবিশ্বাস করিতে প্রাণ চাহিল না। তিনি সেই বালিকার স্বচ্ছ মুখ-দর্পণে তাহার স্বচ্ছ হৃদয়ের প্রতিবিম্বপাত হইতে দেখিয়াছিলেন।

তিনি আরও ভাবিয়া দেখিলেন, মীনা নিশ্চয়ই এই বৃদ্ধার নাতিনী। ইহার উপর বৃদ্ধার জোর না থাকিলে যে তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সে কেন তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিবে। যে তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, নিশ্চয়ই সে তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানে। ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার নিকট মীনা সম্বন্ধে সকল কথা জিজ্ঞাসা করা স্থির করিলেন।

কিন্তু সে কে তাহা জানেন না। তিনি মীনাকে একথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি, তাহাকে এমন বিপদসঙ্কুল স্থানে ছাড়িয়া যাইতে কোন মতেই তাঁহার প্রাণ চাহিতেছিল না। তিনি ভাবিলেন, "মীনাকে দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সে কোন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের কন্যা। যদিও তাহার পরিহিত বস্ত্রাদি মলিন, যদিও সে নিতান্ত দারিদ্র্য-কষ্টে আছে, কিন্তু ভাব-ভঙ্গিতে স্পষ্টই

প্রতীয়মান্ হয়, সে ভদ্রবংশজাতা। সে নিতান্ত অশিক্ষিতাও নহে। তাহার কাছে তিনি যতটুকু সময় ছিলেন, তাহাতেই তিনি বুঝিয়াছেন যে, সে ছোট লোকের মেয়ের ন্যায় মূর্খ নহে। যে কেহ তাহাকে লালনপালন করুক না কেন, সে মীনাকে ভদ্রবংশজাতা বলিয়া জানিত। সেজন্য তাহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছে। তবে মীনা এই ভয়াবহ স্থানে কেন? এটা যে একটা ভয়ানক নরঘাতী দস্যুদের আড্ডা! কেন সে নীরবে এত কষ্ট সহ্য করিয়া এই মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনোপযোগী স্থানে বাস করিতেছে? নিশ্চয়ই ইহার গুরুতর কারণ আছে। তিনি তাহার ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, সে ইচ্ছা করিয়া এখানে আসে নাই। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া তাহাকে এখানে থাকিতে হইতেছে।

তিনি এই সকল জানিয়া-শুনিয়া কোন্ প্রাণে কেমন করিয়া তাহাকে এই স্থানে ফেলিয়া যাইবেন? সে যে নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। তাহা হইলে তাঁহার মত ঘোর পাষণ্ড আর কে? তাঁহার কি, যেমন করিয়া হউক, এই অসহায় বালিকাকে এই দস্যুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে?

ইন্দ্রানন্দ হ্রদতীরে বসিয়া এই সকল ভাবিতেছিলেন। তিনি এইরূপ যত ভাবিতে লাগিলেন, ততই আর একবার—আর একবারটি মাত্র মীনাকে দেখিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি ব্যগ্রভাবে উঠিলেন।

যে বাড়ীতে একটু পূর্ব্বে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন, যেখানে তাঁহার জীবন ঘোর সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, যেখানে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, বদমাইসেরা বাস করিতেছে, তিনি আবার সেই বাড়ীর দিকে চলিলেন।

মীনাকে তাঁহার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল। সে সকল

জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি কিছুতেই বাড়ীতে ফিরিবেন না, স্থির করিলেন।

প্রথমে তিনি যে দ্বার দিয়া মীনার সহিত এই বাড়ীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তিনি সেই দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ দ্বারের সম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, ঘোর অন্ধকার, শীতও খুব। তিনি একবার চারিদিকে চাহিলেন। পাহাড়শ্রেণী অতিকায় দানবদলের ন্যায় অন্ধকারে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

এরূপ অন্ধকারে, এরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে, ভাবিয়া তিনি ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিলেন। দ্বারের পার্শ্ব দিয়া তিনি গৃহমধ্যে আলোক দেখিতে পাইতেছিলেন। সুতরাং ভাবিলেন, নিশ্চয়ই কেহ না কেহ গৃহমধ্যে আছে।

দ্বারে আঘাত করিয়া তখন তাঁহার মনে হইল, যদি মীনা গৃহমধ্যে না থাকে, যদি দস্যুদের কেহ থাকে, কি যদি সেই বৃদ্ধাই থাকে, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন? মীনা দরজা না খুলিয়া অন্য কেহ দরজা খুলিলে তিনি কি বলিবেন?

তিনি কি করিবেন-না-করিবেন ভাবিতেছেন, এইরূপ সময়ে ধীরে ধীরে দ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া গেল। তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন—সম্মুখে মীনা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হ্রদতটে।

তাঁহাকে দেখিয়া মীনাও নিতান্ত বিস্মিত হইল। সে ভ্রূকুটি করিল, হয় ত সে বিরক্ত হইল—একটি কথাও কহিল না। কাঠের পুতুলের ন্যায় অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন ইন্দ্রানন্দ তাহার অতি নিকটস্থ হইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে ?"

মীনা কোন কথা কহিল না। বোধ হয়, কথা কহিতে পারিল না। ভয়ে সে নিতান্ত বিহ্বলভাবে ছিল। পরে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি আবার কেন এখানে এলে—তুমি আবার কেন এখানে ফিরে এসেছ ? দেখ্‌লে না—কি হয়েছিল ?"

ইন্দ্রানন্দ তাহার হাত ধরিলেন। মীনা হাত সরাইয়া লইল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে না দেখা করে যেতে পারি না—এ দিকে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

সহসা মীনা তাহার হাত টানিয়া লইয়া রাগিয়া বিরক্ত হইয়া বিষণ্নভাবে বলিল, "না—না—না—তুমি শীঘ্র যাও—তুমি কি পাগল হয়েছ ? জেনে শুনে—আবার এখানে এসেছ।"

এবার ইন্দ্রানন্দ বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "পাগলই বটে—আমি পাগল কি আর কিছু, এখনই দেখিতে পাইবে। আমি এখনই পুলিসে খবর দেব। তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি।"

মুহূর্ত্তের জন্য যেন মীনার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। তৎপরে সে অতি ধীরে ধীরে, অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "হাঁ, পুলিসে খবর দেবে—দিয়ো। তবে তোমার বন্ধু বীরবিক্রমকে আগে এ কথা বলো।"

এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রানন্দ স্তম্ভিত হইলেন। তবে বীরবিক্রম যে তাঁহার বন্ধু, তাহাও এই বালিকা জানে; তবে বীরবিক্রম যে দয়ামলকে খুন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; এই বালিকা নিশ্চয়ই সেই ভয়াবহ ব্যাপার দেখিয়াছে। তিনি নির্ব্বাক হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীনা অগ্রসর হইল, তাঁহাকে পশ্চাতে আসিতে ইঙ্গিত করিল। ইন্দ্রানন্দ নীরবে তাহার অনুসরণ করিলেন।

ক্রমে মীনা কাষ্ঠস্তূপের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে ইন্দ্রানন্দ তাহাকে ভাল দেখিতে পাইতেছিলেন না, কিন্তু তাহার স্বরে স্তম্ভিত হইলেন। এরূপ কাতরতাপূর্ণ করুণকণ্ঠ তিনি জীবনে আর কখনও শুনেন নাই। মীনা বলিল, "আপনি আমার কাছে একটি অঙ্গীকার করিবেন?" এই প্রথম সে তাঁহাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিল। তাহার স্বরে ইন্দ্রানন্দের দ্রবার্দ্র হৃদয় সিক্ত হইয়া গেল।

তিনি বলিলেন, "কি অঙ্গীকার বল?"

মীনা সেইরূপ কাতরস্বরে বলিল, "অঙ্গীকার করুন, আজ আপনি এখানে যাহা দেখিলেন, তাহা পুলিসে বা কাহাকেও বলিবেন না।"

ইন্দ্রানন্দ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কেমন করিয়া এ অঙ্গীকার করি? এখানে একজন খুন হইয়াছে, আমি জানিয়া-শুনিয়া এ কথা যদি প্রকাশ না করি, তবে আমার পক্ষে বড় অন্যায় কাজ হইবে।"

মীনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "খুন আমরা করি নাই, আপনার বন্ধু করিয়াছেন।"

এই কথায় ইন্দ্রানন্দের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল; তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না।

তখন মীনা বলিল, "একটু আগে আপনাকে আমি রক্ষা করিয়াছি, অন্ততঃ সেইজন্যও কি আমার এই অনুরোধ রাখিবেন না?"

সে ইন্দ্রানন্দের হাত ধরিল। ইন্দ্রানন্দের শিরায় শিরায় অগ্নি ছুটিল। তিনি রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।"

মীনা তাহার দীর্ঘায়তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। ইন্দ্রানন্দের চক্ষু তাহার চক্ষুর সহিত মিলিত হইল। সেই দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুধা-লহরী বহিল। তিনি ব্যাকুলভাবে সেই বালিকার বিষণ্ণতা-মাখা মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মীনা বলিল, "আমার অনুরোধ—অঙ্গীকার করুন, আর আপনি কখনও এখানে আসিবেন না—অঙ্গীকার করুন, আপনি আজিকার সমস্ত কথা ভুলিয়া যাইবেন, অঙ্গীকার করুন—আপনি আমাকে ভুলিবেন।"

নিমিষমধ্যে মীনা তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্ধকারে অন্তর্হিতা হইল। ইন্দ্রানন্দ তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। বিষণ্ণচিত্তে সেই নির্জ্জন হ্রদতটে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর হতাশ-ভাবে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রানন্দ—বিভ্রাটে।

নিদারুণ উদ্বেগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ইন্দ্রানন্দ ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি পাহাড়িয়া, নতুবা এই গভীর অন্ধকার রাত্রে এই নিদারুণ শীতে পাহাড়ের পথ অতিক্রম করিতে পারিতেন না। তাঁহার এরূপ কার্য্য খুব অভ্যস্ত। সুতরাং তিনি নইনিতালের কোন স্থানে না থাকিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

কিন্তু তিনি যত গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি ভগিনী দরিয়াকে কি বলিবেন? পিতা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকেই বা কি বলিবেন?

পিতাকে যাহা হয় বলিয়া বুঝাইতে পারিবেন, কিন্তু দুষ্ট ভগিনীটিকে বুঝান সহজ হইবে না। তিনি দরিয়ার স্বভাব বেশ জানিতেন; তাহার শিরায় শিরায় গুর্খা রক্ত প্রধাবিত—সে কিছুতেই বীরবিক্রমের দোষ দেখিতে পাইবে না। মান-সম্ভ্রম সকল ভুলিয়া সে তাঁহার নিকটে ছুটিবে—সে কিছুতেই কোন কথা কানে তুলিবে না।

ইন্দ্রানন্দের বয়সই বা কি এমন বেশী? তিনি সংসারের এখনও বিশেষ কিছুই দেখেন নাই। তিনি জীবনে কখনও এরূপ ব্যাপারে লিপ্ত হয়েন নাই; কাজেই তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তবে তিনি ইহা স্থির করিলেন যে, বাড়ীতে গিয়া তিনি ভগিনীর নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিবেন। তিনি মনে মনে আপনা হইতেই একটু লজ্জা বোধ করিতেছিলেন। তিনি গিয়াছিলেন বীর-

বিক্রমের অনুসন্ধানে, কিন্তু মীনাকে দেখিয়া তিনি সে কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ নানা চিন্তায় উৎপীড়িত হইয়া তিনি বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রির অবসান হইয়াছে।

তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, কাহারও সহিত দেখা না করিয়া আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িবেন। বলিবেন, তাঁহার অসুখ হইয়াছে, অসুখের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিবেন, কাহারও সহিত কথা কহিবেন না।

তিনি চোরের ন্যায় পা টিপিয়া টিপিয়া অন্যের অলক্ষ্যে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, এই সময়ে কে পশ্চাৎ হইতে তাঁহার জামা চাপিয়া ধরিল। তিনি চমকিতভাবে পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেন।

তিনি যে ভয় করিয়াছিলেন, সম্মুখে তাহাই—এযে দরিয়া!

তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, তাহার মুখ পাংশুবর্ণ, তাহার ভাব কেমন এক রকম—তাহাকে দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয়, সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। ইন্দ্রানন্দের হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহার পা উঠিল না।

দরিয়া তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল ব্যাকুলভাবে চাহিয়া থাকিয়া কেবল মাত্র বলিল, "দাদা!"

ভগিনীর কষ্ট দেখিয়া বীরবিক্রমের উপর ইন্দ্রানন্দের অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। এরূপ নরাধমকে এরূপ বালিকা কেন এত ভালবাসে? তাঁহার মনে হইল যে, বীরবিক্রম যদি এখন তাঁহার সম্মুখে থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁহার উভয় কর্ণ প্রাণপণ বলে মর্দ্দন করিয়া হাতের সুখবিধান করিয়া লইতেন। তিনি কোন কথা কহেন না দেখিয়া দরিয়া বলিল, "আমার কাছে কিছু লুকাইয়ো না দাদা, কি হয়েছে বল।"

ইন্দ্রানন্দ সবেগে কহিলেন, "না– বলবার যো নাই।"

দরিয়া আবার ব্যাকুলভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "কেন—কেন বলা যায় না। তবে কি বীরবিক্রম এখন অন্য কাকেও——"

ইন্দ্রানন্দ বিরক্তভাবে বলিলেন, "তা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? সে এখানে আসে না—একেবারে আমাদের ভুলিয়া গেছে।"

দরিয়া অতি ধীরে ধীরে অতি গম্ভীরভাবে কহিল, "তা হতেও পারে—নাও পারে। যাই হোক তুমি সমস্ত রাত্রি বাড়ী এস নাই, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কিছু জেনেছ। আমায় খুলিয়া সব বল। মনে কর না যে, দরিয়া ভারী বোকা।"

ইন্দ্রানন্দ হতাশ হইলেন—প্রাণ থাকিতে বীরবিক্রমের সম্বন্ধে সেই সব ভয়ানক ব্যাপারের ঘৃণ্য পাপকাহিনী কোনমতেই ভগিনীকে বলিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু দরিয়া তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়ে না।

ইন্দ্রানন্দ ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, হতাশ হইয়া বলিলেন, "তবে শোন—আমি আবার বলিতেছি, তাহার মাথা একদম খারাপ হইয়া গিয়াছে—সে যত বদ লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে; লোকে বলিতেছে, সে এমন কাজ করিয়াছে, যে ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে পারে। শুনিলে—না আরও কিছু শুনিতে চাও?"

দরিয়া স্তম্ভিতভাবে অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দ্রানন্দ ভাবিলেন, তাঁহার ন্যায় পাষণ্ড এ ত্রিসংসারে আর কেহ নাই। ইন্দ্রানন্দের মনে বড় অনুতাপ হইতে লাগিল; রাগের বশে সহসা এতগুলা কথা দরিয়াকে বলিয়া ফেলা ভাল কাজ হয় নাই। ইন্দ্রানন্দেরই বা দোষ কি? তাঁহার নিজের মাথার ঠিক ছিল না—অনেক কারণে তাঁহার মস্তিষ্ক একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

দরিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল,"তবে কি তিনি কাকেও খুন করেছেন ?"

ইন্দ্রানন্দ কোন কথা কহিলেন না। দরিয়া দুই হাতে সবলে নিজের বুক চাপিয়া ধরিল। পড়িতেছিল, কিন্তু অতিকষ্টে আত্মসংযম করিল। কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "দাদা, তুমি কি শুনেছ—কি জেনেছ—আমি সব জান্‌তে চাই। আমাকে বলিতেই হইবে।"

ইন্দ্রানন্দ উৰ্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে ছুটিয়া পলাইতে চাহিলেন ; কিন্তু দরিয়া তাঁহার হাত টানিয়া ধরিল। নিমেষের জন্য দরিয়া আত্মসংযম হারাইয়াছিল। নিমেষ মধ্যে সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া আগেকার সেই শান্ত গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিল। বলিল, "দাদা—সব বল।"

ইন্দ্রানন্দ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, "বলিব আমার মাথা, আর তোমার মুণ্ড। আমরা আর কি করিতে পারি ?"

দরিয়া স্থিরভাবে বলিল, "তুমি কি জেনেছ তাই বল।"

ইন্দ্রানন্দ ভাবিলেন, "এই বালিকা তাঁহাকে পাগল না করিয়া ছাড়িবে না।" তিনি হতাশভাবে বলিলেন. "আমি সব কথা তোমায় বলিতে পারিব না—সে শক্তি আমার এখন নাই।"

"কি জেনেছ—তাই বল।"

"জেনেছি দয়ামলকে খুন করিয়া বীরবিক্রম তাহার লাস জলে ফেলিয়া দিয়াছে—দেখিতেছ, আমরা আর ইহার কি করিব ? তাহার কথা আর মনে আনিয়ো না।"

"দাদা, তোমার ভুলও হতে পারে। বীরবিক্রম এরূপ কাজ কখনও করিবেন না। যা হোক, তিনি এখন বিপদে পড়িয়াছেন, এখন তাঁহার সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য ; তিনি কি করিয়াছেন কি না করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমি কিছু ভাবি না ; তোমরা না কর, আমি তাঁহার সাহায্য করিব, আমি তাঁহার কাছে যাইব।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রলাপে।

ইন্দ্রানন্দ ভাবিলেন, দরিয়া নিশ্চয়ই বীরবিক্রমের নিকটে যাইবে। সে যা মনে করে, না করিয়া ছাড়ে না। তিনি বলিলেন, "সে নইনিতালে নাই—কোথায় গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। বাড়ীতে যে চাকরটা আছে, তাকে বলে গেছে আট দশ দিন আসিবে না, এখন আর তুমি গিয়ে কি করিবে, তাঁর সঙ্গে দেখা হইবে না।"

দরিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর কোন কথা না বলিয়া সহসা তথা হইতে চলিয়া গেল। ইন্দ্রানন্দ দরিয়ার দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সমস্ত রাত্রের জাগরণে পরিশ্রমে, উত্তেজনায় ইন্দ্রানন্দ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার উপর সমস্ত রাত্রের হিম, কুজ্মটিকা, শীত তাঁহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে; তিনি আর দাঁড়াইতে পারিতেছিলেন না। সত্বর গিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

কাহারও সহিত দেখা করিতে, কাহারও সহিত কথা কহিতে তাঁহার বড় ভয় হইতেছিল। তিনি চেষ্টা করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। গত রাত্রের সকল ঘটনা তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। একটু তন্দ্রা আসিলেই হয় মীনা, না হয় দাদিয়াকে স্বপ্নে দেখিতে পান; অথবা দেখেন, সেই অন্ধকার ঘরে যেন কে তাঁহাকে খুন করিতেছে, অমনই চমকিত হইয়া উঠেন। ক্রমে তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে কে বাহির হইতে ডাকিলেন, "আনন্দ!"

তিনি অন্যমনে ছিলেন, মনুষ্যের স্বরেও তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। পদশব্দে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতা আসিতেছেন। তিনি চুপ্ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার পিতা সেই গৃহে তাঁহার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া আবার ডাকিলেন "আনন্দ!"

ইন্দ্রানন্দ আর এরূপভাবে পড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বড় অসুখ হয়েছে?"

"কি হয়েছে?" বলিয়া গুণারাজ পুত্রের কপালে হাত দিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "কে তোমাকে ঠাণ্ডায় হিমে রাত্রে এখানে ফিরিতে বলিয়াছিল? নৈইনিতালে থাকিতে পার নাই, এত লোক রহিয়াছে।"

ইন্দ্রানন্দ কথা কহিলেন না।

গুণারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে খবর লইতে বলিয়াছিলাম, তাহার কি হইল?"

ইন্দ্রানন্দ কাতরস্বরে বলিলেন, "সে মরে গেছে।"

"তবে সে-ই খুন হয়েছে?"

"হাঁ।"

"বীরবিক্রমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"না, সে আট-দশ দিনের জন্য কোথায় গেছে।"

"ঘুমাও, ঘুমালে শরীর ভাল হইবে," বলিয়া গুণারাজ চলিয়া গেলেন।

ইন্দ্রানন্দ ভাবিলেন, "তবে কি বাবাও সন্দেহ করিয়াছেন? তাহা না হইলে তাঁর এ সব খবর লইবার দরকার কি? দয়ামল খুন হইল কি না হইল, তাহাতে তাঁহার কি? তাহার পরেই আবার বীর-বিক্রমের খবর নেওয়া কেন? নিশ্চয়ই বাবা সন্দেহ করিয়াছেন যে, বীরবিক্রমই দয়ামলকে খুন করিয়াছে। পাপকথা ঢাকা থাকিবে না।"

ইন্দ্রানন্দ একান্ত অস্থিরভাবে বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি আর ভাবিতে পারি না—আমি পাগল হইতে বসিয়াছি।"

তিনি অসুখের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিবেন, তাহা হইলে কাহারও সহিত দেখা করিতে হইবে না মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্য সত্যই তাঁহার জ্বর আসিল। ক্রমে জ্বর ভয়ানক হইয়া উঠিল। গত রাত্রের সেই শীতের প্রকোপ কোথায় যাইবে? ক্রমে ঘোরতর জ্বরে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

বাড়ীর সকলেই তাঁহার জন্য বড় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। জ্বরের প্রকোপে তিনি নানাবিধ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন। কখনও বলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" আবার কখনও বলেন, "আমরা এ কাজ করি নাই—তোমার বন্ধু করেছে।" প্রায়ই তিনি বলিতেছিলেন, "মীনা, এ স্থান তোমার উপযুক্ত নয়" "মীনা, প্রাণ দিয়া আমি তোমাকে রক্ষা করিব," "মীনা, আমি তোমায় ভুলিব, এ অঙ্গীকার আমি কিছুতেই করিতে পারি না।"

দরিয়া ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্তা ছিল। পিতা গুণা-রাজও একমাত্র পুত্রের পীড়ায় ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দাড়াইয়াছিলেন।

তিনি দরিয়ার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মীনা কে?"

দরিয়া বলিল, "জানি না, বাবা।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি।

সপ্তাহ মধ্যেই ইন্দ্রানন্দের জ্বর ত্যাগ হইল। কিন্তু তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। উঠিয়া বাড়ীর বাহিরে যাইবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। তিনি সেইদিন হইতে সাহস করিয়া ভগিনীর দিকে চাহিতে পারিতেন না ; তাঁহার সর্ব্বদাই ভয় হইতেছিল, কখন কি সে তাঁহাকে বলিয়া ফেলে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সে বীরবিক্রমের কথা আর কিছুই উত্থাপন করিল না।

তিনি আরও একটু সুস্থ হইলে, একদিন বৈকালে উদ্যানে বেড়াইতেছিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই সকল চিন্তা মন হইতে কোন মতেই দূর করিতে পারেন নাই। বীরবিক্রমের কথা, খুনের কথা, পড়ো বাড়ীর কথা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল। মীনার সেই বিষাদমাখা মুখ কিছুতেই তিনি ভুলিতে পারেন নাই।

তিনি চিন্তিতমনে বাগানে পদচারণা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন মালী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "বাবুজী, এক বুড়ী মাগী এসে বড় জ্বালাতন করিতেছিল, সে আপনার কথা—বীরবিক্রম সাহেবের কথা—দিদিমণির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল।"

মালীর কথায় ইন্দ্রানন্দের মনে সহসা মীনার দাদিয়ার কথা উদিত হইল। তিনি বলিলেন, "সে কোন্‌দিকে গেল ?"

"এই বাগানেই কোথা লুকিয়ে আছে, বোধ হয়, বুড়ীটা পাগল।"

"দেখ্‌তে পেলে তাড়িয়ে দিয়ো," বলিয়া ইন্দ্রানন্দ গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। তিনি বৃদ্ধার সহিত দেখা করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক — তাহার সহিত দেখা করিতে তাঁহার বড় ভয় হইতেছিল। তিনি ভাবিলেন, "সে এখানে আমাদের বাড়ী কি করিতে আসিবে? বোধ হয়, আর কেহ হইবে।"

এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঝোপের মধ্যে কি একটা শব্দ হইল। চকিতভাবে ইন্দ্রানন্দ সেইদিকে ফিরিলেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া—দাদিয়া।

ইহাকে দেখিয়া অবধি ইন্দ্রানন্দের ইহার প্রতি কেমন একটা ভাব হইয়াছিল, দেখিলেই হৃদয়ে মহা আশঙ্কার উদ্রেক হইত। এক্ষণে ইহাকে তাঁহাদের নিজের বাগানে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি বৃদ্ধার মুখ দেখিয়া ইহাও বুঝিলেন যে, বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। যেন সে তাঁহাকে এরূপভাবে জীবিতাবস্থায় উদ্যানমধ্যে পরিক্রমণ করিতে দেখিবার প্রত্যাশা করে নাই। সে নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিল যে, তিনি সেই পড়ো-বাড়ীর ভয়াবহ অন্ধকারময় ঘরের গর্ত্তে পড়িয়া অনেক দিন মরিয়াছেন। এখন তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া সে নিতান্তই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে।

ইন্দ্রানন্দ বৃদ্ধাকে রাত্রে দেখিয়াছিলেন; তাহার মুখ তখন ভাল দেখিতে পান নাই। এক্ষণে দিনের আলোতে তাহার মুখ দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; এরূপ কদাকার, এরূপ ভয়ানক মুখ তিনি আর কখনও দেখেন নাই। স্বতঃই তাঁহার মনে হইল, মীনা কেমন করিয়া এই রাক্ষসী-ডাকিনীর কাছে থাকে। ইন্দ্রানন্দ তখন কি বলিবেন, কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধাও নীরবে এতক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল। এখন সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সে বন্ধু কোথায় গো, বাপু?"

ইন্দ্রানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কে বন্ধু !"

বৃদ্ধা পৈশাচিক হাসি হাসিয়া বলিল, "ওঃ ! তুমি জান না—বটে ! যার জন্য দেওপাড়া ঘাটে গিয়েছিলে গো।"

ইন্দ্রানন্দ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃদ্ধা সেইরূপভাবে বলিল, "সে বন্ধু পাঠায় নি, তা আমি জানি—তার দরকার হলে সে সেখানে নিজে যায়।"

ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের জন্য বিশেষ দুঃখিত হইলেন। যাহার পশ্চাতে এমন একটা পিশাচী লাগিয়াছে, তাহার মত দুর্ভাগা এ সংসারে আর কে ? তিনি কি করিবেন-না-করিবেন মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থির করিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "বীরবিক্রম এখানে নাই। তিনি বিদেশে কাজে গিয়াছেন। তুমি এখনই এখান হইতে দূর হও। আর তুমি কখনও যদি এখানে এস, তাহলে তোমাকে আমি পুলিসে ধরাইয়া দিব।"

বৃদ্ধা বিকট হাস্য করিল। বলিল, "পুলিস ! বটে, পুলিস দিয়ে ধরিয়ে দেবে ? এই কথাটা তোমার সেই বন্ধুকে আগে বলো, দেখো সে কি পরামর্শ দেয় ?" আবার সেইরূপ বিকট হাসি হাসিল।

তাহার হাসিতে ইন্দ্রানন্দ রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "যদি সহজে তুমি না যাও, আমি লোক দিয়া গলা টিপিয়া বার করে দিব।"

বৃদ্ধা আবার সেইরূপ বিকট হাস্য করিল। ইন্দ্রানন্দ চীৎকার করিয়া মালিদিগকে ডাকিলেন। নিমেষ মধ্যে বৃদ্ধা ঝোপের মধ্যে লুকাইল।

তখন মালীরা আসিয়া ইন্দ্রানন্দের আদেশ পাইয়া সমস্ত বাগান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল ; কিন্তু কেহ কোথায়ও সেই বৃদ্ধাকে আর দেখিতে পাইল না।

ইন্দ্রানন্দ চিন্তিত হইলেন, এবং তাঁহার মনে মনে বড় ভয়ও হইল। নিজের জন্য নহে—ভগিনীর জন্য তিনি ভীত হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এ মীনা কে ?

পর দিবস নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া ইন্দ্রানন্দ সেই পড়ো বাড়ীর কথাই ভাবিতেছিলেন ; এমন সময়ে দরিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল। দরিয়াকে দেখিলেই ইন্দ্রানন্দের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত।

ইন্দ্রানন্দ কোন কথা কহিলেন না। বহুক্ষণ দরিয়াও কোন কথা কহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে অতি ধীরে ধীরে সে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, মীনা কে ?"

সহসা সম্মুখে দংশনোদ্যত সর্প দেখিলে লোকে যেরূপভাবে চমকিত হয়, ইন্দ্রানন্দেরও তাহাই হইল। তিনি চমকিত হইয়া ভগিনীর মুখের দিকে চাহিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

দরিয়া আবার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,"দাদা, মীনাটি কে ?"

ইন্দ্রানন্দ কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "মীনা—মীনা—মীনা আবার কে—কই তা ত আমি কিছুই জানি না।"

দরিয়া বলিল, "আমার নিকট লুকাইয়ো না দাদা ; মীনা কে, আমাকে বলিতেই হইবে।"

মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "মীনা—হাঁ—তা—তার কথা কে তোমায় বলিল ?"

"তুমি।"

"আমি ? না।"

"হাঁ, জ্বরে পড়িয়া কেবলই তুমি মীনার নাম সব সময় করিয়াছ—এ মীনা কে, দাদা ?"

ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন, জ্বরের প্রকোপে, তিনি মীনার নাম করিয়াছিলেন। হয় ত আরও কত কি বলিয়াছেন; তিনি নিতান্তই ভীত হইলেন। বলিলেন, "আর কি বলেছি? বাবা কি শুনেছেন?"

"না, আর বেশী কিছু বল নাই। এখন এই মীনা কে, আমায় বল—বলিতেই হইবে, দাদা।"

"শুনে তোমার লাভ কি?"

"লাভ আছে—এই মীনা জানে, বীরবিক্রম খুন করেছেন কি না?"

"তা তুমি কেমন করে জানিলে?"

"যেমন করেই জানি না।"

"না বলিলে, আমি কিছুই বলিব না।"

"তুমি জ্বরের সময় খুনের কথা বলিয়াছ, পড়ো বাড়ীর কথা বলিয়াছ, এই পড়ো বাড়ীতে নিশ্চয়ই এ মীনা থাকে—সে সব জানে। আমি তার সঙ্গে দেখা করিব, করিতেই হইবে।"

ইন্দ্রানন্দ ভীত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, এই পড়ো বাড়ীতে একটি ছোট মেয়ে থাকে, তার নাম মীনা।"

"তোমার সঙ্গে তার দেখা হইয়াছে; সে কি বলিয়াছে, আমায় বল।"

"সে বলিয়াছে—হাঁ, সে তখন সেইখানে ছিল।"

"সে কি বলিয়াছে আমায় বল।"

ইন্দ্রানন্দ ভগিনীর অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। কোন কথা গোপন করিবার ক্ষমতা তাঁহার এখনও হয় নাই। তিনি বলিলেন, "তুমি যদি অধীর না হও ত সব বলি।"

দরিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি কি আমায় জান না—বল।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "সে এই ভয়ানক কাণ্ড স্বচক্ষে দেখেছে।"

তিনি ভাবিয়াছিলেন, দরিয়া এই কথা শুনিয়া নিতান্ত বিচলিত

হইবে। কিন্তু দরিয়া কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। স্থিরভাবে বলিল, "সে স্বচক্ষে দেখেছে, বীরবিক্রম দয়ামলকে খুন করেছে।"

ইন্দ্রানন্দ মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন, "হাঁ সে তাই বলে।"

"তার বয়স কত ?"

"পনের বৎসর হবে।"

"দেখিতে কেমন ?"

ইন্দ্রানন্দের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

দরিয়া তাহা দেখিল। বলিল, "দাদা, তুমি তাকে ভালবাসিয়াছ ?"

এ কথা ইন্দ্রানন্দ নিজ হৃদয়ে উদয় হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়কে তাহা ব্যক্ত করিতে দেন নাই। তিনি ভগিনীর কথা শুনিয়া চমকিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

দরিয়া অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি কেমন করে জানিলে বীরবিক্রম এই মীনাকে ভালবাসে না ?"

ইন্দ্রানন্দ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "তা আমি জানি।"

"কেমন করে জানিলে ?"

"বীরবিক্রম তাহাকে কখন দেখে নাই।"

"তবে বীরবিক্রমকে সে খুন করিতে কিরূপে দেখিল ?"

"সে আর একটা পাশের ঘরে ছিল।"

"কিন্তু বীরবিক্রম কিজন্য এই পড়োবাড়ীতে যাবেন ? এই মীনাই সর্ব্বনাশের মূল।"

"না।"

"না কেন ? হাঁ।"

ইন্দ্রানন্দ ভগিনীর ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া কোন কথা কহিলেন না। দরিয়াও কোন কথা না কহিয়া বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল।

সহসা দরিয়া বলিল, "দাদা, আমাকে ঠকাইতে চেষ্টা করিয়ো না। সেদিন রাত্রে কি কি হয়েছিল, আমায় সব বল—বলিতেই হইবে।"

ইন্দ্রানন্দ ভগিনীর নিকটে আর গোপন করা দুষ্কর দেখিয়া, সে রাত্রে যাহা যাহা হইয়াছিল, কিছুই বাদ না দিয়া সমস্তই ভগিনীকে বলিলেন। দরিয়া নীরবে বসিয়া শুনিল। একটী কথাও কহিল না।

সমস্ত শুনিয়া দরিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "এই তোমার মীনা?"

ইন্দ্রানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "আমার মীনা কি রকম?"

দরিয়া বলিল, "হাঁ, তোমার মীনা এই একটা রকম—শোন। তোমার মীনার ভুল হইয়াছে। সে স্বচক্ষে বীরবিক্রমকে খুন করিতে দেখে নাই, সে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছে—যে, বীরবিক্রম দয়ামলকে খুন করিয়াছেন। আমি এই মীনার সঙ্গে একবার দেখা করিব।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "দেখ দরি, তুমি যদি এই রকম পাগলামী কর, তাহা হইলে বীরবিক্রমের উপকার না হইয়া অপকার হইবে।"

"কেন?"

"কেন? তুমি বালিকা মাত্র, তুমি এই সকল ব্যাপারের মধ্যে গেলে ভাল না হয়ে মন্দই হবে; লাভের মধ্যে পুলিসে বীরবিক্রমকে সন্দেহ করিবে, এখনও তাহাকে সন্দেহ করে নাই, তোমার জন্য করিবে।"

"কেন?"

"আবার কেন? এই খুনের ভিতরে যে বীরবিক্রম নিশ্চয় জড়িত আছেন, তাহারা তখন সহজেই ইহা ভাবিবে। কে না জানে, তোমার সঙ্গে বীরবিক্রমের বিবাহের সকল কথা স্থির হইয়াছে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দরিয়া বড় শক্ত মেয়ে ।

দরিয়া কোন উত্তর না দিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল। তৎপরে বলিল, "সব বুঝি, কিন্তু আমার যা ধারণা, শোন।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "বল।"

"এই পড়ো বাড়ীতে একদল বদমাইস আড্ডা লইয়াছে, যে কারণেই হোক বীরবিক্রম এই বাড়ীতে গিয়াছিলেন। যে রাত্রে দয়ামল খুন হয়, তিনি সে রাত্রে এই বাড়ীতে ছিলেন। খুব সম্ভব, যেমন করিয়া ভুলাইয়া বীরবিক্রমকে বদমাইসেরা এই বাড়ীতে লইয়া যায়, দয়ামলকেও সেইরূপে লইয়া গিয়াছিল। আমার মনে হয়, তোমার সেই গুণমন্ত মীনাটি এই কাজে খুব পাকা।"

"কি কাজে সে——"

"থাম দাদা—শোন। যদি তাহাই না হইবে এই মীনাটী এই পড়ো বাড়ীতে বদমাইসদের দলে থাকিবে কেন? তাহার কাজই এই—সে লোক ভুলাইয়া বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যায়; তার পর বদমাইসেরা তার যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়, কিম্বা তাদের দিয়ে খত লিখিয়ে নেয়।"

ভগিনীর কথা ইন্দ্রানন্দের প্রাণে অনেকটা ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছিল; তথাপি তিনি বলিলেন, "তোমায় সত্য কথা বলিতে কি—আমারও প্রথমে এই কথাই মনে হয়েছিল; পরে বুঝিতে পারি, মীনা সে রকমের নয়।"

"যার মুখ প্রাণে এঁকে যায়, তার বিষয় ঐ রকম হয়। সে ঠিক তোমায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়াছিল—তারা তোমায় ঘরের ভিতরও ঠিক আটকাইয়াছিল, হয় ত তোমারও দয়ামলের অবস্থা হইত——"

ইন্দ্রানন্দের সেই অন্ধকার ঘরের কথা মনে পড়িল। তিনি শিহরিলেন।

দরিয়া বলিল, "তার পর তোমার সৌভাগ্য যে, যেমন তার মুখ তোমার ভাল লেগেছে, তারও তেমনই তোমার মুখ ভাল লেগেছিল, তাই তোমাকে উদ্ধার করিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছে।"

ভগিনীর কথা ইন্দ্রানন্দের প্রাণে ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছিল। তবে কি তিনি মীনাকে যেরূপ ভাবিতেছেন, সে কি তেমনই তাহাকে ভাবিতেছে। তিনি সকল কথা ভুলিয়া গিয়া বলিলেন, "সে বলেছিল, 'আমায় ভুলে যাও—' আমি তাহার কাছে এক রকম অঙ্গীকার করেছিলাম যে, সে রাত্রের কথা কাহাকেও বলিব না।"

দরিয়া ম্লান হাস্যের সহিত বলিল, "দাদা, তোমার এখনও আমাদের মন বুঝিবার বিলম্ব আছে—যাক্ সে কথা, এখন আমাদের একটা কাজ করিতে হইবে।"

"কি বল ?"

"বীরবিক্রম যে, খুন করেন নাই, তা স্থির। সম্ভবতঃ এই তোমার মীনা সব কথা জানে, তোমাকে বলে নাই।"

"না—না—সে মিথ্যাকথা বলে নাই।"

"তবে তার ভুল হইয়াছে।"

"তা হতে পারে।"

"তা হলে সে চেষ্টা করিলে, যথার্থ কে দয়ামলকে খুন করিয়াছে, তা জানিয়া আমাদের বলিতে পারে।"

"তা কি সে করিবে ?"

"করিবে, তুমি মেয়ে মানুষের মন জান না। সে কেবল তোমার জন্যই এ কাজ করিবে। না হলে সে রাত্রে তোমায় রক্ষা করিত না।"

"তার কি আর দেখা পাব?"

"না পাবে কেন? চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা গোয়েন্দা হইয়া বীরবিক্রমকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিব। যে দয়ামলকে খুন করিয়াছে, তাহাকে ধরাইয়া দেব। পারিবে না?"

"তুমি ইহার কি করিবে?"

"তা পরে দেখিতে পাইবে।"

"যদি তুমি এ রকম পাগ্‌লামী কর, তবে আমি কিছুই করিব না।"

"যদি তুমি প্রতিশ্রুত হও, দয়ামলকে যে খুন করিয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বার করিবে, তাহা হইলে আমি চুপ করিয়া থাকি।"

"তাই স্বীকার—এ গোয়েন্দাগিরী করিব।"

"সাতদিন দেখিব।"

"আমি তোমার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব—এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। আমি যে তোমায় বড় ভালবাসি, তা কি জান না? তা ছাড়া বীরবিক্রম আমার পরম বন্ধু।"

"তুমি আমার এই কাজ কর, আমিও তোমার এক কাজ করিব।"

"কি কাজ, দরি?"

"মীনা।"

এই বলিয়া দরিয়া তথা হইতে ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। ইন্দ্রানন্দ বহুক্ষণ তথায় নীরবে একা বসিয়া রহিলেন। তাহার পর কি ভাবিয়া নইনিতালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিলেন। তিনি এই ব্যাপারের এবার একটা কিছু মীমাংসা না করিয়া গৃহে ফিরিবেন না, স্থির করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্যের বিষয়।

ইন্দ্রানন্দ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমি দিন কতক নইনিতালে থাকিব, মনে করিয়াছি।"

গুণারাজ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন ?"

"দরিয়া বীরবিক্রমের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছে।"

"আমরা সকলেই হইয়াছি। সে কোথায় গিয়াছে, সন্ধান পাইলে ?"

"না—তাহারই সন্ধানে যাইব।"

"তোমার গিয়া বিশেষ কি ফল হইবে ?"

"আমি না গেলে দরিয়া যাইবে—আপনি ত তাকে জানেন।"

গুণারাজ কন্যাকে ভাল রকম জানিতেন. তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার স্ত্রী জীবিত নাই, সুতরাং দরিয়াই তাঁহার চক্ষের মণি ছিল। তিনি বলিলেন, "যাও—কোথায় থাকিবে ?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "বীরবিক্রমের বাড়ীতেই থাকিব।"

গুণারাজ কোন কথা কহিলেন না। ইন্দ্রানন্দ চলিয়া গেলেন।

ইন্দ্রানন্দ সেই দিবস অপরাহ্লে বীরবিক্রমের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যকে বীরবিক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে তাঁহার কোনই সন্ধান দিতে পারিল না। বীরবিক্রম এপর্য্যন্ত কোন সংবাদ দেন নাই—তিনি কোথায় গিয়াছেন, কোথায় আছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

ইন্দ্রানন্দের একটি বাক্স কুলির মাথায় ছিল, তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "আমার বাক্স ভিতরে লও—আমি দিনকতক এখানে থাকিব।"

ভৃত্য ইন্দ্রানন্দের মুখের দিকে চাহিল, তৎপরে কুলির নিকট হইতে বাক্স লইয়া বাড়ীর ভিতর রাখিল। কুলিকে বিদায় করিয়া দিয়া ইন্দ্রানন্দ ভাবিলেন, "গোয়েন্দাগিরি এখান থেকেই আরম্ভ করা যাক্—প্রথমে এই চাকরটাকে জেরা করে দেখি, এ কিছু জানে কি না।"

ইন্দ্রানন্দ ভৃত্যকে ডাকিলেন—বীরবিক্রম সম্বন্ধে তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে কোন সংবাদই দিতে পারিল না। এদিকে কয় মাস হইতে বীরবিক্রম অনেক রাত্রে বাড়ীতে ফিরিতেন—কোন কোন দিন একেবারেই আসিতেন না; এ ছাড়া সে আর কিছুই সংবাদ দিতে পারিল না। তিনি কোথায় যান, তাহাও সে বলিতে পারিল না।

এখন গোয়েন্দা-পদাভিষিক্ত ইন্দ্রানন্দ যাহা অন্য সময়ে তিনি এরূপ করা নিতান্তই গর্হিত ও অভদ্রোচিত কার্য্য বিবেচনা করিতেন, এখন সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বীরবিক্রমের গৃহ খানা-তল্লাসী আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কাগজ পত্র দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহার মনে বড় ঘৃণা হইতে লাগিল; কিন্তু বীরবিক্রমের ভালর জন্য তাঁহাকে এরূপ করিতে হইতেছে বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন।

কিন্তু এই বিস্তৃত খানাতল্লাসীতেও তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। তবে সামান্য একটা বিষয় জানিলেন এবং সেজন্য নিতান্তই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন।

তিনি গৃহতল হইতে এক টুক্‌রা কাগজ তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, সেখানি মনিঅর্ডারের রসীদ। বীরবিক্রম যাহাকে মনিঅর্ডার করিতেছেন, তাহার নাম পড়িয়া ইন্দ্রানন্দ আরও বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, বীরবিক্রম দয়ামলের স্ত্রীকে পঞ্চাশ টাকা মনিঅর্ডার

করিতেছেন। কিন্তু মনিঅর্ডারে প্রেরকের নাম বীরবিক্রমের নহে—অন্য আর একটা নাম—বীরবিক্রম মনিঅর্ডার না করিলে অপরের রসীদ তাঁহার গৃহে আসিবে কেন? বীরবিক্রমই এই মনিঅর্ডার করিয়াছেন। লেখাটাও তাঁহার হস্তাক্ষরের মত। বেনামী করিয়া দয়ামলের স্ত্রীকে টাকা পাঠাইবার অর্থ কি?

ইন্দ্রানন্দ শুনিয়াছিলেন যে, দয়ামলের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী বড়ই কষ্টে পড়িয়াছে। দয়ামল যত দিন বাঁচিয়াছিল, সকলেই তাহাকে ধনী লোক বলিয়া জানিত; কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি অপেক্ষা দেনাই অধিক বাহির হইল। পাওনাদারগণ তাহার সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী বড়ই কষ্টে পড়িল। অধিকাংশ স্থলে পাপলব্ধ অর্থের পরিণাম এইরূপই হইতে দেখা যায়। ইন্দ্রানন্দ ভাবিলেন, "দয়ামলের বিধবা স্ত্রীর প্রতি বীরবিক্রমের এত দয়া কেন? যদিই বা দয়া হয়, তবে বেনামী করিয়া তাহাকে টাকা পাঠাইবার অর্থ কি? যে দয়ামল এক দিন তাহার পিতার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল, তাহার স্ত্রীর প্রতি বীরবিক্রমের দয়া খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ব্যাপার যা হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিয়াছি। দরি যাহাই বলুক—বীরবিক্রম যে দয়ামলকে খুন করিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এখন অনুতাপ হইয়াছে—তাহাই এই প্রায়শ্চিত্ত। যাহাই হউক ইহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িতেছি না; কিন্তু এখন কি করা যায়। এখন বেলা থাকিতে থাকিতে একবার পড়ো বাড়ীটা ভাল করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।"

ইন্দ্রানন্দ একটা চুরুট ধরাইয়া, তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। ভৃত্যকে বলিলেন, "যদি আমার ফিরিতে দেরী হয়—আমার খাবার ঠিক করিয়া রাখিয়ো।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিফল প্রয়াস।

দেওপাড়া ঘাটের নিকট আসিয়া ইন্দ্রানন্দ সেই পড়ো বাড়ীর চারিদিক বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। বাড়ীটাকে দেখিলেই অতি জীর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়; আশে পাশে আরও দুই একটা বাড়ী ভগ্নাবস্থায় স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। এরূপ বাড়ীতে যে কেহ বাস করিতে পারে, তাহা বোধ হয় না। তবুও ইন্দ্রানন্দ সন্ধান করিবার জন্য ঘাটের যেখানে দুই একখানা নৌকা বাঁধা ছিল, সেইদিকে চলিলেন। এই সকল নৌকায় দুই একজন লোক ছিল, তিনি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পড়ো বাড়ীতে কে থাকে বল্‌তে পার?"

তাহারা একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিল। একজন বলিয়া উঠিল, "ও রকম ভাঙা বাড়ীতে কি কখনও মানুষ থাক্‌তে পারে, মশাই?"

আর একজন বলিল, "মানুষ নাই—তবে লোকে বলে ভূত আছে।"

ইন্দ্রানন্দ যাইতেছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "কেন লোকে এ কথা বলে জান, কেউ কি কিছু এ বাড়ীতে দেখেছে?"

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "একজন দালাল আমার কাছে এই জায়গা বেচিতে গিয়াছিল, তাই একটু সন্ধান করিতেছি।"

একজন বলিল, "মশায়, এমন কাজ কর্‌বেন না। যার বাড়ী সে সেদিন এখানে খুন হয়েছে। তার লাস এই ঘাটেই ভাস্‌ছিল।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "হাঁ শুনেছি, বাড়ীটা সস্তা বলেই কিনিবার ইচ্ছা করেছি। তোমরা কেউ কিছু এ বাড়ীতে দেখেছ?"

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "কখনও কখনও রাত্রে যেন বাড়ীর মধ্যে আলো জ্বলে।"

ইহাদের নিকট আর অধিক কিছু জানিবার সম্ভাবনা নাই, দেখিয়া ইন্দ্রানন্দ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি সেই পড়োবাড়ীর দরজার দিকে চলিলেন। সেদিন যদিও তিনি অন্ধকার রাত্রে বাড়ীটার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি পথ ভুলেন নাই। দেখিলেন, সেই কাঠের স্তূপগুলা এখনও পড়িয়া আছে। কিন্তু কাঠগুলি ঠিক আগেকার মত নাই। কেহ সেগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

সেই সকল কাঠের স্তূপের মধ্য দিয়া একটা অপরিসর পথ বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছিল, ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, সে পথ এবার আর নাই। কে কাঠগুলি টানিয়া আনিয়া পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন কাঠের স্তূপের উপর দিয়া না গেলে বাড়ীর দ্বারে যাইবার উপায় নাই।

যে দ্বার দিয়া মীনা তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল, তিনি অনেক অনুসন্ধানেও সে দ্বার দেখিতে পাইলেন না। তিনি হতাশ হইলেন না, অতি সাবধানে কাঠের স্তূপের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে অতি সন্তর্পণে বাড়ীর দ্বারে আসিলেন। দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ; কেবল রুদ্ধ নহে—একটা বড় তালা দ্বারের উপরে ঝুলিতেছে।

তিনি দ্বারে সবলে ধাক্কা মারিলেন; কিন্তু দ্বার কিছুমাত্র নড়িল না। তাঁহার বোধ হইল, যেন দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে। বাটীর দ্বিতলে দুই তিনটি জানালা ছিল—সেগুলিও বন্ধ। তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। ভাবিলেন, এই খুনের হাঙ্গামার পর বদমাইসের দল দিন-কতক এবাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছে। অন্যত্রে গা ঢাকা দিয়া আছে—

মীনা ও তাহার দাদিয়া তাহাদের সঙ্গে গিয়াছে। দাদিয়া যে এখানে নাই, তাহা তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সে এখনও তাঁহাদের বাড়ীর নিকট কোথায় লুকাইয়া আছে।

মীনাকে দেখিতে না পাইয়া ইন্দ্রানন্দ মনে মনে বড় ব্যথিত হইলেন। পুনঃ পুনঃ দ্বারে ধাক্কা মারিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহ কোন সাড়া দিল না। বাড়ীতে জন-প্রাণীর কোন চিহ্ন নাই।

এদিকে সন্ধ্যারম্ভ হইয়াছে। ইন্দ্রানন্দ হতাশচিত্তে রাজপথের দিকে ফিরিলেন। কাঠের স্তূপ অতিক্রম করিতে করিতে কিছুদূর আসিয়া সহসা ইন্দ্রানন্দ একবার পড়ো বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার যেন বোধ হইল, বাড়ীর উপরের একটা জানালা কে একটু খুলিয়াছে। নিমেষের জন্য তিনি যেন সেই জানালায় মীনার মুখ দেখিতে পাইলেন—ভাল করিয়া দেখিতে-না-দেখিতে জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

ইন্দ্রানন্দ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দ্রুতপদে আবার ফিরিয়া সেই বাড়ীর দ্বারে আসিলেন; এবং দ্বারে সবলে বারংবার ধাক্কা দিয়া 'মীনা—মীনা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কেহ কোন উত্তর দিল না।

ইন্দ্রানন্দ কিয়ৎক্ষণ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার একবার দ্বারে ধাক্কা দিয়া ডাকিলেন—শেষে অগত্যা হতাশভাবে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "আমি মীনার কথা ভাবিতে ছিলাম, তাহাই হঠাৎ যেন তাহার মুখ দেখিলাম বলিয়া মনে হইয়াছিল। সে এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করিত। তাহার রাক্ষসী দাদিয়া তাহাকে নিশ্চয়ই সঙ্গে করিয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে। যেমন করিয়া হয়, তাহাকে এই বদ্‌মাইসের দল হইতে রক্ষা করিব।"

ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, বীরবিক্রম ফিরিয়া আসেন নাই—তাঁহার কোন সংবাদও আসে নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সূত্রান্বেষণ।

সন্ধ্যার পরেই ইন্দ্রানন্দ আবার বাহির হইলেন। এবার তিনি দয়ামলের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করা স্থির করিয়াছিলেন। দয়ামলের বাড়ী সন্ধান করিয়া বাহির করা তাঁহার পক্ষে আয়াসসাধ্য হইল না—দয়ামলের স্ত্রীর সহিত তাঁহার দেখা হইল।

অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া দয়ামলের স্ত্রী দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দ্রানন্দ কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন, সহসা ভাবিয়া পাইলেন না।

দয়ামলের স্ত্রীই প্রথমে কথা কহিল। সে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল, "আপনার কি দরকার?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন "আপনার স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে দুই-একটা কথা জানিতে আসিয়াছি।"

সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি পুলিসের লোক?"

কি উত্তর দিবেন, ইন্দ্রানন্দ স্থির করিতে পারিলেন না। ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না, আমি একজন গোয়েন্দা—আপনার স্বামীকে কে খুন করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতেছি।"

দয়ামলের স্ত্রী মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "আপনি কি জানিতে চান? আমি যাহা জানিতাম, সব ত বলিয়াছি?"

সে পুলিসের নিকট কি বলিয়াছে, ইন্দ্রানন্দ তাহা জানিতেন না;

বলিলেন, "আপনার স্বামী সেদিন রাত্রে কেন সেই পড়োবাড়ীতে গিয়াছিলেন, বলিতে পারেন ?"

"সব ত বলিয়াছি। তিনি আমাকে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। যাইবার সময় বলিয়াছিলেন, তিনি একটা বিশেষ কাজে যাইতেছেন—ফিরিতে রাত হইবে। হায়! অভাগীর অদৃষ্টে তাঁহাকে আর ফিরিতে হইল না।" বলিয়া দয়ামলের স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল।

ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন, এ কিছুই জানে না। প্রকাশ্যে বলিলেন, "কাহারও উপর আপনার সন্দেহ হয় ?"

"না, আমি কেমন করে জানিব ?"

"কাহারও সঙ্গে আপনার স্বামীর বিশেষ ঝগড়া ছিল কি ?"

"তা জানি না।"

তাহাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন, ইন্দ্রানন্দ ভাবিয়া পাইলেন না। সহসা তাঁহার মনিঅর্ডারের রসিদের কথা মনে পড়িল। তাহাই যে আসল কথা। ইন্দ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে কেহ পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছে ?"

বিধবা বলিল, "আপনাকে কে বলিল ?"

ইন্দ্রানন্দ সুবিজ্ঞ পুলিস-কর্ম্মচারীর ন্যায় গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমাদের অনেক খবর রাখিতে হয়।"

দয়ামলের স্ত্রী বলিল, "হাঁ, আমি ত এ কথা আপনাদের জানাইয়াছি।" সে ইন্দ্রানন্দকে পুলিসের লোক বলিয়াই জানিয়াছিল।

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "কে টাকা পাঠিয়েছে মনে করেন ?"

"কিরূপে জানিব। আপনারা ত বলে গেলেন সন্ধান করিবেন।"

"হাঁ, আমরা সে সন্ধান লইতেছি।" ইহার নিকট আর কিছু জানিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ইন্দ্রানন্দ উঠিলেন। উঠিয়া বলিলেন,

"যে আপনার স্বামীকে খুন করিয়াছে, শীঘ্রই আমরা তাহাকে ধরিব।"

দয়ামলের স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। ইন্দ্রানন্দ আর তথায় বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয় ভাবিয়া সত্বর গৃহে ফিরিলেন।

আর একবার রাত্রে পড়ো বাড়ীতে যাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। একবার মীনার সহিত দেখা করিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মনে করিলেন, হয় ত তাহারা ভয়ে দিবসে এই বাড়ীতে থাকে না। রাত্রে পথে লোক-চলাচল বন্ধ হইলে এইখানে আসে। আবার ভাবিলেন, "থাক্ আজ আর গিয়ে কাজ নাই, যদি তাহাদের কেহ কোথাও লুকিয়ে থেকে আমাকে আজ দেখিয়া থাকে—তা হইলে তারা নিশ্চয়ই আর আজ রাত্রে এখানে আসিবে না। তা যেখানেই থাক, তাহারা এমন সুন্দর আড্ডা ছাড়িয়া সহজে কোথাও যাইবে না; দুই একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। কাল রাত্রে একবার দেখা যাইবে। ইতিমধ্যে আমাকে সন্ধান লইতে হইবে, এই দাদিয়া বুড়ীকে এখানকার কেহ চিনে কি না।"

তিনি বীরবিক্রমের বাড়ীতে রাত্রে বসিয়া এইরূপ নানা চিন্তা করিতেছিলেন, এই সময়ে কে বাহিরের দরজায় ধাক্কা মারিল। ভৃত্য ছুটিয়া দরজা খুলিতে গেল। বীরবিক্রম ফিরিয়া আসিয়াছেন, ভাবিয়া ইন্দ্রানন্দ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভৃত্যের সহিত আসিল—একটি অপরিচিত ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটী বলিলেন, "আপনি বীরবিক্রম সাহেব নহেন?"

ইন্দ্রানন্দ বিচলিতভাবে বলিলেন, "না, আমার নাম ইন্দ্রানন্দ—আমি গুণারাজ সাহেবের পুত্র।"

"ওঃ! আপনার নাম শোনা আছে বটে। বীরবিক্রম সাহেব কোথায় বলিতে পারেন কি?"

"না, আমরা সকলেই তাঁহার জন্য বড় ভাবিত আছি।"

"কাহার উপর সন্দেহ হয়?"

"কি সন্দেহ?"

"এই দয়ামলের মত তাঁহাকেও কেউ খুন করিয়াছে।"

ইন্দ্রানন্দ লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনি বলেন কি?"

তিনি অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি কিছুই বলিতেছি না। নিশ্চয়ই বীরবিক্রম সাহেব কোন বিশেষ কাজে অন্যত্রে গিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে আমার একটু কাজ ছিল, আর একদিন আসিব—বসুন।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

* * * * *

এই অপরিচিত ব্যক্তির নিকট ইন্দ্রানন্দ যাহা শুনিলেন, সে কথা কখনও তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। তবে কি দয়ামলের ন্যায় সত্য সত্যই কেহ বীরবিক্রমকেও খুন করিয়াছে? হয় ত দরিয়া যাহা বলিয়াছে, তাহাই ঠিক—এই পড়ো বাড়ীতে একদল বদমাইস আড্ডা লইয়াছে। তাহারা মীনাকে দিয়া লোক ভুলাইয়া গভীর রাত্রে এই বাড়ীতে লইয়া আসে। যাহা কিছু তাহাদের সঙ্গে থাকে, কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দেয়। যে জোর-জবরদস্তি করে তাহাকে মারিয়া ফেলে। হয় ত দয়ামলেরও এই অবস্থা হইয়াছে, হয় ত সে রাত্রে বীরবিক্রমেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল, তিনি কোন গতিকে প্রাণে বাঁচিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। হয় ত দয়ামলই এই বদমাইসদলের নেতা ছিল, হয় ত দয়ামলই বীরবিক্রমকে অন্ধকারে আক্রমণ করে। বীরবিক্রম বলবান্, তাহার হাতের ছোরা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। আত্মরক্ষা করিতে গিয়া দয়ামলকে হত্যা করিয়াছিলেন। হয় ত দলপতির এইরূপ মৃত্যু হওয়ায় তাহার দলস্থ লোকেরা বীর-

বিক্রমকে খুন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। হয় ত তাহারা বীরবিক্রমকে খুন করিয়া তাঁহার মৃতদেহ কোথায় লুকাইয়া ফেলিয়াছে। নতুবা বীরবিক্রম এরূপভাবে নিরুদ্দেশ হইবার লোক নহেন; তবে কি মীনার প্রকৃতি এমনই ভয়ানক! তবে কি সে ছল করিয়া এইরূপ লোক ভুলাইয়া পড়োবাড়ীতে লইয়া যায়—কি ভয়ানক! এমন সৌন্দর্য্যের ভিতর এমন কালসর্প লুকাইয়া আছে! আমাকেও ত পড়োবাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়াছিল। আমাকেও ত কে অন্ধকারে আক্রমণ করিয়াছিল, অন্ধকারে আট্‌কাইয়াছিল, নিশ্চয়ই আমার নিকট যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইত। তবে মীনাই আমাকে সে রাত্রে রক্ষা করিয়াছিল। সে এই বাড়ী থেকে আমাকে বাহির করিয়া না দিলে আমার প্রাণরক্ষার অন্য উপায় ছিল না। না, দরি যাই বলুক, মীনা কখনও এ রকম হইতে পারে না। তাকে দেখিলে দরি কখনই এ রকম বলিতে পারিত না। নিশ্চয়ই কোন কারণে সে এই সকল বদমাইসের হাতে পড়িয়াছে। তাহাকে যেমন করিয়া হউক, এ নরক হইতে উদ্ধার করিতে হইবে—রক্ষা করিতে হইবে। সত্যই কি তবে বীরবিক্রম আর বাঁচিয়া নাই? এই সকল চিন্তায় ইন্দ্রানন্দ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি আহার করিতে পারিলেন না; এবং সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন আশঙ্কা।

সকালে ইন্দ্রানন্দ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু কে তাঁহার হাত ধরিয়া নাড়া দেওয়ায় ইন্দ্রানন্দ চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, পার্শ্বে তাঁহার পিতা দণ্ডায়মান। তিনি তাঁহাকে এখানে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি!"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমি রাত্রে এলাহাবাদ থেকে একখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছি; আমি এখনই এলাহাবাদে চলিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরিব। বাড়ীতে কেহ নাই—তুমি সেখানে যাও।"

গুণারাজের নানা স্থানে কার-কারবার ছিল; এলাহাবাদেও ছিল; সেখান হইতে টেলিগ্রাম আসায় তিনি এলাহাবাদে রওনা হইতে বাধ্য হইলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে ইন্দ্রানন্দ কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি আর একবার পড়োবাড়ীটা রাত্রে না দেখিয়া কিছুতেই গৃহে ফিরিতে পারিবেন না। যেমন করিয়া হউক, আর একবার সেই মীনার সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে; নতুবা বাড়ী গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না; দরিয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিবে। কতবার তাঁহার পিতা বাড়ী হইতে অনুপস্থিত হইয়াছেন, কতবার দরিয়া একলা থাকিয়াছে; সুতরাং তাহার জন্য ভাবনা নাই। ইন্দ্রানন্দ ভাবিয়া দেখিলেন, যদি তাঁহাকে যাইতেই হয়, কাল যাইবেন। আজ রাত্রে একবার পড়োবাড়ী দেখিতেই হইতেছে।

এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একজন পুলিসের লোক বাড়ীর কাছে ঘুরিতেছে।"

ইন্দ্রানন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, কাল যে ব্যক্তি বীরবিক্রমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই পুলিসের লোক। ভাবিলেন, "আমিই কেবল বীরবিক্রমকে সন্দেহ করি নাই—দেখিতেছি, পুলিসেও তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছে—নতুবা তাহারা এরূপে তাঁহার সন্ধান করিবে কেন? বীরবিক্রম কি বাঁচিয়া আছেন? বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই এতদিনে ফিরিতেন—না হয় পত্রও লিখিতেন।" ইন্দ্রানন্দ পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, গত দিবস যে ভদ্রলোকটী আসিয়াছিলেন, তিনিই বটে। ইন্দ্রানন্দ তাঁহার নিকটস্থ হইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া সেই ব্যক্তি বলিলেন, "মহাশয় এখনও আপনি এখানেই আছেন যে,—বাড়ীতে যান নাই?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "নইনিতালে আমার একটু কাজ আছে।"

"বীরবিক্রম সাহেবের কোন সন্ধান পাইলেন?"

"না, আপনি কি জন্য তাহাকে খুঁজিতেছিলেন, শুনিতে পাই কি?"

"সামান্য একটু কাজ ছিল।"

"আপনি সেদিন খুনের কথা বলিয়াছিলেন—আপনি কি তবে মনে করেন যে, কেহ তাঁহাকে খুন করিয়াছে?"

"খুনও করিতে পারে—তিনি নিজেও আত্মহত্যা করিতে পারেন।"

"তিনি কেন আত্মহত্যা কর্‌বেন?"

"এই ফাঁসীকাঠ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য।"

ইন্দ্রানন্দ স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। ভদ্রলোকটীও কোন কথা না কহিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ কি সত্য?

ইন্দ্রানন্দ সেই দিবসেই পুলিসের সহিত দেখা করা স্থির করিলেন। গুণারাজের পুত্র বলিয়া নইনিতালে তাঁহার বিশেষ মান-সম্ভ্রম ছিল। ইন্দ্রানন্দ চেষ্টা করিয়া পুলিস-ইন্‌স্পেক্টরের উপর একখানি পত্র লইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "বোধ হয়, আপনি বীরবিক্রম সাহেবের নাম শুনিয়াছেন।"

"হাঁ, তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনি।"

"বোধ হয় শুনিয়াছেন যে, আমার ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহের সকলই স্থির হইয়াছিল।"

"হাঁ, শুনিয়াছিলাম বটে।"

"বীরবিক্রম সাহেব কিছুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।"

"তাহাও জানি।"

"আমরা তাঁহার জন্য বিশেষ ভাবিত হইয়াছি।"

"হইবারই কথা।"

"সেইজন্য আপনার কাছে আসিয়াছি—পুলিসে সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করিলাম।"

"কেন? তিনি ত কোন কাজে অনত্রে যাইতে পারেন?"

"তাহা হইলে নিশ্চয়ই পত্র লিখিতেন।"

"আর কখনও এরূপ অনুপস্থিত হইয়াছিলেন?"

"হাঁ, তাঁহাকে কাজের জন্য অনেক সময়ে নইনিতাল হইতে অন্যত্রে যাইতে হইয়াছে; তবে তিনি পত্র লিখিয়াছেন, কিম্বা যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন। এরূপ কখনও হয় নাই।"

"আপনি তবে কি মনে করিতেছেন? তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

"আমরা মনে করিয়াছিলাম, তিনি কাজেই গিয়াছেন। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"একটী ভদ্রলোক তাঁহার সন্ধানে গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হয় ত দয়ামলের ন্যায় তাঁহাকেও কেহ খুন করিয়াছে।"

"তাঁহার সঙ্গে কাহারও ঝগড়া-বিবাদ ছিল কি না জানেন?"

"না, তাঁহার সঙ্গে কাহারই ঝগড়া-বিবাদ ছিল না।"

"দয়ামলের সহিত তাঁহার ঝগড়া ছিল?"

"তাঁহার ছিল না। দয়ামল তাঁহার পিতার নিকট এক সময় চাকরী করিত, তাঁহার পিতার সমস্ত সম্পত্তি প্রতারণা করিয়া লইয়াছিল সত্য; কিন্তু তিনি দয়ামলের উপর কখনও রাগ প্রকাশ করেন নাই। এ কথা উঠিলে বলিতেন, 'যদি সে প্রতারণা করিয়া থাকে, ঈশ্বর তাহাকে দণ্ড দিবেন, আমরা বিচারের কে?'"

"আচ্ছা, আমরা তাঁহার অনুসন্ধান করিব।"

"আরও একটা কথা।"

"বলুন।"

"যিনি গিয়াছিলেন——"

"তিনি কে ?"

"আপনাদের লোক বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল।"

"তিনি আর কি বলিয়াছিলেন ?"

"তিনি আরও এক ভয়ানক কথা বলিয়াছিলেন।"

"কি বলুন।"

"তিনি বলেন, বীরবিক্রম কোন দূর দেশে গিয়া আত্মহত্যা করিতে পারেন।"

"কেন ?"

"কেন ? তিনি বলিলেন, ফাঁসী হতে বাঁচিবার জন্য।"

"কেন, তিনি কি কোন খুন করিয়াছেন ?"

ইন্দ্রানন্দ কি বলিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না—ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি এরূপ সন্দেহ করেন ?"

প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রানন্দ এ সন্দেহ বরাবরই করিতেছিলেন ; তিনি কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, নীরবে রহিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনি সন্দেহ করেন যে, বীরবিক্রম খুন করিয়াছেন। সম্প্রতি দয়ামলই খুন হইয়াছে, সুতরাং তিনিই দয়ামলকে খুন করিয়াছেন ?"

ইন্দ্রানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "না—না—না—তিনি কখনও খুন করিতে পারেন না। একটা পোকা মারিলে যাঁহার প্রাণে কষ্ট হয়, তিনি কখনও মানুষ খুন করিতে পারেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাগে—প্রতিহিংসায়—দ্বেষে—মানুষ সবই করিতে পারে।"

ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন, তিনি বন্ধুর উপকার করিতে গিয়া ঘোর অনিষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "না, না তিনি এমন কাজ করেন নাই।"

"না করিলেই ভাল।"

"আপনারা তাঁহার অনুসন্ধান করিবেন?"

"আমরা বাধ্য। আমাদের এ ত কর্ত্তব্য।"

ইন্দ্রানন্দ উঠিলেন। ইন্‌স্পেক্টরও উঠিলেন। উঠিয়া ইন্দ্রানন্দকে বলিলেন, "আপনি আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

বিস্মিত হইয়া ইন্দ্রানন্দ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলুন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনি দেওপাড়া ঘাটে পড়োবাড়ীতে কাহারও সন্ধান করিতেছিলেন?"

ইন্দ্রানন্দ ইন্‌স্পেক্টরের এই কথায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বলিলেন, "আপনি কিরূপে জানিলেন?"

ইন্‌স্পেক্টর একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের অনেক সন্ধান রাখিতে হয়। সরকার বাহাদুর এই জন্যই আমাদের মাহিনা দেন। যাহা হউক, আমরা বীরবিক্রম সাহেবের অনুসন্ধান করিতেছি। কোন সংবাদ পাইলেই আপনাকে জানাইব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অত্যন্ত বিস্ময়।

ইন্‌স্পেক্টরকে ইন্দ্রানন্দের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তিনি কিছুই পারিলেন না, ইন্‌স্পেক্টর তাঁহাকে বিদায় করিয়া অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

তখন ইন্দ্রানন্দ ভাবিতে ভাবিতে বীরবিক্রমের বাড়ীর দিকে চলিলেন। ভাবিলেন, "দেখিতেছি, পুলিসও এই পড়োবাড়ীর উপর নজর রাখিয়াছে। তাহাই বদমাইসের দল এখান হইতে পলাইয়াছে। যাহাই হউক, আমি আজ রাত্রে আর একবার এ বাড়ীটা ভাল করিয়া দেখিব। স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, বীরবিক্রম দয়ামলকে খুন করিয়াছেন, নতুবা মীনা মিথ্যাকথা বলিবে কেন? এখন বীরবিক্রম ফাঁসী যাবার ভয়ে, লোক লজ্জায় কোনখানে গিয়ে আত্মহত্যা করিয়াছেন। দরি এ সব কথা কিছুই বিশ্বাস করিল না, আমি আর কি করিব। আজ একবার শেষ চেষ্টা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইব।"

ইন্দ্রানন্দ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাত্রির প্রতীক্ষায় রহিলেন। তিনি রাত্রের জন্য একটু প্রস্তুতও হইলেন। একটা পিস্তল পকেটে রাখিলেন। একখানা খুক্‌রী কোমরে বাঁধিলেন। একটা বাতি ও দিয়াশলাই সঙ্গে লইলেন।

রাত্রি নয়টার সময় যখন লোক চলাচল ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল, তখন তিনি নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দেওপাট্টা ঘাটের

দিকে চলিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চারিদিক নির্জ্জন, অন্ধকার নিবিড়, কুয়াসা প্রচুর—এক হাত দূরে কিছুই দেখা যায় না।

কোন দিকে কোন পুলিসের লোক আছে কি না, তিনি প্রথমে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, "বোধ হয় এত রাত্রে আর এখানে তাহারা নাই।"

তিনি অতি সন্তর্পণে অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া পড়োবাড়ীর দিকে চলিলেন। এত অন্ধকার যে, তিনি পায়ে কাঠ লাগিয়া দুই একবার পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেলেন।

তিনি পড়োবাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সেই নির্জ্জন রাত্রে তিনি নিকটে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া দাঁড়াইলেন, কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের পায়ের শব্দে চমকিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ভাবিলেন, হয় ত কোন ব্যক্তি পথ দিয়া যাইতেছে।

তিনি এবার স্থিরকর্ণে শুনিতে লাগিলেন—স্পষ্ট পায়ের শব্দ, তাঁহার ন্যায় কেহ পড়ো বাড়ীর দরজার দিকে যাইতেছে। তিনি, কে যাইতেছে দেখিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বোধ হয়, যে ব্যক্তি যাইতেছিল, সে-ও তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল—বোধ হয় সে-ও তাঁহার পদশব্দ শুনিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—তাঁহারই ন্যায় যথার্থ মানুষের পদশব্দ কিনা তাহাই জানিবার প্রয়াস পাইতেছে; কারণ ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, আর পায়ের শব্দ শুনা যায় না—তিনিও দাঁড়াইলেন।

আবার পায়ের শব্দ আরম্ভ হইল। ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন, এই নিশা-

চর যে-ই হউক, সে পুনরায় বাড়ীর দিকে যাইতেছে। তিনি ভাবিলেন, "হয় ত মীনা—না হয় তার দাদিয়া। বদমাইস দলের কেহ হইলেও হইতে পারে—পুলিসের কোন লোকও সম্ভব। যে-ই হউক, আমাকে দেখিতে হইল।"

তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া অতি নিঃশব্দে, অতি সাবধানে অগ্রসর হইলেন। এবার তিনি অন্ধকারে সম্মুখে স্পষ্ট একটা মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিলেন। তাঁহার ন্যায় সেই মূর্ত্তি পড়োবাড়ীর দিকে যাইতেছে।

তিনি নিঃশব্দে আরও অগ্রসর হইলেন। আরও সন্তর্পণে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখস্থ ব্যক্তি তাহার পশ্চাতে যে কেহ আসিতেছে, তাহা জানিতে পারিল না।

তিনি প্রায় তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। ঘোর অন্ধকারসত্বেও তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে যে যাইতেছিল, সে পুরুষ নহে—স্ত্রীলোক।

তিনি মীনা ভাবিয়া সত্বর অগ্রবর্ত্তী হইতেছিলেন। কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন, "যদি মীনা না হয়—তাহার দাদিয়া হয়, তবে তাহার সম্মুখে যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়। কে ভাল করিয়া আগে দেখা উচিত।"

তিনি সেইরূপ সন্তর্পণে সম্মুখস্থ মূর্ত্তির আরও নিকটস্থ হইলেন। এবার তাহার চলনের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট তিনি বুঝিলেন যে, এ বৃদ্ধা নয়—বালিকা। তখন তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে, এ মীনা ব্যতীত আর কেহই নয়। তিনি লম্ফ দিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। অমনি তাঁহার চোখের উপর একখানা শাণিত খুকরী ঝকিয়া উঠিল। তিনি খানিকটা পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন। মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্ষে ছোরা পড়িল না; তিনি চক্ষু মেলিলেন।

তিনি দেখিলেন, বালিকা তাড়াতাড়ি কাষ্ঠস্তূপের পশ্চাতে লুকাইতেছে। "মীনা, আমি।" বলিয়া ইন্দ্রানন্দ আবার তাহার নিকটস্থ হইলেন।

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেই বালিকা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "মীনা, আমি কয়দিন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ঘুরিতেছি, যাইয়ো না, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মাত্র।"

বালিকা কোন কথা কহিল না। ইন্দ্রানন্দ তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সেই বালিকা বলিল, "দাদা—আমি।"

ইন্দ্রানন্দ বিস্মিত—অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি—আমি!"

সে বলিল, "হাঁ দাদা, আমি দরি।"

সহসা সম্মুখে অত্যদ্ভুত কিছু দেখিলে লোকের যেরূপ ভাব হয়, আমাদের ইন্দ্রানন্দেরও তাহাই হইল; তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তুই—তুই—দরিয়া—তুই এখানে?"

দরিয়া নতমুখে রহিল। কোন উত্তর করিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দরিয়ার সাহস।

ইন্দ্রানন্দ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুই একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছিস। কোন্ সাহসে এই রাত্রে এখানে একা এসেছিস?"

দরিয়া বলিল, "দাদা, আমার ভয় কি?" সে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে নিজের সেই শাণিত খুক্‌রী ভ্রাতাকে দেখাইল।

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "বাবা শুনিলে রক্ষা রাখিবেন না।"

"তিনি জানিতে পারিবেন না। দাদা, আমি বাড়ীতে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি নাই——"

"এখন এস। আর এখানে এক মুহূর্ত্ত থাকা উচিত নয়।"

"আমি এ বাড়ীতে কে আছে, না দেখিয়া এক পাও নড়িব না—কিছুতেই না।"

ইন্দ্রানন্দ ভগিনীর হাত ধরিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু সে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি না দেখিয়া কিছুতেই যাইব না।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "তুমি একটা অনর্থ না ঘটাইয়া ছাড়িবে না, দেখিতেছি।"

দরিয়া বলিল, "আমাদের ভয় কি।"

"আমি বলিতেছি, এ বাড়ীতে কেহ নাই।"

"তুমি জান না, দাদা।"

"আমি বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি।"

"তুমি জান না। আমি একটু আগে উপরের জানালায় আলো দেখিয়াছি।"

"তোর ভুল হয়েছিল দরি, পাগ্‌লামী করিস না, বাড়ী চল্‌।"

"ভুল নয়—আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি ; আরও সেই আলোয় একজনের মুখ দেখিয়াছি।"

"কাহার মুখ ?"

"তোমার মীনার।"

"তোর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে এখানে নাই—আমি ভাল করিয়া দেখেছি—এ বাটীতে আর জন-প্রাণী নাই।"

"তোমারই ভুল হয়েছে দাদা—আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি। আমি এই বাড়ী না দেখিয়া কিছুতেই যাইব না।"

"বাড়ীর দরজায় চাবী দেওয়া—কোন রকমে ভিতরে যাইবার উপায় নাই।"

"আছে, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। আমি একা পারিতাম না।"

"কি ভাল হইয়াছে ?"

"আমরা দুজনে ধরাধরি করিয়া একখানা বড় কাঠ এই জানালায় লাগাইব ; সেই কাঠে উঠিয়া উপরে যাইব।"

ভগিনীর উপর ইন্দ্রানন্দ বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া মনে মনে প্রীতও হইলেন। ভাবিলেন, "হয় ত সত্য সত্যই মীনা এই বাড়ীর ভিতরে আছে—তিনিও যেন ঐ জানালায় একবার তাহার মুখ দেখিয়াছিলেন।" ক্রমে ভগিনীর ন্যায় তাঁহারও একবার বাড়ীর ভিতরটা দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, "যখন তুই কিছুতেই ছাড়্‌বি না—তখন একবার দেখা যাক্‌।"

দরিয়াও পাহাড়িয়া মেয়ে—তাহার দেহেও শক্তির অভাব ছিল না। তখন দুই জনে ধরাধরি করিয়া একটা বড় লম্বা কাঠ তুলিলেন। সেই কাঠখানা বাড়ীর প্রাচীরে লাগাইলেন। সেটা গিয়া জানালা পর্য্যন্ত পৌঁছিল।

দরিয়া বলিল, "আমার কাছে বাতি দিয়াশালাই আছে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আমার কাছেও আছে।" ইন্দ্রানন্দ প্রথমে কাঠ বাহিয়া উপরে উঠিলেন। সবলে জানালায় আঘাত করায় উহা খুলিয়া গেল। গবাক্ষে কাঠের গরাদে ছিল; বলবান ইন্দ্রানন্দের তাহা ভাঙ্গিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। তিনি গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পশ্চাতে শব্দ হওয়ায় ফিরিয়া দেখিলেন, দরিয়াও উপরে আসিয়াছে। পাহাড়িয়া বালিকার পক্ষে এরূপ কাঠ বাহিয়া উঠা অতি সহজ কাজ।

তাঁহারা উভয়ে অন্ধকারময় গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন; কিন্তু কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। অথচ তাঁহাদের বোধ হইল যেন, পাশের ঘরে একটা আলো জ্বলিতেছে; ঐ আলো গৃহের দ্বারের ফাঁক দিয়া এই ঘরে অল্প অল্প আসিতেছে। তাঁহারা উভয়েই সত্বরে সেই দ্বারের নিকট আসিলেন; কিন্তু আর কোন আলো দেখিতে পাইলেন না।

তখন ইন্দ্রানন্দ আলো জ্বালিলেন। সেই আলোকে গৃহটী ভাল করিয়া দেখিলেন, গৃহ মধ্যে সামান্য দুই-একটা দ্রব্য পড়িয়া আছে, তবে গৃহটী যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাহাতে তিনি বুঝিলেন, এ গৃহে নিশ্চয়ই কোন লোক বসবাস করে; নতুবা পড়োবাড়ীর পড়োঘর এরূপ কখনও হইতে পারে না। দরিয়াও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। বলিল, "দাদা, এখানে নিশ্চয়ই মানুষ আছে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "চল দেখি।"

তখন উভয়ে আলো ধরিয়া এই গৃহের দ্বারের নিকট আসিলেন। দ্বারে ধাক্কা মারিলেন, দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ।

ইন্দ্রানন্দ সবলে দ্বার ঠেলিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন অপর দিক হইতে কে সবলে দ্বার চাপিয়া আছে। খিল দেওয়া থাকিলে দ্বার এরূপ হয় না।

তিনি ভগিনীর হাতে বাতিটা দিয়া তাঁহার শরীরে যত বল ছিল, তাহা দিয়া দ্বার ঠেলিলেন। সহসা দ্বার খুলিয়া গেল, তিনি পড়িয়া যাইতেছিলেন। অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিলেন।

তিনি ভগিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দরি, এ দরজা কে চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিল। এ বাড়ীতে লোক আছে—আমরা আসিয়া ভাল করি নাই।"

দরিয়া বলিল, "যেই থাক ; আমাদের হাতে খুকরী আছে।"

নেপালিদের হাতে খুকরী থাকিলে এ বিশ্ব-সংসারে তাহারা কাহাকেও ভয় করে না।

উভয়ে দ্বিতীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দরিয়ার বুদ্ধি।

সে প্রকোষ্ঠে কিছুই ছিল না, তাহারা পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে আসিলেন। এই সময়ে তাঁহারা কাহার পদশব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন; বোধ হইল, কে যেন দ্রুতবেগে সিঁড়ী দিয়া নামিয়া যাইতেছে। ইন্দ্রানন্দ সিঁড়ীর দিকে ছুটিলেন।

সিঁড়ীর নিকটে আসিয়া তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কাহারও পদশব্দও আর শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই স্পষ্ট শুনিয়াছিলেন যে, কে দুম্ দুম্ করিয়া ছুটিয়া নীচে অতি দ্রুতবেগে নামিয়া গেল।

তাঁহারা উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া সিঁড়ীর নিকটে দাঁড়াইলেন। দরিয়া বলিল, "দেখিলে দাদা—তুমি বলিতেছিলে এ বাড়ীতে কেউ নেই। যে-ই থাক্, তার সঙ্গে আমরা দেখা করিব। সে নিশ্চয়ই বীরবিক্রমের বিষয় সব বলিতে পারিবে।"

ইন্দ্রানন্দ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "মীনা—মীনা, যদি তুমি এখানে থাক, একবার দেখা কর। মীনা—মীনা——"

এবারও কেহ কোন কথা কহিল না। কোন দিকে কোন শব্দ হয় কিনা শুনিবার জন্য উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু কেহ কোন কথা কহিল না। কোন দিকে কোন শব্দ শোনা গেল না। চারিদিকে ঘোর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

তখন তাঁহারা ফিরিয়া অন্যান্য ঘর দেখিতে লাগিলেন। একটা দ্বার খুলিয়া দরিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা, এদিকে দেখ—দেখ।"

ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, এই ঘরের একপার্শ্বে একটী বিছানা রহিয়াছে। আর দুই-চারিটী দ্রব্যও বেশ গুছান রহিয়াছে। ঘরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলেই বোধ হয়, কেহ এ গৃহ মধ্যে সর্ব্বদা বাস করে।

দরিয়া বলিল, "দাদা, এ তোমার মীনার ঘর।"

নানা কারণে ইন্দ্রানন্দের মন ভাল ছিল না। তাঁহার হৃদয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "আমার মীনা—আমার মীনা আবার কি!"

দরিয়া সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "এ ঘরে পুরুষ মানুষ থাকে না, তা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে; এটা কোন স্ত্রীলোকের শোবার ঘর—এই দেখ এখানে স্ত্রীলোকের পোষাকও রয়েছে।"

এই সকল দেখিয়া ইন্দ্রানন্দের বিশেষ বিশ্বাস হইল যে, মীনা নিশ্চয়ই এই বাড়ীতে আছে—তবে কেন সে দেখা করিতেছে না। কোনখানে সে নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে; যেমন করিয়া হয়, তিনি তাহাকে বাহির করিবেন-ই।

তিনি ভগিনীকে বলিলেন, "চল, নীচেটা দেখি।" তাঁহারা উভয়ে নীচে আসিলেন।

তিনি সেই রাত্রে নীচের ঘর যেরূপ দেখিয়াছিলেন, আজও দেখিলেন, সব ঘর সেইরূপই আছে। তাঁহারা উভয়ে নীচের সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

সদর দরজায় গিয়া দেখিলেন, দ্বারের ভিতরদিকে খিল নাই। ঠেলিয়া দেখিলেন, বাহিরে চাবি বন্ধ।

তাঁহারা ফিরিয়া উপরে যাইতেছিলেন, এই সময়ে বাহিরে একটা শব্দ হইল। উভয়েই সেই শব্দে চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "কি পড়িল?"

দরিয়া বলিল, "দাদা, এরা আমাদের এই বাড়ীর মধ্যে বন্দী করিয়াছে।"

"কেন ?"

"দেখিতেছ না, কাঠখানা ফেলিয়া দিয়াছে। এ দরজায় চাবী দেওয়া আমরা উপর থেকে এখন কেমন করে নামিব ?"

ভগিনীর কথায় ইন্দ্রানন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তোর পাগ্‌লামীর জন্য এই হ'ল—এখন উপায় কি বল্ দেখি ?"

দরিয়া ভয় পাইবার মেয়ে নয়। বলিল, "আগে দেখি সত্যসত্যই কাঠটা ফেলিয়া দিয়াছে কিনা।"

তাঁহারা উভয়ে সত্বর উপরের দিকে ছুটিলেন। জানালার নিকট আসিয়া দেখিলেন, যথার্থই কে কাঠ ফেলিয়া দিয়াছে। সে দিক্ দিয়া আর নীচে নামিবার উপায় নাই। তাঁহারা যেখানে ছিলেন—নীচে হইতে সে স্থান প্রায় বিশ হাত উপরে।

ইন্দ্রানন্দের ললাট স্বেদাক্ত হইল। তিনি বলিলেন, "এখান হইতে আমি লাফাইয়া পড়িতে পারি,—কিন্তু তুই——"

দরিয়া স্থিরভাবে নীচের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখান হতে লাফা-ইলে পা হাত ভাঙিবে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "চল নীচের দরজা ভাঙিয়া বাহির হইব।"

দরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল—সহসা সে ছুটিয়া তথা হইতে অন্য গৃহে চলিল। তাহাকে একাকী কোনখানে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া, ইন্দ্রানন্দ তাহার পশ্চাতে ছুটিলেন।

নিজের যাহা হয় হউক, তিনি প্রাণ দিয়াও ভগিনীকে রক্ষা করি-বেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দরিয়ার হাত ধরিলেন।

দরিয়া বলিল, "ভয় নাই, আমি উপায় স্থির করেছি। ঐ ঘরের

বিছানায় দু-তিনখানা কম্বল আছে। ঐগুলা কাটিয়া জোড়া দিলে মাটী পর্য্যন্ত পড়্‌বে। আমরা তার একদিক জানালায় বেঁধে ঝুলিয়ে দিব। তার পর তা ধরে অনায়াসেই নীচে নামিয়া যাইতে পারিব।”

ভগিনীর বুদ্ধিতে ইন্দ্রানন্দ নিতান্ত বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

দরিয়া ক্ষিপ্রহস্তে খুক্‌রী দিয়া কম্বল কাটিয়া সকলগুলি একত্রে জোড়া দিয়া একগাছা সুদীর্ঘ রজ্জু প্রস্তুত করিতে লাগিল।

ইন্দ্রানন্দ জানালার সম্মুখে বাতি ধরিয়া সেই আলোকে নীচে কেহ আছে কিনা দেখিবার চেষ্টা পাইলেন। দেখিলেন, কেহ নাই। সেই কাঠখানা কেবল পড়িয়া আছে।

যে কেহ এই কাঠ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকুক, সে জানালার নীচে নাই—নিশ্চয়ই নিকটে কোথায়ও লুকাইয়া আছে।

ইন্দ্রানন্দ ভগিনীর নিকট কম্বল লইয়া তাহার একদিক দৃঢ়রূপে জানালায় বাঁধিলেন। তৎপরে অপর দিক ঝুলাইয়া দিয়া বলিলেন, “দরি, এ ঘরের দরজা ভাল করে বন্ধ করিয়া দাও, আমি আগে নামিব। যে লোক কাঠ ফেলিয়া দিয়াছে, সেই লোক দলবলসহ নিশ্চয়ই নিকটে কোথায় লুকাইয়া আছে—তা থাক, আমি ভয় করি না। তোমার এ ঘরের দরজা বন্ধ থাকিলে কেহ এখানে আসিতে পারিবে না। দরজা ভাঙ্গিবার আগেই তুমি নীচে নামিতে পারিবে।”

দরিয়া গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া জানালায় ফিরিয়া আসিল। ইন্দ্রানন্দ আবার একবার বাতির আলোকে নীচেটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তৎপরে কম্বল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন।

কিন্তু তিনি যেমন মাটীতে পা দিয়াছেন, কোথা হইতে আসিয়া পাঁচ-সাত জন লোকে তাঁহাকে আক্রমণ করিল; দুই-চারি জনে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। ইন্দ্রানন্দ কথা কহিতে পারিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুলিসের হাতে।

নীচে একটা ঠেলাঠেলির শব্দ হইল, দরিয়া রাতির আলো জানালার বাহিরে আনিয়া দেখিল, পাঁচ-সাত জন লোকে তাহার দাদাকে আক্রমণ করিয়াছে।

দরিয়া নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া দাঁত দিয়া সুদৃঢ়রূপে খুকরী চাপিয়া ধরিল; এবং দুই হাতে কম্বল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

সে বাম হস্তে কম্বল ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে মুখ হইতে খুক্‌রী লইতেছিল, কিন্তু তাহা পারিল না। নিম্নে যাহারা ছিল, তাহারা তাহার হাত ধরিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। ইন্দ্রানন্দও বন্দী হইলেন।

তখন তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ ঐ কম্বল ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল। একজন দরিয়া ও ইন্দ্রানন্দকে টানিয়া একপাশে আনিল। দুই-তিন জন সদর দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

তখন ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন যে, তাঁহারা বদমাইসের হাতে পড়েন নাই—পুলিস তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়াছে; ইহাতে তিনি ভীত না হইয়া বরং আশ্বস্ত হইলেন।

তিনি ব্যাপার কি পুলিস-কর্ম্মচারিদিগকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার কোন কথায় কর্ণপাত করিল না। হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

একজন বলিল, "বাপু, ভদ্রলোকের ভাণ করে এই ছুঁড়ীকে দিয়ে ভুলিয়ে কত লোককে এখানে এনে সর্ব্বনাশ করেছ, তাকি মজা

নাই ?” দরিয়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “এমন রত্নটীকে কোথায় পেয়েছিলে, বাপু ?”

ইন্দ্রানন্দের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ; কিন্তু এখন ক্রোধ প্রকাশ করা বৃথা ভাবিয়া তিনি আত্মসংযম করিলেন।

দরিয়া বলিল, “দাদা, ইহাদের ভুল হইয়াছে—পরে বুঝিবে।”

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ব্যঙ্গস্বরে বলিল, “হাঁ, ভুল হয়েছে বটে। গুণমনি কত লোক এখানে ভুলিয়ে এনেছ ? কত জন তার খুন হয়েছে ? থানায় চল—সেখানে সোজা হইয়া যাইবে। আমাদের ভারি কষ্ট দিয়াছ !”

আর একজন বলিল, “সংসারে লোক চেনা দায়—কে কবে ভেবেছিল, এই লোক এই রকম ভয়নাক কাণ্ড করতে পারে। এই রকম করে রাত্রে টাকা রোজগার—আর দিনের বেলায় লাটসাহেবী। বাবা, বাহাদুরী আছে, বটে !”

আর একজন বলিল, “কত খুন করেছে, কে জানে।”

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিল, “উপস্থিত এই দয়ামলের কাণ্ডেই কাজ শেষ হ'য়ে যাবে।”

ক্রোধে, দুঃখে, ক্ষোভে ইন্দ্রানন্দ তাহাদের কথা নীরবে বসিয়া শুনিতেছিলেন। এখন তাহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া কোনই ফল নাই, তবে তিনি ভগিনীর উপরও অতিশয় বিরক্ত হইতেছিলেন। সে-ই এই সকল অনিষ্টের মূল, সে-ই এ বিপদ আনিয়াছে। তিনি জানিতেন যে, পুলিস ভুল করিয়া তাঁহাদের ধৃত করিয়াছে। তাঁহাদের খালাস হইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না—তবে লোক সমাজে আর মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। পিতাকেই বা কিরূপে মুখ দেখাইবেন। অতি বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

দরিয়া বলিল, "দাদা, আমাদের ভয় কি!"

ইন্দ্রানন্দ তখন অত্যন্ত রুষ্ট, কোন কথা কহিলেন না।

ক্রমে পুলিস-কর্ম্মচারিগণ বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। এবং তাহাদের আসামী লইয়া চলিল।

তখন প্রায় ভোর হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় পথে অধিক লোকজন নাই; নতুবা ইন্দ্রানন্দের লজ্জার সীমা থাকিত না। নইনিতালে তাঁহাকে অনেকেই জানে। তাহাদের সম্মুখে পুলিসের হস্তে বন্দী হইয়া এরূপ ভাবে ভগিনীর সহিত যাইতে তাঁহার মাথা কাটা যাইত।

তাঁহারা থানায় নীত হইলেন। তখনও ইন্‌স্পেক্টর সাহেব উঠেন নাই। পুলিস-কর্ম্মচারীরা তখন আসামী কোথায় রাখিবে, তাহাই স্থির করিতে লাগিল। একজন বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর সাহেব যতক্ষণ না উঠেন, হাজত ঘরে থাক্।"

অপরে বলিল, "স্ত্রীলোক পুরুষ একসঙ্গে কেমন করে রাখা যায়?"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "ওকে দাদা বল্‌ছিল, বোধ হয়, দুজনে ভাই বোন। তার উপর কতক্ষণই বা থাক্‌বে—সকাল হয়ে গেছে। এখনই ইন্‌স্পেক্টর সাহেব উঠ্‌বেন।"

তাহাই হইল।

একজন কনেষ্টবল তথায় পাহারায় রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

প্রাতে ইন্‌স্পেক্টর নিজের আফিসে আসিয়া বসিলেন। অন্যান্য কার্য্যের পর তিনি বলিলেন, "বলবন্ত সিং, আপনার আসামী কই ?"

সব-ইন্‌স্পেক্টর বলবন্ত সিং বলিলেন, "হাজত ঘরে।"

ইন্‌স্পেক্টর। এবার আপনার নিশ্চয় প্রমোসন হবে। আপনি একটা প্রধান বদমাইসের দলের সর্দ্দারকে গ্রেপ্তার করেছেন।

সব-ইন্‌স্পেক্টর। সকলই আপনার অনুগ্রহ।

ইন্‌স্পেক্টর। তাদের এখানে নিয়ে আসুন।

বলবন্ত সিং আসামী আনিতে প্রস্থান করিলেন। তিনি একটা মহা দুর্জ্জয় দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন; তাঁহার আসামীকে দেখিবার জন্য থানার আফিস ঘরে থানাস্থ সকলে সমবেত হইলেন। সকলই উৎসুক ও ব্যগ্র।

ইন্দ্রানন্দ ও দরিয়া ইন্‌স্পেক্টরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইন্দ্রানন্দ লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উভয়ের হাতেই হাতকড়ি।

ইন্‌স্পেক্টর কিয়ৎক্ষণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ইন্দ্রানন্দের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে ভয়ানক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিলেন।

তাঁহার হাসিতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া

রহিল। বলবন্ত সিং, হাসির অর্থ কি, না বুঝিয়া সমধিক বিস্ময়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

ইন্‌স্পেক্টরের হাসিতে চমকিত হইয়া ইন্দ্রানন্দ তাহার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, যে ব্যক্তি বীরবিক্রমের সন্ধানে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন, তিনিও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন।

ইন্‌স্পেক্টর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বলবন্ত সিং, এ কাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছেন?"

বলবন্ত সিং, বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন বীরবিক্রম—যে দয়ামলকে খুন করেছে। আর এই মেয়েটা পথ থেকে লোককে ভুলিয়ে নিয়ে যেত।"

ইন্‌স্পেক্টর আরও অধিক হাসিয়া উঠিলেন। বলবন্ত সিং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি ইহাতে হাসিবার কি পাইলেন?"

ইন্‌স্পেক্টর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে—ইনি বীরবিক্রম নহেন।"

ইন্‌স্পেক্টর একজনকে বলিলেন, "শীঘ্র হাতকড়ি খুলে দাও।" তৎপরে আর একব্যক্তিকে বলিলেন, "দুখানা চেয়ার আনিয়া ইঁহাদের বসিতে দাও।"

তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রানন্দ ও দরিয়ার হাতকড়ি খুলিয়া দেওয়া হইল। ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "বসুন।" তাঁহারা উভয়ে বসিলেন।

তখন ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "বলবন্ত সিং বুঝি বা প্রমোসনের পরিবর্ত্তে আর কিছু হয়।"

ইন্‌স্পেক্টরের কথায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। বলবন্ত সিং অতিশয় রাগত হইলেন—তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

যে ব্যক্তি বীরবিক্রমের বাড়ী গিয়াছিলেন, তাঁহার দিকে ফিরিয়া ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "গুরুগোবিন্দ সিং বীরবিক্রমকে খুব ভাল রকম চিনেন। কি বলেন গুরুগোবিন্দ সিং,—আমাদের বলবন্ত সিং সাহেব বীরবিক্রম বলিয়া ইঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বলবন্ত সিং সাহেবের ভুল হইয়াছে। ইঁন বীরবিক্রম নহেন। ইনি গুণারাজ সাহেবের ছেলে—ইন্দ্রানন্দ—নইনিতালের অনেকেই ত ইঁহাকে চিনে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলবন্তকে বলিলেন, "শুনিলেন।"

সর্ব্বসমক্ষে এরূপ অপদস্থ ও হাস্যাস্পদ হওয়ায় বলবন্ত সিং উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না। তিনি কষ্টে বলিলেন. "ইহাদের সেই বাড়ীতেই গ্রেপ্তার করিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তা ত নিশ্চয়ই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহারা তাহাদের দলের কেহ নহেন।" তৎপরে তিনি ইন্দ্রানন্দের দিকে চাহিয়া দরিয়াকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি কে?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "ইনি আমার ভগিনী।"

ইন্‌স্পেক্টর। ওঃ! ইঁহারই সঙ্গে না বীরবিক্রম সাহেবের বিবাহের কথা হয়?

ইন্দ্রানন্দ। হাঁ।

ইন্‌স্পেক্টর। ভুল ক্রমে আমাদের লোকে আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল—কিছু মনে করিবেন না।

ইন্দ্রানন্দ। না, এখন আমরা বাড়ী যাইতে পারিলেই হয়।

ইন্‌স্পেক্টর। আপনারা বীরবিক্রমের সন্ধানেই সেখানে গিয়াছিলেন?

ইন্দ্রানন্দ। হাঁ।

ইন্‌স্পেক্টর। বীরবিক্রম সাহেব যে এখানে যাওয়া-আসা করেন, তাহা আপনারা কিরূপে জানিলেন ?

গোপন করা বৃথা দেখিয়া ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের বিছানায় যে পত্র দেখিয়াছিলেন, সে কথা বলিলেন। শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হলে বীরবিক্রমের সন্ধানে আপনি সেখানে আগেও গিয়াছেলেন ?"

ইন্দ্রানন্দ। হাঁ, গিয়াছিলাম।

ইন্‌স্পেক্টর। কি দেখিয়াছিলেন, আমাকে সব খুলিয়া বলুন।

ইন্দ্রানন্দ সকলই বলিলেন। শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর দরজায় চাবী বন্ধ ছিল, আজ আপনারা কিরূপে বাড়ীর ভিতরে গিয়াছিলেন ?"

ইন্দ্রানন্দ আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিলেন। তখন ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তবে আপনার বিশ্বাস যে, এই বাড়ীর ভিতর লোক ছিল ?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "হাঁ।"

ইন্‌স্পেক্টর পার্শ্বস্থ একব্যক্তির সহিত নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণে ইন্দ্রানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা এখন যাইতে পারেন।"

ইন্দ্রানন্দ ও দরিয়া সত্বর থানা হইতে বহির্গত হইলেন। ইন্দ্রানন্দের পথে আসিতে বড়ই লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল, যেন সকলেই তাঁহাদিগকে সহাস্যে দেখিতেছে। তিনি ভগিনীকে টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তশত্রু।

এরূপভাবে ভগিনীকে লইয়া নইনিতালের রাজপথে যাইতে ইন্দ্রানন্দ বড়ই লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি সত্বর দুইখানা ডাণ্ডি ডাকিলেন। একখানায় ভগিনীকে তুলিয়া দিয়া অপরখানায় নিজে উঠিয়া বসিলেন।

সমস্ত রাত্রির জাগরণে, নিদারুণ উদ্বেগে ও চিন্তায় তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; তিনি আর চলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি ডাণ্ডিওয়ালাকে তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া যাইতে বলিয়া ক্লান্ত-ভাবে ডাণ্ডি ঠেসান দিয়া বসিলেন। তিনি জানেন না, কখন যে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রিত হইয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যেন তিনি মীনার হাত ধরিয়া তাঁহাদের উদ্যানে বেড়াইতেছেন। আবার তখনি দেখিলেন, মহা সমারোহে দরিয়ার সহিত বীরবিক্রমের বিবাহ হইতেছে, তিনি দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। এমন সময়ে সহসা কে যেন পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিল; তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন—মীনা। মীনা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমাদের এমনই করে কবে বে হবে?" তিনি মীনাকে চুম্বন করিবার জন্য ধরিতে হাত বাড়াইলেন। মীনা ছুটিয়া পলাইল। ইন্দ্রানন্দ ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার পশ্চাতে ছুটিলেন—কিন্তু সে যেন এক মুহূর্ত্তে বাতাসে মিলাইয়া গেল। ঠিক এই সময়ে ইন্দ্রানন্দের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কোথায়, বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন,

তিনি তখনও স্বপ্ন দেখিতেছেন। তিনি দেখিলেন, হ্রদের পাশ দিয়া যাইতেছেন। হ্রদে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাসিতেছে। মীনা সেই নৌকা লগি ঠেলিয়া বাহিয়া যাইতেছে। এবং একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক এক পার্শ্বে বসিয়া আছে।

ইন্দ্রানন্দ দুই হস্তে চক্ষু মর্দ্দিত করিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন, স্বপ্ন নয়। তিনি ডাণ্ডিতে চলিয়াছেন; হ্রদের পার্শ্বস্থ পথ দিয়া তাঁহার ডাণ্ডি চলিয়াছে। সত্য সত্যই মীনা নৌকায় যাইতেছে। তিনি কখনও কি সে মূর্ত্তি ভুলিতে পারেন?

তিনি চীৎকার করিয়া ডাণ্ডি নামাইতে বলিলেন। বোধ হয়, তাঁহার কণ্ঠস্বর নৌকাস্থিত বালিকা শুনিতে পাইল। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে নৌকার খোলের ভিতর লুকাইল। তখন সেই বালক লগিটা তুলিয়া লইয়া দুই হস্তে সবলে ঠেলিতে লাগিল। নৌকা ক্রমে তীর হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

ইন্দ্রানন্দ ছুটিয়া তীরে আসিলেন। তিনি "মীনা মীনা" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কেহ উত্তর দিল না।

তখন তিনি সেই বালককে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু সে তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সবলে লগি ঠেলিয়া চলিল।

ইন্দ্রানন্দ পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলেন, তৎপরে ভয় দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু সে কিছুতেই মনোযোগ দিল না। বোধ হইল, যেন সে কালা, তাহার কানে কোন কথাই প্রবেশ করিতেছে না।

নিকটে আর কোন নৌকা ছিল না, ইন্দ্রানন্দ নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নৌকাও ততক্ষণে অনেক দূরে গিয়া পড়িল।

তাঁহাকে ডাণ্ডি নামাইতে দেখিয়া দরিয়াও নিজের ডাণ্ডি নামাইল। সে সত্বরে ভ্রাতার নিকট আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "ঐ নৌকায় মীনা আছে।"

"কেমন করে জান্‌লে ?"

"আমি স্বচক্ষে তাকে দেখেছি।"

"এখন ত কেবল একটা ছোঁড়া আছে।"

"নৌকার খোলের ভিতর মীনা লুকাইয়াছে।"

দরিয়া কিয়ৎক্ষণ নৌকার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে বলিল, "নৌকা অনেক দূরে গিয়াছে, না হলে সাঁতরাইয়া যাইয়া ধরিতাম। এখন গেলে ধরিতে পারিব না।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "সে নিশ্চয় ঐ নৌকায় আছে।"

দরিয়া বলিল, "দাদা, যে জন্যই হক, সে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায় না; ইহার ভিতরে অনেক ব্যাপার আছে; এখন বাড়ী চল, বিবেচনা করে যা করা উচিত, করা যাবে।"

অগত্যা ইন্দ্রানন্দ আসিয়া আবার ডাণ্ডিতে উঠিলেন। দরিয়াও উঠিল, তখন তাঁহারা আবার গৃহাভিমুখে চলিলেন।

গৃহে আসিয়াও তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; শুনিলেন, সেই বুড়ী আবার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতেছিল। মালিদের কাছে বীরবিক্রমের এবং দরিয়ার সংবাদ লইতেছিল; শুনিয়া ইন্দ্রানন্দের হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

তিনি ভাবিলেন, "এই বৃদ্ধা নিশ্চয়ই মীনার দাদিয়া। সে কেন এখানে ঘুরিতেছে? নিশ্চয়ই তাহার মতলব ভাল নয়; একটা কি বিপদ ঘটাইবে, দেখিতেছি।"

তাঁহারা উভয়ে ডাণ্ডি হইতে নামিয়া সিঁড়ী দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতেছিলেন। এই সময়ে সহসা বন্দুকের আওয়াজে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া দরিয়া ভূপতিতা হইল।

ইন্দ্রানন্দ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিলেন; দেখিলেন, গুলি তাহার স্কন্ধ বিদীর্ণ করিয়া গিয়াছে। ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন; মস্তকে বা বুকে গুলি লাগিলে সে কিছুতেই রক্ষা পাইত না।

সৌভাগ্যের বিষয় আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই। ইন্দ্রানন্দ তৎক্ষণাৎ নিজের রুমাল দিয়া তাহার স্কন্ধ বাঁধিয়া দিলেন। বলিলেন, "ভয় নাই, বেশী লাগে নাই।"

দরিয়া প্রথমে বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সাহস তৎক্ষণাৎ দেখা দিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "দাদা কে?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "কেমন করে বল্‌ব?"

দরিয়া কাতরে বলিল, "আমি ত কারও কোন ক্ষতি করি নাই!"

বন্দুকের শব্দ শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল। যেখান হইতে বন্দুকের শব্দ হইয়াছিল, অনেকে সেইদিকে ছুটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ইন্দ্রানন্দ বাগান ও বাড়ী সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার লোক-জন সমস্ত স্থান তোলপাড় করিয়া ফেলিল; অথচ কোথায়ও কাহাকে দেখিতে পাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আবার সন্ধান।

ইন্দ্রানন্দের আর এরূপ গোয়েন্দাগিরি করিবার ইচ্ছা ছিল না। প্রারম্ভেই তাঁহার যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে মহা বিভ্রাটে ফেলিল।

দরিয়ার স্কন্ধে সামান্যমাত্র আঘাত লাগিয়াছিল; সে বেদনা দুই-একদিনের মধ্যেই সারিয়া গেল। সে তখন তাহার দাদাকে আবার বীরবিক্রমের জন্য জ্বালাতন করিয়া তুলিল। দাদা তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলেন।

ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের সন্ধানে না গেলে দরিয়া নিজে যাইতে চাহে; তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তাঁহারা লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে, বীরবিক্রম না কি এখন কোন কোন দিন রাত্রে বাড়ী আসেন। ইহা শুনিয়া দরিয়া আরও অধীর হইয়া উঠিল; সে ভ্রাতাকে তাঁহার সন্ধানে যাইবার জন্য আরও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

তবে ইন্দ্রানন্দ মনে মনে এবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি ভগিনীকে একাকী রাখিয়া কখনই আর বাড়ী হইতে যাইবেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে কারণেই হউক তাঁহার ভগিনীর জীবন নিরাপদ নহে; যে গুলি করিয়াছিল—সে তাহাকে হত্যা করিবার জন্যই গুলি করিয়াছিল।

দরিয়ার উপর কাহার এরূপ ভয়াবহ আক্রোশ, তাহা তিনি বুঝিতে

পারিলেন না। মীনার দাদিয়াই তাঁহাদের বাড়ী আসিয়া দরিয়ার সংবাদ লইয়াছিল; তবে কি সে-ই তাহাকে গুলি করিয়াছিল? দাদিয়ারই বা দরিয়াকে খুন করিবার ইচ্ছা কেন? সে তাহার কি ক্ষতি করিয়াছে? কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া ইন্দ্রানন্দ অস্থির হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে তাঁহার পিতা গৃহে ফিরিলেন। তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; অনেক সাহস পাইলেন।

দরিয়াকে কে অলক্ষ্যে থাকিয়া গুলি করিয়াছিল, শুনিয়া গুণারাজ তাঁহার লোকজনকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন; লোক জন আরও বাড়াইলেন; যাহাতে অপরিচিত কোন লোক তাঁহার বাড়ীর নিকটে কোনরূপে আসিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু মুখে প্রকাশ না করিলেও তিনি মনে মনে বড়ই ভাবিত ও সশঙ্ক হইলেন। বুঝিলেন, তিনি শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়াছেন। সকল অনর্থের মূল বীরবিক্রম, তাঁহাকে দরিয়া ভালবাসিয়াই এ অনর্থ ঘটাইয়াছে।

ইন্দ্রানন্দ ভাবিলেন, নিশ্চয়ই বীরবিক্রমের কোন শত্রু তাঁহার কিছু করিতে না পারিয়া দরিয়াকে হত্যা করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। হয় ত আরও কোন বালিকা বীরবিক্রমকে ভালবাসিয়াছে, ঈর্ষার উন্মত্ত হইয়া দরিয়াকে খুন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল; প্রাহাড়িয়া বালিকার এরূপ হইলে প্রায়ই জ্ঞান থাকে না। আবার এমনও হইতে পারে, দাদিয়া মীনাকে বীরবিক্রমের হাতে সমর্পণ করিতে চাহে, বীরবিক্রম সম্মত হয় না, বিঘ্ন দরিয়া—আমাদের দরিয়ার জন্য দাদিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহাই সে এখন দরিয়াকে সরাইয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার

করিবে স্থির করিয়াছে। যাহাই হউক, ইন্দ্রানন্দ বিশেষ সাবধানে রহিলেন। দরিয়াকে একেবারেই বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না—সর্ব্বদাই তাহাকে চোখে চোখে রাখিতেন।

সৌভাগ্যের বিষয়, গুণারাজ দরিয়ার পড়োবাড়ী যাইবার কোন সংবাদ জানিতে পারিলেন না। ইন্দ্রানন্দকে বীরবিক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "না, বীরবিক্রমের কোন সংবাদই তিনি পান নাই।"

ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমকে লইয়া অত্যন্ত জ্বালাতন হইয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার কথা একেবারেই ভাবিবেন না; কিন্তু দরিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দেয় কই?

এখন বীরবিক্রম রাত্রে বাড়ী আসেন শুনিয়া দরিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল; কিন্তু পিতা তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছেন, তাহার বাড়ীর বাহির হইবার উপায় নাই।

দরিয়া ইন্দ্রানন্দকে পাগল করিয়া তুলিল। ইন্দ্রানন্দ তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সে বুঝিবার মেয়ে নহে।

ইন্দ্রানন্দ অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে পাগল না করিয়া ছাড়িবি না দেখিতেছি; বীরবিক্রমের সঙ্গে আমাকেও ফাঁসী যাইতে হইবে।"

দরিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা, অমন কথা বলিয়ো না। আমি জানি, তিনি ইহার কিছুই জানেন না।"

ইন্দ্রানন্দ অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুই আমার মাথা জানিস্।"

যাহাই হউক, ইন্দ্রানন্দ আবার বীরবিক্রমের সন্ধানে যাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি এ জীবনে কখন মিথ্যা কহেন নাই, মিথ্যা কাহাকে বলে জানিতেন না; এখন তাঁহাকে প্রতিপদক্ষেপেই মিথ্যাকথা বলিতে হইতেছে।

তিনি পিতাকে বলিলেন, "আজ নইনিতালে আমার নিমন্ত্রণ আছে।"

গুণারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ?"

ইন্দ্রানন্দ একজন বন্ধুর নাম করিলেন।

গুণারাজ বলিলেন, "এখন আমাদের চারিদিকে শত্রু ; যাইবে যাও, কিন্তু একা যাইয়ো না। দুইজন লোক সঙ্গে লইয়া যাইয়ো।"

অগত্যা বাধ্য হইয়া ইন্দ্রানন্দ দুইজন বলবান গুর্খা সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নইনিতালের দিকে যাত্রা করিলেন।

প্রায় রাত্রি নয়টার সময় ইন্দ্রানন্দ নইনিতালে পৌঁছিলেন। পাছে সঙ্গিদ্বয় তিনি কোথায় যান, তাহা তাঁহার পিতাকে বলিয়া দেয়, এই ভয়ে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ঘোড়া নিয়ে এইখানে অপেক্ষা কর। আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের ডাকিয়া লইব।"

গুর্খাদ্বয় অগত্যা তথায় থাকিতে বাধ্য হইল। তখন ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

তিনি ভাবিলেন, "আজ আবার একটা কি কাণ্ড হয়—আমার মন যেন কেবল বল্‌ছে আজও একটা বিপদ আছে। দরিয়া আমাকে প্রাণে না মারিয়া ছাড়িবে না।"

তিনি চিন্তিতমনে ধীরে ধীরে বীরবিক্রমের বাড়ীর দ্বারে আসিলেন। দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ—তবে ইহাও দেখিলেন, তাঁহার বসিবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। তিনি পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করিলেন, কেহ দ্বার খুলিতে আসিল না।

তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বীরবিক্রমের ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দ্রানন্দ পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। কে আসিয়া অতি সাবধানে দ্বার একটু খুলিল।

ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, বীরবিক্রম।

নবম পরিচ্ছেদ।

মীনার দৌত্য।

বীরবিক্রম ইন্দ্রানন্দকে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "এস।" নিঃশব্দে ইন্দ্রানন্দ প্রবিষ্ট হইলেন। বীরবিক্রম সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

ইন্দ্রানন্দ ভিতরে আসিলেন বটে, কিন্তু বীরবিক্রমের ভাব দেখিয়া তিনি নিতান্ত অশান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বীরবিক্রমের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার চেহারার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, মুখে কালিমার দাগ পড়িয়াছে।

ইন্দ্রানন্দ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার দৃষ্টি বীরবিক্রমের টেবিলের উপর পড়িল। তিনি দেখিলেন, টেবিলের উপর একখানা মনি অর্ডারের ফর্ম পড়িয়া আছে। বীরবিক্রম সেখানি লিখিতে লিখিতে দরজা খুলিয়া দিতে গিয়াছিলেন।

সেখানি যে ইন্দ্রানন্দ দেখিয়াছেন, বীরবিক্রম গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই তাহা বুঝিলেন। উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিলেন। সহসা ইন্দ্রানন্দের সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল।

বীরবিক্রম টেবিলের সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "বস, বাড়ীর সকলে ভাল ?"

ইন্দ্রানন্দ বসিলেন। বলিলেন, "হাঁ, এক রকম সব ভাল। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তোমার বাড়ীতে ছিলাম। তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

"বিশেষ একটা কাজ পড়াতে নেপাল গিয়াছিলাম।"

"একখানা চিঠীও লিখিতে হয়—দরি তোমার জন্য ভাবিয়া অস্থির।"

বীরবিক্রম সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। তৎপরে সহসা ইন্দ্রানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাহাকে এই মনিঅর্ডার করিতেছি জান?"

ইন্দ্রানন্দ 'হাঁ' 'না' করিয়া শেষে বলিলেন, "হাঁ, নামটা আমার চোখে পড়েছিল।"

বীরবিক্রম অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, এ টাকা আমি দয়ামলের স্ত্রীকে পাঠাইতেছি। দয়ামল এক সময়ে আমার বাবার কাছে চাকরী করিত।"

ইন্দ্রানন্দ কেবলমাত্র বলিলেন, "হাঁ, আমি শুনিয়াছি।"

বীরবিক্রম বিকট হাস্য করিলেন। সেই হাসিতে চমকিয়া ইন্দ্রানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বীরবিক্রম সেইরূপ হাসিয়া বলিলেন, "তবে তুমি কেবল এই পর্য্যন্ত শুনেছ। নিজে এ বিষয়ে কোন সন্ধান লও নাই—দেওপাট্টা ঘাটের পড়োবাড়ীতে এ বিষয়ের সন্ধানে যাও নাই?"

যে বিষয় ইন্দ্রানন্দ বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিতেছিলেন না—পড়োবাড়ীর বদমাইসের সহিত বীরবিক্রমের যে কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা ইন্দ্রানন্দের মনে সহস্রবার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। এক্ষণে বীরবিক্রমের কথায় তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল। তাঁহার হৃদয় দ্রুততরবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "হাঁ, আমি দেওপাট্টা ঘাটে গিয়াছিলাম। দরি নিতান্ত অস্থির হওয়ায় আমি গিয়াছিলাম।"

বীরবিক্রম তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাকে কি বলেছ ?"

ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন, দরি যে এখানে আসিয়াছিল, তাহা বীরবিক্রম জানিতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন, "তাকে আর কি বলিব। বলিয়াছিলাম, তুমি ক্ষেপিয়া গিয়াছ।"

বীরবিক্রম তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি নিজে কি মনে কর ?"

ইন্দ্রানন্দ কি বলিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে বলিলেন, "সত্য কথা বলিতে কি, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

এই সময়ে কে দ্বারে আঘাত করিল। বীরবিক্রম চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারে কে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। তখন বীরবিক্রম নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে দ্বারের দিকে গেলেন। ইন্দ্রানন্দ সেইখানেই বসিয়া রহিলেন।

ইন্দ্রানন্দ শব্দে জানিতে পারিলেন যে, বীরবিক্রম দ্বার খুলিলেন, তৎপরে কে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি বীরবিক্রম সাহেবের বাড়ী ?"

কণ্ঠস্বরে ইন্দ্রানন্দ চমকিত হইলেন। পরে শুনিলেন, বীরবিক্রম বলিলেন, "হাঁ।"

যে আসিয়াছিল, সে বলিল, "আপনার সঙ্গে কথা আছে, ভিতরে যাইতে পারি ?"

বীরবিক্রম ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তোমার যা বলিবার আছে, এইখানেই বলিতে পার।"

বোধ হয়, সে তাহার এ কথা শুনিতে পাইল না। বরাবর গৃহ মধ্যে চলিয়া আসিল।

ইন্দ্রানন্দ উঠিয়া গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন একটী বালিকা গৃহ মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। বালিকা তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ইন্দ্রানন্দ তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন; তিনি কি কখনও সে মূর্ত্তি ভুলিতে পারেন? তিনি দেখিলেন, বালিকা—মীনা।

মীনা নতশিরে মাটীর দিকে চাহিয়া ছিল। সে সেইভাবেই বলিল, "মনিয়াকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, আপনি তাকে খালাস করে দিন।"

বীরবিক্রম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কে?"

মীনা সেইরূপ মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "এই কথা বল্‌বার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে।"

বীরবিক্রম বলিলেন, "কে তোমায় পাঠাইয়াছে?"

মীনা বলিল, "দাদিয়া।"

ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, এই কথা শুনিয়া বীরবিক্রমের মুখে কালিমার ছায়া পড়িল। ইন্দ্রানন্দ স্পষ্ট দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল।

বীরবিক্রম নীরব।

দশম পরিচ্ছেদ।

বালিকা—রহস্যময়ী।

বীরবিক্রমকে কথা কহিতে না দেখিয়া মীনা বলিল, "তবে আমি যেতে পারি ?"

বীরবিক্রম ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না, অপেক্ষা কর।"

তিনি একদৃষ্টে বালিকাকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু সে পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় মাটীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গৃহ মধ্যে আসিয়া সে একবারও মুখ তুলে নাই।

বীরবিক্রম বিস্মিতভাবে তাহাকে দেখিতেছিলেন। এরূপ বিষাদ-মাখা অথচ তেজপূর্ণ মুখ তিনি আর কখনও দেখেন নাই।

ইন্দ্রানন্দও ব্যাকুলভাবে বালিকাকে দেখিতেছিলেন। সেই বালিকার মূর্ত্তি এ কয়দিনে তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিল; তিনি যত তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততই সেই মুখ তাঁহার হৃদয়ে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাহার সহিত একবার মাত্র দেখা করিবার জন্য কত না চেষ্টা করিয়াছেন।

সহসা বীরবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

বালিকা ধীরভাবে বলিল, "আমি জানি না।"

বীরবিক্রম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "জানি না!"

বালিকা বলিল, "তাহাতে আপনার প্রয়োজন কি ?"

বীরবিক্রম বলিলেন, "প্রয়োজন আছে—তুমি কে না জানিলে আমি তোমার কথা কিরূপে বিশ্বাস করি ?"

বালিকা মুখ তুলিল না। বলিল, "আমি দাদিয়ার সঙ্গে পড়ো-বাড়ীতে থাকি।"

"তুমি দাদিয়ার সঙ্গে থাক? কই, আমি যখন সেখানে গিয়াছি, তোমাকে ত দেখি নাই।"

"তা জানি। দাদিয়া কখনও আমাকে আপনার সম্মুখে যেতে দেয় নাই। তবে আমি আপনাকে দেখেছি, আমি আপনাকে——"

বালিকা সহসা থামিল।

ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, বীরবিক্রমের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

বীরবিক্রম বলিলেন, "আচ্ছা তুমি যাও, আমি নিজে এখনই সেখানে যাইব।"

বালিকা বলিল, "আপনি সেখানে এখনই যাবেন।"

মীনা যেরূপভাবে ও স্বরে এই কথা বলিল, তাহাতে ইন্দ্রানন্দ স্পষ্ট বুঝিলেন যে, যদি বীরবিক্রম আজ পড়োবাড়ীতে যান, তবে তাঁহার বিপদ ঘটিতে পারে। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

ইন্দ্রানন্দের কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া মীনা ফিরিল। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। তৎপরে তাহার মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল। সে মস্তক অবনত করিল। অতি মৃদুস্বরে সলজ্জভাবে বলিল, "আপনি এখানে?" তৎপর মুহূর্ত্তেই সে অতি ব্যাকুলস্বরে বলিল, "আপনি কি সেখানে যাবেন?"

ইন্দ্রানন্দ অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "হাঁ, আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে যাইব। তোমাদের বাড়ীর ব্যাপার যতদূর আমি সেদিন দেখিয়াছি, তাহাতে আমার মতে একা না গিয়া দুজনে যাওয়া ভাল।"

মীনা কেবলমাত্র বলিল, "জানি না। দাদিয়া হয় ত রাগ করিবে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, 'তোমার দাদিয়ার রাগের জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত নই—তবে বীরবিক্রম যদি না যায়, সে স্বতন্ত্র কথা।"

মীনা কোন কথা কহিল না। মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে সেখানে এই রাত্রে যেতে কিছুতেই পরামর্শ দিই না।"

কিন্তু বীরবিক্রম যাওয়াই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভয় নাই—আমি যাব স্থির করিয়াছি।"

ইন্দ্রানন্দ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "একজন পুলিসের লোক সঙ্গে লইলে ভাল হয় না?"

বীরবিক্রম সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "না—না—না।" তৎপরে সংযতভাবে বলিলেন, "আমার একটী লোকের সঙ্গে এখনই দেখা করিবার কথা আছে।"

ইন্দ্রানন্দ বুঝিলেন, বীরবিক্রম তাঁহাকে বিদায় করিতে চাহেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যদি পড়োবাড়ীতে যাও, তবে আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

বীরবিক্রম ম্লানহাসি হাসিয়া বলিলেন, "আনন্দ, তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। যখন কোন বন্ধু গোলমালে পড়ে, তখন আর সে বন্ধুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা উচিত নয়—ইহাই সংসারের নিয়ম।"

ইন্দ্রানন্দ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি মীনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি এখন যাইতে পার। আমি নিজেই তোমার দাদিয়ার সঙ্গে দেখা করে সকল কথা শুনিব।"

মীনা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া তাহার বিশাল নয়নদ্বয়

বিস্ফারিত করিয়া ইন্দ্রানন্দের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি ইঁহার সঙ্গে যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন ?"

ইন্দ্রানন্দ তাহার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, "হাঁ।"

বীরবিক্রম তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এই বালিকা কেন এরূপ বলিতেছে ? তবে কি আজ সেখানে গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে ?"

তিনি মীনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যদি আমরা তোমাকে সঙ্গে লইতে না চাই ?"

মীনা বলিল, "লইতে চাহিবেন।"

বীরবিক্রম কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই। তোমরা এইখানে অপেক্ষা কর, আমি আমার কাজ সারিয়া এখনই আসিতেছি। তার পর এক সঙ্গে যাইব।"

তিনি বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ফিরিয়া ইন্দ্রানন্দকে ডাকিলেন। উভয়ে সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য গৃহে আসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি।

ইন্দ্রানন্দ ও বীরবিক্রম অন্য প্রকোষ্ঠে আসিলেন। বীরবিক্রম বলিলেন, "তুমি এই বালিকাকে কোথায় দেখিয়াছিলে—পড়োবাড়ীতে?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "হাঁ, সে ঐ বাড়ীর বাহিরে রাত্রে বেড়াইতেছিল—ভয়ে বাড়ীর ভিতর যাইতে পারিতেছিল না। বলিল, বাড়ীর ভিতরে কাহার মৃতদেহ রয়েছে।"

"ও রকম মেয়ের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করিয়ো না।"

"কি রকম মেয়ে—কেন উহার দোষ কি?"

"যাই হউক, আমার কথা শোন ত মেয়েটাকে বিদায় করে দাও।"

"এখন কিরূপে হয়, ও সঙ্গে যেতে চাহিতেছে—কেমন করে বিদায় করি।"

"তবে অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি।"

এই বলিয়া বীরবিক্রম সত্বর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি দুইপদ অগ্রসর হইতে-না-হইতে ইন্দ্রানন্দ তাঁহার হাত ধরিলেন। ধরিয়া বলিলেন, "দেখ বিক্রম, আমাদের বোধ হয় একে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ভাল।"

বীরবিক্রম মৃদুস্বরে শ্লেষ করিয়া বলিলেন, "তাদের দলের একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে অন্য অধিক নিরাপদ হব—এই তোমার বুদ্ধি!"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আমি তোমাকে শপথ করে বল্‌তে পারি, মীনার দ্বারা উপকার ভিন্ন কোন অপকার হইবে না।"

"তবে তাই—আমি এখনই আসিতেছি।" এই বলিয়া বীরবিক্রম দ্রুতপদে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলেন।

ইন্দ্রানন্দ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, মীনা সেইরূপ পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "বীরবিক্রম দশ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে বলিয়াছে।"

মীনা বলিল, "আপনি তা জানেন।"

ইন্দ্রানন্দ মীনার হাত ধরিলেন। মীনা হাত টানিয়া লইল না। ইন্দ্রানন্দ তখন সস্নেহে বলিলেন, "তুমি সেই পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে আছ? এস, বস।"

সেই স্নেহস্পর্শে মীনার সর্ব্বশরীর এক মুহূর্ত্তে পুলকিত হইয়া উঠিল; সে যখন এই স্নেহাবেগের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না, তখন সে তৎসম্বন্ধে কোন কথা কহিতে পারিল না। নিষ্পলকনেত্রে, অবাঙ্মুখে প্রাণহীনার ন্যায় ইন্দ্রানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দ্রানন্দ তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া একখানা চেয়ারে বসাইলেন। সে যন্ত্রচালিতের ন্যায় বসিল।

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দুইদিন পড়োবাড়ীতে গিয়াছিলাম, তুমি দেখা কর নাই কেন?"

সে বলিল, "আমি ছিলাম না।"

"কোথায় গিয়াছিলে?"

"বলিব না।"

ইন্দ্রানন্দ কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, "তুমি একদিন রাত্রে সেখানে নিশ্চয় ছিলে—তুমি দরজা চাপিয়া ধরিয়াছিলে—তুমিই সিঁড়ী দিয়া ছুটিয়া পালিয়েছিলে।

মীনা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুখ তুলিল। বলিল, "না আমি ছিলাম না।"

ইন্দ্রানন্দ সে রাত্রের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। মীনা শুনিয়া যেন বিস্মিত হইল। বলিল, "আমি ছিলাম না।"

ইন্দ্রানন্দ তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন। বলিলেন, "তবে কে ছিল?"

মীনা বলিল, "জানি না।"

"তোমার দাদিয়া নয়?"

"কিরূপে জানিব?"

"তার পর দিন নৌকায় তোমায় দেখিয়াছিলাম। আমায় দেখে নৌকার ভিতরে লুকাইয়াছিলে। কেমন নয় কি? বল, সে-ও তুমি নয়?"

"মিথ্যাকথা বলিব কেন? হাঁ, আমি নৌকায় ছিলাম।"

"তবে আমায় দেখিয়া লুকাইলে কেন?"

"আপনি পুলিসে খবর দিবেন বলিয়াছিলেন—আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনার সঙ্গে পুলিসের লোক আছে।"

"পুলিসকে তোমার এত ভয় কেন?"

"আমাদের জন্য নয়—আপনার বন্ধুর জন্য।"

"আমার বন্ধুরই বা ভয় কি?"

"সে কথা আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

"বীরবিক্রম কাহাকেও যে খুন করিয়াছেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না।"

"তবে তাঁহার এত ভয় কেন?"

ইন্দ্রানন্দ এ কথায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। তৎপরে সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "যদি কেহ খুন করিয়া থাকে, তবে তোমার দাদিয়াই করিয়াছে—সে সব পারে।"

একটু বিস্মিতভাবে মীনা ইন্দ্রানন্দের মুখের দিকে চাহিল। বলিল, "যদি দাদিয়াই খুন করে থাকে, তবে আপনার বন্ধুর এত ভয় কেন? আর দাদিয়াকেই বা এত ভয় করেন কেন? আর দাদিয়াকে বাঁচাইবার জন্য এত চেষ্টা করেন কেন?"

ইন্দ্রানন্দ এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। মীনা বলিল, "তবে কেন ইনি দাদিয়ার হুকুম পাইলেই ছুটিয়া তার কাছে যান? আমি নিজে তোমার বন্ধুকে খুন করিতে দেখি নাই—কিন্তু মড়াটা তাঁহাকে টানিয়া আনিতে দেখিয়াছি; তাঁহার হাত দুখানা রক্তে ডুবিয়া গিয়াছিল।" বলিয়া মীনা শিহরিয়া উঠিল। ইন্দ্রানন্দেরও বীরবিক্রমের সেদিনকার সেই রক্তাক্ত হাত মনে পড়িল।

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। সহসা মীনা মুখ তুলিয়া বলিল, "এখনও যে তিনি ফিরিলেন না, বোধ হয়, এখন আর তিনি আসিবেন না; আমার বোধ হইতেছে, তিনি আপনাকে সঙ্গে লইবেন না বলিয়া, ফাকী দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রানন্দ লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যস্ত হইয়া উদ্বিগ্নমুখে কহিলেন, "তুমি সকলই জান, অথচ আমাকে বল নাই।"

ইন্দ্রানন্দ মনে করিলেন, এই ধূর্ত্তা বালিকা কৌশলে তাঁহাকে এখানে রাখিয়াছে। আর তাঁহার বন্ধুকে একাকী বিপদের মুখে যাইতে দিয়াছে।

মীনা তাঁহার মনের ভাব বুঝিল। তাহার দীর্ঘায়ত চক্ষুদুটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রস্তাব।

তাহার চোখে জল দেখিয়া ইন্দ্রানন্দের হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভূত হইল। তিনি তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছেন ভাবিয়া, মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইলেন। তিনি মীনার হাত ধরিয়া সাদরে বলিলেন, "আমার বন্ধুর জন্য আমি বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি ; তুমি কি মনে কর, তাঁহার কোন বিপদ্ হইতে পারে ?"

মীনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সংক্ষেপে কহিল, "সম্ভব।"

ইন্দ্রানন্দ সত্বর দরজার দিকে চলিলেন। প্রাণ থাকিতে তিনি জানিয়া-শুনিয়া বন্ধুকে কখনই বিপদের মুখে যাইতে দিতে পারেন না।

কিন্তু মীনা ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার হাত ধরিল। বলিল, "প্রায় এক ঘণ্টা হইল তিনি চলিয়া গিয়াছেন, এখন আপনি গিয়া তাঁহার কোন উপকারই করিতে পারিবেন না। হয় ত তাঁহার কোন বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা নাই। দাদিয়াকে তিনি ভাল রকমেই জানেন। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র।"

ইন্দ্রানন্দ তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "যাহাই হউক, আমি এখনই সেখানে যাইব।"

মীনা ব্যগ্র হইয়া আবার তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। কাতরভাবে বলিল, "না—না—আমি আপনাকে সেখানে কিছুতেই যাইতে দিব না। জানেন না, আপনি কোথায় যাইতেছেন।"

বালিকার কথায় ও ভাবে বিস্মিত হইয়া ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আমি তোমার কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।"

মীনা বলিল, "আপনি সেখানে গেলে আপনার জীবনের আশঙ্কা আছে।"

ইন্দ্রানন্দ নিজের হাত ছাড়াইয়া লইলেন। বলিলেন "আমি এতদূর কাপুরুষ নই।"

তিনি দ্বারের দিকে ছুটিলেন। মীনা আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। বলিল, "যদি আপনি যান, তাহা হইলে আমিও যাইব।"

তাঁহারা বাহির হইতেছিলেন, সম্মুখে দেখিলেন—পুলিসের একজন ইন্‌স্পেক্টর—আর দুইজন কনেষ্টবল। পুলিস দেখিয়া নিমেষ মধ্যে মীনা অন্ধকারে দরজার পার্শ্বে লুকাইল। ইন্‌স্পেক্টর ইন্দ্রানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "বীরবিক্রম সাহেব বাড়ীতে আছেন কি?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "না, তিনি বাড়ী নাই। তাঁহাকে কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ওঃ! আপনি ইন্দ্রানন্দ সাহেব—আপনাকে আমি জানি। বীরবিক্রমের নামে একখানা ওয়ারেণ্ট আছে।"

ইন্দ্রানন্দ ভীত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের ওয়ারেণ্ট?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "খুনের—তিনি দয়ামলকে খুন করিয়াছেন। আমরা একবার তাঁহার বাড়ীর ভিতরটা দেখিব।"

ইন্দ্রানন্দ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। নীরবে পুলিস-কর্ম্মচারিদিগের সহিত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

এই সকল ব্যাপারে তাঁহার মস্তিষ্ক এত আলোড়িত হইয়াছিল যে, মীনা লুকাইয়াছে, তখন সে কথা তাঁহার মনেই পড়িল না।

ইন্‌স্পেক্টর সমস্ত বাড়ীটা দেখিয়া বলিলেন, "না তিনি এখানে নাই," বলিয়া তিনি সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বীরবিক্রমের এই ভয়াবহ বিপদের সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রানন্দ নিতান্তই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা কে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দেওয়ায় তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন, দেখিলেন—মীনা। তাহাকে দেখিয়া ইন্দ্রানন্দের সকল কথা মনে পড়িল। তাঁহার বন্ধু যে, এখন ওয়ারেণ্ট অপেক্ষাও অধিকতর বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল।

তিনি বলিলেন, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

মীনা বলিল, "লুকাইয়াছিলাম।"

"কেন?"

"কেন? পুলিস যে!"

ইন্দ্রানন্দের হৃদয় স্পন্দিত হইল। তিনি বলিলেন, "আমাদের অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে—শীঘ্র চল।"

মীনা কোন কথা না কহিয়া ইন্দ্রানন্দের অনুসরণ করিল।

তাঁহারা দ্রুতপদে চলিতেছিলেন। সহসা মীনা বলিল, "এ পথে নয়—হয় ত এদিককার পথে পুলিস আছে। তারা আমাকে দেখিলে ধরিতে পারে—তাহা হইলে পড়োবাড়ীতে ফিরিবার উপায় থাকিবে না।"

ইন্দ্রানন্দ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "আর কোন পথ আছে?"

মীনা বলিল, "আমার সঙ্গে আসুন—আমি যে পথে লইয়া যাইব, সে পথে কেহ নাই।"

বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে চলিলেন। তৎপরে সহসা ইন্দ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মীনা, তুমি পড়োবাড়ীতে এই রকম ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে, দেখে-শুনে আবার সেইখানেই কি থাকবে?"

"না।"

"কোথায় থাক্‌বে?"

"জানি না।"

"সে কি, কোথায় থাক্‌বে জান না?"

"হাঁ, আজ আমি যখন সে বাড়ী ছেড়ে এসেছিলাম, তখন মনে মনে স্থির করেই এসেছিলাম, আর সেখানে ফিরে যাব না।"

"কেন, তোমার দাদিয়া কি তোমায় আর যত্ন করেন না?"

"না, আগে করিতেন, এখন আর নয়। তার পর——"

"তার পর কি মীনা?"

"বলিতে পারি না।"

"আমাকেও না?"

"না।"

আবার উভয়ে নীরবে চলিলেন। তৎপরে ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "কোথায় থাকিবে মীনা?"

মীনা অতি হতাশভাবে বলিল, "যেখানে ভগবান রাখিবেন।"

ইন্দ্রানন্দ আত্মবিস্মৃত হইলেন। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সপ্রেমকণ্ঠে বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে চল না কেন?"

মীনা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তৎপরে ধীরে ধীরে অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপনার বাড়ীতে থাকিলে লোকে বলিবে কি?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "কেন, আমি তোমায় বিবাহ করিব।"

মীনা সবিস্ময়ে ইন্দ্রানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ ঘটনা।

বোধ হয়, এ কথা শুনিবার প্রত্যাশা মীনা কখনও করে নাই; সে কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল। অবশেষে কি ভাবিয়া মৃদুহাস্য করিল।

তাহার হাসি দেখিয়া ইন্দ্রানন্দ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিলেন, "হাসিতেছ কেন? ইহাতে হাসির কথা কি আছে? আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বিবাহ করিব।"

সহসা মীনার মুখ একেবারে ম্লান হইয়া গেল। সে অতি বিষণ্নমুখে—অতি মৃদুস্বরে কহিল, "আপনার মন ভাল—আপনি সংসারের এখনও কিছুই জানেন না—তাহাই এরূপ মনে করিতেছেন। আমি অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছি—এখনও অনেক দুঃখ কষ্ট পাইতেছি—আমি পিতৃমাতৃবিহীনা—অজ্ঞাতকুলশীলা ভিখারিনী, আপনার বাবা আমার সঙ্গে আপনার বিবাহ দিবেন কেন?"

একটা মধুরতর আবেগে ইন্দ্রানন্দের সমগ্র হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। ইন্দ্রানন্দ মীনাকে এরূপভাবে কথা কহিতে কখনও শুনেন নাই। এ বালিকা কি কখন ভদ্রঘরের কন্যা না হইয়া আর কিছু হইতে পারে? তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "সে আমি দেখিব, তোমার কোন আপত্তি আছে কিনা, তাহাই আমাকে বল।"

মীনার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। অন্ধকারে ইন্দ্রানন্দ তাহা দেখিতে পাইলেন না। তবে তাহার বাষ্পকম্পিত গদ্গদস্বরে বুঝিলেন, মীনা

অতি কষ্টে কথা কহিতেছে। মীনা বলিল, "আমায় মাপ করুন। আপনার বন্ধু এখন বিপন্ন—এখন আপনার কি এরূপ কথা কহা উচিত ?"

এই ক্ষুদ্র বালিকার কথায় ইন্দ্রানন্দ নিতান্ত লজ্জা বোধ করিলেন ; তিনি যে নিতান্তই অপদার্থ ও নরাধম, তাহা এই বালিকার কথায় তাঁহার বিশেষ উপলব্ধি হইল। তিনি নীরবে মীনার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

উভয়ে কেহই কাহারও সহিত আর কথা কহিল না। ইন্দ্রানন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মীনার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সহসা মীনা একস্থানে দাঁড়াইল। চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে পথ ঠিক করিয়া লইয়া কহিল, "এইদিকে আসুন।"

ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, তিনি হ্রদের তীরে আসিয়াছেন। মীনা জলের দিকে অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে।

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। একান্ত নির্জ্জনতায় প্রকৃতি গম্ভীরা। কোন দিকে কিছুই দেখা যায় না। তাঁহারা যেখানে আসিয়াছেন, সেদিকে রাত্রে—রাত্রে কেন ?—দিনে কখনও লোক চলে না।

মীনা কাহাকে "মনিয়া মনিয়া" বলিয়া খুব উচ্চকণ্ঠে ডাকিল ; স্বর বহুদূরে গেল, কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। তখন সে ইন্দ্রানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এদিকে আমাদের পিছনে পুলিস আসিতে পারিবে না। আমরা এখান হইতে নৌকায় যাইব, তাহা হইলে কেহই আমাদের সঙ্গ নিতে পারিবে না। আর নৌকায় গেলে আমরা শীঘ্র যাইতেও পারিব।"

সত্যকথা বলিতে কি, ইন্দ্রানন্দের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতেছিল। ভয়ও যে হইতেছিল না—তাহাও নহে। তবে তিনি প্রাণ থাকিতে মীনাকে কখনও অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

ইন্দ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনিয়া কে ?"

মীনা বলিল, "যে ছেলেটীকে আপনি সেদিন নৌকায় দেখিয়াছিলেন। সে-ও আমাদের মত বড় গরীব—আমাকে বড় ভালবাসে।"

"সে নৌকায় আছে ?"

"না, নৌকা রেখে কোথায় গিয়াছে—সে ত এমন কখনও করে না। নৌকাই তার ঘর-বাড়ী—নৌকা ভাড়া দিয়া কিছু কিছু রোজ পায়।"

"তবে উপায় ?"

"সে এইখানেই কোনখানে আছে।"

মীনা এবার স্বর আরও উচ্চে তুলিয়া "মনিয়া মনিয়া" বলিয়া ডাকিল; এবারও কেহ উত্তর দিল না।

তখন ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "সে নাই, তাহা হইলে কি হবে ?"

মীনা বলিল, "তার নৌকা এখানে আছে—সে নিশ্চয়ই এইখানে কোথায় গিয়াছে। সে না থাকে, না থাক, আমি নৌকা লইয়া যাইব—আমার এ অভ্যাস খুব আছে—আসুন।"

ক্ষুদ্র নৌকা সেইখানে বাঁধা ছিল। মীনা নৌকা খুলিয়া দুই হাতে নৌকা চাপিয়া ধরিয়া ইন্দ্রানন্দকে বলিলেন, "উঠুন।"

ইন্দ্রানন্দ নীরবে উঠিলেন। ভাল মন্দ বিচারের সময় তখন তাঁহার একেবারেই ছিল না।

অন্ধকারে মীনা নৌকা বাহিয়া চলিল। তখন প্রায়ই নৌকা চলাচল বন্ধ হইয়াছিল—বোধ হইতেছিল, যেন দূরে দূরে দুই-একখানি নৌকা যাইতেছে।

নীরবে মীনা নৌকা বাহিয়া চলিতেছিল—ক্রমে তাহার নৌকা দেওপাড়া ঘাটের নিকটস্থ হইল। অন্ধকারে সেই পড়োবাড়ীটা বিকটাকার দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে।

সে এতক্ষণ পরে কথা কহিল। বলিল, "আমরা সেই ব্যাড়ীর কাছে এসেছি—এইখান দিয়ে এ বাড়ীর থেকে একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে—ওটা সময়ে সময়ে জলে ডুবে যায়, ঐখান দিয়ে তারা দয়ামলকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল।"

ইন্দ্রানন্দ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—কোন কথা কহিলেন না।

হঠাৎ মীনা বলিয়া উঠিল, "এ কি?" তৎপরে সে বিস্ফারিতনয়নে জলের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রানন্দ ভীত হইয়া বলিলেন, "কি! কি!"

মীনা কম্পিত, অস্ফুটস্বরে বলিল, "দেখুন—দেখুন কে?"

ইন্দ্রানন্দ স্পন্দিতহৃদয়ে জলের দিকে চাহিলেন। তিনি অন্ধকার-সত্ত্বেও স্পষ্ট দেখিলেন যে, জলে একটা মনুষ্য-দেহ ভাসিতেছে।

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাত্যাবিতাড়িত বংশপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি নিঃসংজ্ঞের ন্যায় সেই দেহের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মীনা নৌকা বাহিয়া সেই ভাসমান মনুষ্য-দেহের অতি সন্নিকটে আনিল। বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ কে!"

ইন্দ্রানন্দ সাহসে ভর করিয়া দুইহাতে টানিয়া দেহটা নৌকার নিকটে আনিলেন; এবং তৎপরে তাহার মস্তক জল হইতে উপরে তুলিলেন।

তখনই তাঁহার কণ্ঠ হইতে এক বিকট শব্দ নির্গত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান, কি ভয়ানক—এ যে আমাদেরই বীরবিক্রম!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অসহায়।

এইবার বীরবিক্রমের কথা বলিব।

যে কারণেই হউক, বীরবিক্রমের ইন্দ্রানন্দকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি ফিরিয়া আসিবেন বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁহার ছিল না।

তিনি দ্রুতপদে অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে পড়োবাড়ীর দিকে আসিতেছিলেন। পাছে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় বা তাঁহার অনুসরণ করে, ভয়ে তিনি মধ্যে মধ্যে চারিদিক চাহিতেছিলেন।

তিনি অবশেষে পড়োবাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কোথায় কেহ নাই। পুলিসের লোক আর এ বাড়ীর পাহারায় নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল, যখন এখানকার বদমাইসগণ পুলিসের ভয়ে পলাইয়াছে, তখন আর শীঘ্র ফিরিবে না।

তাহাদের অপেক্ষা দাদিয়া যে সহস্রগুণ অধিক চালাক ছিল, তাহা তাহাদের জ্ঞান ছিল না। দাদিয়া জানিত, দয়ামলের খুঁনের পর এই বাড়ীর উপর পুলিসের দৃষ্টি পড়িবে, তাহাই সে মীনাকে লইয়া এখান হইতে সরিয়া গিয়াছিল।

তাহার পর সে পুলিসকে বেশ জানিত। সে নিশ্চয় জানিত, পুলিস একবার এ বাড়ী দেখিয়া-শুনিয়া গেলে আর আসিবে না। তাহাই সে নিশ্চিন্তমনে আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

বীরবিক্রম দ্বারের নিকট কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। কেহ দ্বার খুলিতে আসিল না।

তিনি আবার পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ভিতরে কাহার পদশব্দ শুনিলেন; অগৌণে দ্বারের ছিদ্র দিয়া আলো দেখা দিল। তিনি বুঝিলেন, কে দ্বার খুলিতে আসিতেছে।

দাদিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বীরবিক্রম গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন বৃদ্ধা আবার অতি সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিল। বীরবিক্রমকে বিরক্তভাবে চারিদিকে চাহিতে দেখিয়া সে বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "এখানে তোমার জন্য কৌচ, টেবিল ভাল ভাল আস্‌বাব আছে কিনা তাই দেখ্‌ছ ?"

বীরবিক্রম আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "না, তাহা দেখিতেছি না।"

বৃদ্ধা আবার হাসিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বীরবিক্রম তাহার দিকে না চাহিয়া বলিলেন, "আজ আমি এসেছি কেন জান ?"

বৃদ্ধা আবার সেইরূপ বিকট হাস্য করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্যের জন্য এসেছ। আমাকে কৃতজ্ঞতা দেখাতে এসেছ।"

বীরবিক্রম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বাজে কথায় কাজ নাই—তুমি আমাকে একটা কথা বল্‌বার জন্য একটী মেয়েকে পাঠাইয়াছিলে ?"

"হাঁ।"

"তুমি একজনকে পুলিসের হাত থেকে ছাড়িয়ে আন্‌তে বলেছ ? তুমি কি মনে কর যে, তোমার যত বদমাইসকে আমি পুলিসের হাত থেকে উদ্ধার করিব ?"

বৃদ্ধার চক্ষু যেন আরও জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "হাঁ, তাই আমার ইচ্ছা।"

বীরবিক্রম ক্রোধে বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা হতে পারে—আমার নয়। আমি তোমার অনেক কথা—সব কথা শুনেছি—আর শুন্‌তে পারি না।"

বৃদ্ধা বহুক্ষণ ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনীর ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "জান, এখানে কে এসেছিল? একজন স্ত্রীলোক তোমার সন্ধানে এখানে এসেছিল—কোনদিন না কোনদিন সে তোমাকে——"

বীরবিক্রম বাধা দিয়া বলিলেন, "সে কে?"

"আর কে—দয়ামলের স্ত্রী।"

এই সংবাদে বীরবিক্রম যে বিশেষ বিচলিত হইলেন, তাহা চেষ্টা-সত্ত্বেও তিনি গোপন করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "সে বেচারীর জন্যে আমি অতিশয় দুঃখিত আছি। আমার যা সাধ্য, তার উপকার করিবার চেষ্টা পাইতেছি। আমি তাকে টাকা পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছি।"

বৃদ্ধা বিকট শব্দ করিয়া উঠিল। বিকট শব্দে বলিল, "আরে বোকা, তোর সে সর্ব্বনাশ করেছিল, তা বুঝ্‌তে পারিস নাই?"

বীরবিক্রম বৃদ্ধার ভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কেন, কি হয়েছে?"

বৃদ্ধা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "কেন, কি হয়েছে—বুঝিতে পারিতেছ না যে, সে তোকেই সন্দেহ করিবে?"

"টাকা আমি বেনামী করিয়া পাঠাইয়াছি।"

"বেনামী করে পাঠিয়েছ?" বৃদ্ধা বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। সহসা ক্রোধে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

বীরবিক্রমও কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, "যদিই বা সে জান্‌তে পারে যে, আমি টাকা পাঠিয়েছি, তাহাতেই বা আমার ভয় কি? তুমি ভুগিবে, না আমি?"

বৃদ্ধা পেচকের মত কর্কশকণ্ঠে বলিল, "তুই—তুই—তুই—আমি নয়। তুই ফাঁসী যাবি, আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না। আমি যেমন এই গর্ত্তে আছি—তেমনই মাটীর ভিতর মিশিয়ে যাব—কেউ খুঁজে পাবে না—খুঁজ্‌বেও না।"

বৃদ্ধার এইরূপ কঠোরবাক্যে বীরবিক্রমের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। রুদ্ধরোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া তিনি বলিলেন, "আমার ফাসী হয়, তাতে তোমার কি আনন্দ হবে?"

বৃদ্ধা বিকট হাস্য করিল। সে সময়ে বৃদ্ধাকে যে দেখিত, সেই বলিত যে, বৃদ্ধা পাগল—ভয়াবহ পাগল। এ অবস্থায় সে সবই করিতে পারে। বোধ হয়, বীরবিক্রমের মনেও তাহাই হইল। তিনি সভয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃদ্ধা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। বীরবিক্রম আপনা-আপনিই দুই-চারিপদ পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন।

বৃদ্ধা তাঁহার হাত ধরিতে যাইতেছিল। তিনি আরও অনেকখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাক্ষসী না উন্মাদিনী?

বৃদ্ধা বলিল, "আমার কাছ থেকে সরিয়া যাও কেন? আমাকে ছাড়িয়া যাইতে এত ইচ্ছা কেন? এতেই আমি পাগলের মত হই। কেন আমার সঙ্গে তুমি এ দেশ থেকে চলে যেতে চাও না?"

বীরবিক্রম বলিলেন, "আমি কি কখনও যাব বলিয়াছি? আমি তা কিছুতেই পারিব না।"

বৃদ্ধা আবার সেইরূপ বিকট হাস্যের সহিত বলিল, "কেন, কেন?"

বীরবিক্রম বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর দিলেন না।

বৃদ্ধা পুনরপি ভয়ানক হাসি হাসিয়া বলিল, "সব জানি—সব জানি—গুণারাজের মেয়ে দরিয়াকে ছেড়ে যেতে চাও না—হা—হা——"

বৃদ্ধার কথায় বীরবিক্রম শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি দরিয়ার জন্য অতিশয় ভীত হইলেন। এই বৃদ্ধা কিরূপে দরিয়ার কথা জানিল? সে সব করিতে পারে—তিনি তাহার কথায় স্পষ্টই বুঝিলেন যে, দরিয়ার উপরেও ইহার ভয়ানক রাগ। দরিয়াকে কে গুলি করিয়াছিল জানিতে পারিলে, তিনি এখন কি ভাবিতেন, বলা যায় না। যাহা হউক, তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া কথা ফিরাইয়া লইবার জন্য বলিলেন, "যে মেয়েটীকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে, সে কে?"

বৃদ্ধা উপেক্ষাভরে কহিল, "সে কথা না-ই শুন্‌লে, শুনে লাভ? সে এখানে থাকে—তাকে আমরা মীনা বলে ডাকি।"

"সে কার মেয়ে ?"

"তাহাতেই বা তোমার দরকার কি ?"

"দরকার আছে—আমি জানিতে চাই, সে কে।"

"তবে শোন—তোমার বোন।"

বীরবিক্রম ভাবিলেন, এই উন্মত্তা স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত উপহাস করিতেছে। তিনি বিস্মিতভাবে বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধা তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা নয়—সত্য। সব কথা পরে বলিব।"

"কই, এখানে আমি পূর্ব্বে এই মেয়েটীকে দেখি নাই।"

"আমি দেখিতে দিই নাই।"

"কেন ?"

"সে আমার ইচ্ছা।"

"তাকে কি এমন করে এখানে রাখা উচিত ?"

বৃদ্ধা আবার হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই ত, বোনের উপর যে ভারি মায়া, দেখ্‌ছি। ভয় নাই, সে আর আস্‌বে না—তাকে আমি দূর করে দিয়েছি।"

"কোথায় ?"

"জাহান্নমে।"

"কাজটা কি ভাল হয়েছে ?"

"ভাল কি মন্দ, সে আমি বুঝি।"

বীরবিক্রম অতিশয় রাগত হইলেন। বলিলেন, "আর কোন কথা আছে ? আমি এখানে সমস্ত রাত্রি থাকিতে পারি না।"

বৃদ্ধার চক্ষু অধিকতর জ্বলিল। সে বলিল, "আছে—আর একটু আছে; এই দিকে এস, একটা জিনিষ তোমাকে দেখাই।"

বীরবিক্রমের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, হয় ত আর একটা খুন হইয়াছে। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আমি কিছু দেখিতে চাই না।"

"ভয় নাই—ভয় নাই," বলিয়া বৃদ্ধা বীরবিক্রমের হাত ধরিল। তাহার স্পর্শে বীরবিক্রমের সর্ব্বশরীর যেন জড়তা প্রাপ্ত হইল। বৃদ্ধা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল—তিনি নীরবে চলিলেন।

বৃদ্ধা তাঁহাকে একটা ঘরের মধ্যে আনিয়া তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিল। এবং তৎক্ষণাৎ—বীরবিক্রমকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর না দিয়া, বৃদ্ধা সেই গৃহের দরজায় চাবী বন্ধ করিয়া দিয়া চাবী নিজের বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল।

বীরবিক্রম বন্দী হইলেন, সেই ঘরের ভিতরে আবদ্ধ হইয়া বীরবিক্রমের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। এই সেই ঘর—এই ঘরে দয়ামল একদিন রাত্রে ছিল। তিনি ব্যাকুলভাবে বৃদ্ধার দিকে চাহিলেন।

বৃদ্ধা বিকট হাস্য করিল। তাহার চক্ষু অন্ধকারে নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। সে বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "এ ঘরের কথা মনে পড়ে—সেই দয়ামল—মনে পড়ে তার কথা? তাকে এরই নীচে রেখে দিয়েছি।"

বীরবিক্রমের সর্ব্বশরীরের রক্ত যেন এক পলকে জল হইয়া গেল। তিনি কম্পিতস্বরে কহিলেন, "তাহাকে জলে পাওয়া গিয়াছিল।"

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া কহিল, "পথ আছে।"

বীরবিক্রমের বড় ভয় হইল; তিনি সবেগে ছুটিয়া গিয়া দ্বারে পদাঘাত করিলেন। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি তাড়কারাক্ষসীর ন্যায় বীরবিক্রমকে আক্রমণ করিল; এবং প্রচণ্ডবেগে একটা ধাক্কা দিয়া ঘরের মাঝখানে ঠেলিয়া দিল। তিনি গৃহের মধ্যস্থলে গিয়া ভূপতিত হইলেন।

বীরবিক্রম তৎক্ষণাৎ উঠিবার প্রয়াস পাইলেন ; কিন্তু উঠিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পায়ের নীচে হইতে ঘরের মেজেটা সরিয়া গেল। তিনি নীচে পড়িয়া গেলেন—যেখানে পড়িলেন, সেখানে গভীর জল। তিনি আত্ম-রক্ষার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উপর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধা গহ্বরের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। এবং উল্কাপিণ্ডের ন্যায় তাহার চোখদুটা ভীষণভাবে জ্বলিতেছে—কি ভয়ানক! তাহার মুখ দেখিয়া বীরবিক্রমের ভয় হইল। কিন্তু তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিলেন না যে, বৃদ্ধা তাঁহাকে সত্য-সত্যই এরূপভাবে জলে ডুবাইবে। তিনি বৃদ্ধাকে বলিলেন, "সব সময়েই উপহাস; দেখ না, আমি আর জলের উপর থাকতে পারছি না।"

বৃদ্ধা কেবল উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তখন তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া যথার্থই বীরবিক্রম অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি উপরে উঠিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন—কিছুতেই উপরে উঠিতে সক্ষম হইলেন না।

বৃদ্ধা ক্ষিপ্তা বাঘিনীর ন্যায় একদৃষ্টে জলে, অন্ধকারে, গহ্বরে বীরবিক্রমের এই ঘোর জীবন-যুদ্ধ দেখিতেছিল—এবং একটা ভীতিপ্রদ বিভীষিকা তাহার মুখে বিকীর্ণ হইতেছিল। ভয়ে, ঘৃণায় বীরবিক্রম মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন। তিনি যখন বুঝিলেন যে, বৃদ্ধা যথার্থই তাঁহাকে খুন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে, তখন তিনি দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া উপরে উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন—তিনি লম্ফ দিয়া মেজের একখানা তক্তা এক হস্তে ধরিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে বৃদ্ধা রাক্ষসীর ন্যায় কুৎসিত মুখভঙ্গী করিয়া তাঁহার মস্তকে এক ঘা লাঠী বসাইয়া দিল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন—তাঁহার কানে বৃদ্ধার বিকট হাস্য একবারমাত্র ধ্বনিত হইল। তখনই তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শুশ্রূষা।

মীনা মিথ্যা বলে নাই। এই বাড়ীর ভিতর একটা ঘরের নীচে হইতে একটা সুড়ঙ্গ ছিল। ঐ সুড়ঙ্গ হ্রদের সহিত মিলিত ছিল; কাহাকে ঐ ঘরের ভিতরস্থ গর্ত্তে ফেলিতে পারিলে, তাহার আর রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না।

গর্ত্তের মুখ সুকৌশলে তক্তা দিয়া ঢাকা থাকিত। উহা এমন সুকৌশলে স্থাপিত ছিল যে, মেজের একস্থান সবলে টিপিলে তৎক্ষণাৎ গর্ত্তের মুখের তক্তা সরিয়া যাইত—যে সেখানে সেই সময়ে দাঁড়াইয়া থাকিত, সে-ই গর্ত্তের ভিতরে পড়িত। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে গর্ত্তের মুখ বন্ধ করা যাইতে পারিত; সুতরাং একবার ইহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলে, কাহারই এই গর্ত্তের ভিতর বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না।

বৃদ্ধা এই গর্ত্তের মধ্যেই দয়ামলের মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়াছিল। সেই মৃতদেহ ভাসিতে ভাসিতে শেষে হ্রদের জলে গিয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা একদিন ইন্দ্রানন্দকেও এই গর্ত্তে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেইদিন মীনা তাঁহাকে রক্ষা না করিলে তাঁহার কোন মতেই রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না।

অদ্য বৃদ্ধা বীরবিক্রমকে তাহাই করিল। বীরবিক্রমকে গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দিল। তিনি ভাসিতে ভাসিতে হ্রদে গিয়া পড়িলেন।

পরে মীনা ও ইন্দ্রানন্দ সংজ্ঞাহীন বীরবিক্রমকে হ্রদের জলে ভাসিতে দেখিলেন। দেখিয়া ইন্দ্রানন্দ নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

মীনা বলিল, "ছাড়িবেন না, ধরে থাকুন। আমি নৌকা তীরে লাগাই। আপনি একলা ওঁকে নৌকায় তুল্‌তে পার্‌বেন না—টানিবেন না—ও রকম কর্‌লে নৌকাখানা যে উল্টাইয়া যাইবে।"

ইন্দ্রানন্দ ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "যদি বেঁচে থাকে—যদি বেঁচে থাকে—তা'হলে আর জলে থাক্‌লে বাঁচ্‌বে না।"

মীনা গম্ভীরমুখে বলিল, "আমার কথা আপনি না শুন্‌লে, ওঁর বাঁচ্‌বার কোন আশা থাক্‌বে না।"

ইন্দ্রানন্দ হতাশ হইয়া বলিলেন, "তুমি যা বল্‌বে তাহাই করিব।"

মীনা কহিল, "খুব জোর করে ধরে থাকুন—কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমি নৌকা তীরে লাগাই।"

ইন্দ্রানন্দ নীরবে সবলে বীরবিক্রমের দেহ ধরিয়া রহিলেন। নৌকা তীরে লাগিল।

এই সময়ে পথ দিয়া অন্ধকারে কাহাকে যাইতে দেখিয়া মীনা ডাকিল, "মনিয়া—তুমি?"

যাহাকে ডাকিল, সে বলিল, "কে আমায় ডাকে?"

"আমি মীনা।"

"মীনা! এত রাত্রে তুমি এখানে?"

"শীঘ্র এ দিকে এস।"

মনিয়া ছুটিয়া নিকটে আসিল। ইন্দ্রানন্দ কি অন্ধকারে ধরিয়া আছেন, দেখিতে না পাইয়া বলিল, "ও কি?"

মীনা বলিল, "একজন লোক জলে ডুবেছেন—ধর, এঁকে তীরে তুলিতে হইবে।"

মীনার হুকুম মনিয়ার নিকট বেদবাক্য ছিল। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া একহাঁটু জলে নামিয়া বীরবিক্রমের দুই পা ধরিল। তখন তাহারা তিনজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তীরে তুলিল। মীনা বলিল, "চল।"

তিনজনে সেই দেহ লইয়া চলিলেন। ইন্দ্রানন্দের এতক্ষণ বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে, মীনা সেই পড়োবাড়ীর দিকে যাইতেছে, তখন তিনি আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "ও বাড়ীতে তাহারা সব আছে।"

মীনা কহিল, "কেউ নাই, দাদিয়া এ কাণ্ড করে এখানে এক মুহূর্ত্তও নাই—তখনই এখান থেকে চলে গেছে। বাড়ীতে কেউ নাই—এস।"

ইন্দ্রানন্দ আর কথা কহিলেন না। তিনজনে নীরবে বীরবিক্রমকে পড়োবাড়ীর ভিতরে লইয়া আসিলেন।

মীনা ছুটিয়া কোথায় চলিয়া গেল। দুই মিনিটের মধ্যে একটা বালিশ ও কয়েকখানা কম্বল লইয়া ফিরিয়া আসিল। একটা বাতী জ্বালিয়া একপাসে রাখিল। মনিয়াকে কহিল, "এই সব কাঠের কুচো দিয়া শীঘ্র একটু আগুন কর।"

মনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইল। মীনা কম্বল পাতিয়া একটা বিছানা করিল। তৎপরে ইন্দ্রানন্দকে বলিল, "ধরুন, ইঁহাকে এই বিছানায় শোয়াইতে হইবে।"

এই ক্ষুদ্র বালিকার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং উৎসাহ দেখিয়া ইন্দ্রানন্দ নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। তাঁহার কিছু করিবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পাইয়াছিল—মীনাকে দেখিয়া তাঁহারও হৃদয়ে ক্রমে শক্তিসঞ্চার হইতে লাগিল।

মীনা বীরবিক্রমের বস্ত্রাদি খুলিয়া দিয়া শুষ্ক কম্বলে তাঁহার গাত্র মুছাইয়া দিল। তৎপরে বলিল, "মনিয়া, তুমি ইঁহার দুই পায়ে খুব গরম শেক দাও।" বলিয়া ইন্দ্রানন্দকে বলিল, "আপনি ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে নিজের হাত দিয়া খুব রগড়াইতে থাকুন।"

মীনা যেরূপ আদেশ করিল, তাঁহারা উভয়ে সেইরূপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে মীনা যাহাতে বীরবিক্রমের শীঘ্র নিশ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হয়, সেজন্য দুই হাতে তাঁহার দুই হাত ধরিয়া একবার তাঁহার মস্তকের উপর এবং আবার তাঁহার পার্শ্বে রাখিতে লাগিল। মীনা নিজের নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ক্রমান্বয়ে এইরূপ করিতে লাগিল।

মীনার মুখ লাল হইয়া উঠিল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীরাও বোধ হয়, এরূপ করিতে পারিত না। মীনা ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, ইন্দ্রানন্দ ব্যাকুলস্বরে বলিলেন, "আমাকে দাও, আমি ঐ রকম করিতেছি।"

মীনা নিজ ওষ্ঠে ওষ্ঠ পেষিত করিয়া বলিল, "না, আপনাকে যা বলিয়াছি, তাহাই করুন।"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা মীনা দম না ফেলিয়া বীরবিক্রমের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যাহাতে পড়ে, তাহাই করিতে লাগিল। সহসা সে আনন্দপূর্ণস্বরে বলিল, "বাঁচিয়া আছেন—ভয় নাই।"

ইন্দ্রানন্দ আনন্দে লম্ফ দিয়া উঠিলেন। কিন্তু মীনা এমনই ক্রুদ্ধ ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল যে, তিনি ভয়ে বসিয়া পড়িয়া আবার সবলে বীরবিক্রমের অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আশার সঞ্চার।

বীরবিক্রমের নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, দেখিয়াই মীনা বলিয়া উঠিয়াছিল, "ভয় নাই—বেঁচে আছেন।" কিন্তু তখনও সে সেইরূপভাবে তাঁহার দুই হাত উপর-নীচে করিতেছিল।

ইন্দ্রানন্দ নীরবে থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আমি একজন ডাক্তার ডেকে আনিব?"

মীনা বলিল, "ডাক্তার ইহার বেশী আর কি করিবেন? তবে এখানে ইঁহাকে কিছুতেই রাখিতে পারা যায় না—ডাক্তার আসিয়া এখন কিছুই করিতে পারিবে না। আর মাথার আঘাতও তেমন গুরুতর বলিয়া বোধ হইতেছে না।"

ইন্দ্রানন্দ বিস্মিত হইয়া, বলিয়া উঠিলেন, "মাথায় আঘাত!"

মীনা বলিল, "হাঁ, এইজন্য ইনি এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন। ঐ আঘাতে অজ্ঞান না হইলে জল খেয়ে ডুবিয়া যাইতেন। আপনি গা-ঘসা বন্ধ করিবেন না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে বীরবিক্রম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; তৎপরে তিনি তাঁহার চক্ষু অৰ্দ্ধ নিমীলিত করিলেন। দেখিয়া মহানন্দে ইন্দ্রানন্দ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। মীনার কৃষ্ণতড়াগতুল্য চক্ষুদুটীও জলে একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল। ইন্দ্রানন্দ গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "মীনা, তুমিই ইঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছ।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে বীরবিক্রম চক্ষু বিস্তৃত করিয়া চাহিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হয় নাই—তিনি মৃদু হাস্য করিবার চেষ্টা পাইলেন; অবশেষে যেন কাহার কথা শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিলেন।

মীনা ইন্দ্রানন্দের কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "এঁকে এখান থেকে যত শীঘ্র হয়, নিয়ে যেতেই হবে।"

ইন্দ্রানন্দ ব্যাকুলস্বরে বলিলেন, "আমি এ অবস্থায় কোথায় নিয়ে যাই—কেমন করে নিয়ে যাই?"

মীনা বলিল, "এখন এঁকে এঁর বাড়ী নিয়ে যেতে পারা যায় না—সেখানে পুলিস এসেছিল—আবার আস্‌বে।"

"তবে কোথায় আমি ইহাকে লইয়া যাই?"

"আপনাদের বাড়ীতে নিয়ে যান।"

"সেখানেও ত পুলিস যেতে পারে?"

"যাতে ইনি সেখানে আছেন, তা পুলিস না জান্‌তে পারে, তাই কর্‌তে হবে।"

"কেমন করে এঁকে এ অবস্থায় এতদূর নিয়ে যাব?"

"মনিয়া যেমন করে হয়, একটা ডাণ্ডি যোগাড় করে আন্‌বে।"

মীনা তৎক্ষণাৎ মনিয়াকে ডাণ্ডির সন্ধানে যাইতে আদেশ করিল। আদেশ পাইয়া মনিয়াও তীরবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই সময়ে বীরবিক্রম পাশ ফিরিলেন। তাঁহার নিশ্বাস এখন স্বাভাবিক ভাবে পড়িতে আরম্ভ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

মীনা তাঁহার নিকট মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আপনি ভাল বোধ কর্‌ছেন?"

বীরবিক্রম ধীরে ধীরে বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু আমি—আমার কিছু মনে পড়্‌ছে না।"

একদিন ইন্দ্রানন্দ মীনার জন্য যে ব্রাণ্ডী আনিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপই ছিল। মীনা সত্বর ছুটিয়া গিয়া ব্রাণ্ডীটুকু লইয়া আসিল। বলিল, "আপনি একটু ইহা খান দেখি।"

বীরবিক্রম পান করিলেন। তৎপরে কিয়ৎক্ষণ মীনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি কোথায় যেন তোমায় দেখিয়াছি—আর—আর যেন কোন চেনা লোকের কথা শুনিতে পাইলাম।"

সহসা বীরবিক্রমের সকল কথা মনে পড়িল। তাঁহার মুখ বিভীষিকায় বিকৃত হইল—তিনি ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন; অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, "তিনি কোথায়—তিনি কোথায়?"

মীনা বলিল, "এই আপনার বন্ধু ইন্দ্রানন্দ এখানেই আছেন। তিনি আপনাকে লইয়া যাইবেন।"

ইন্দ্রানন্দ নিকটস্থ হইয়া সজলনয়নে গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, এই যে আমি আছি।"

বীরবিক্রম বলিলেন, "তুমি—তুমি—এখানে?"

ইন্দ্রানন্দ সোৎসাহে বলিলেন, "আমি এখনই তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব, আমরা ডাণ্ডি আন্‌তে লোক পাঠিয়েছি।"

বীরবিক্রম কোন কথা কহিলেন না। চক্ষু মুদিত করিলেন।

এই সময়ে মনিয়া ডাণ্ডি লইয়া আসিল। তাঁহারা সকলে ধরাধরি করিয়া বীরবিক্রমকে ডাণ্ডিতে শোয়াইয়া দিলেন।

তখন বীরবিক্রম চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। ব্যাকুলভাবে মীনার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এস।"

ডাণ্ডিওয়ালা ডাণ্ডি তুলিল। তখন ইন্দ্রানন্দ মীনার নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন। বলিলেন, "এস।"

মীনা অন্যমনস্কভাবে বলিল, "আমি আপনাদের বাড়ী ?— না।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "কোথায় যাইবে? আমি তোমাকে কিছুতেই এখানে থাকিতে দিব না।"

মীনা আবার বলিল, "না।"

ইন্দ্রানন্দ তাহার হাত ধরিয়া অতি কাতরভাবে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "বীরবিক্রম এখনও ভাল হয় নাই; যদি পথে তাঁর অসুখ বাড়ে, আমি কি করিব—আমার মাথার ঠিক নাই। তুমি না থাকিলে আমি তাঁকে বাঁচাইতে পারিব না।"

মীনা কোন কথা না কহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ডাণ্ডিওয়ালাগণ তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রানন্দ পুনরপি কাতরভাবে বলিলেন, "তুমি এঁর প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, এখন কি ইঁহাকে পথে মারিতে বল। অন্ততঃ একে আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দাও—তার পর যাহা হয় করিয়ো।"

মীনা কোন কথা কহিল না। চলিল—ডাণ্ডির পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। অতিশয় আনন্দিত হৃদয়ে ইন্দ্রানন্দ তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিলেন। মীনাকে কোন কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না।

তখন সেই অন্ধকার রাত্রে—ইন্দ্রানন্দ, মীনা আর বীরবিক্রমকে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পথিমধ্যে।

বহুক্ষণ ইন্দ্রানন্দ নীরবে চলিলেন। মীনাও একটা কথা কহিল না।

ক্রমে এইরূপে নীরবে যাওয়া ইন্দ্রানন্দের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি মীনাকে কহিলেন, "তুমি কি মনে কর?"

মীনা কহিল, "কি বিষয়ে?"

"এই বীরবিক্রমকে কে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল?"

"ইনি ভাল হউন—ইনিই নিজে বলিবেন।"

"কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, এ তোমার ঐ পিশাচী দাদিয়ার কাজ।"

"আপনার ভুল—দাদিয়া কিছুই করে নাই।"

"কেন?"

"যতদিন বীরবিক্রম আসেন নাই, ততদিন দাদিয়া বড় ভাল ছিল, আমাকে ভারি যত্ন করিত—আমাকে খুব ভালবাসিত। বীরবিক্রম আসা পর্য্যন্ত, বিশেষ সেইদিন—যেদিন তিনি তাকে মেরে ফেলেন——"

"না—না—তিনি কখনও একাজ করিতে পারেন না।"

"সব শুনুন।"

"বল।"

"সেইদিন হইতে দাদিয়া যেন আর একজন মানুষ হল—বোধ হয়, সেইদিন থেকে দাদিয়া ক্ষেপে গিয়েছিল। কিন্তু আমি আর একটা বিষয় জান্‌তে পেরেছিলাম।"

"কি ?"

"অনেক রাত্রে কে একজন লোক দাদিয়ার কাছে আস্‌ত—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে কেমন করে বাড়ীর ভিতর আস্‌ত তা বলা যায় না। আমি দুদিন তাকে দেখেছিলাম, তার পরে সে কে—কেমন করে বাড়ীর ভিতর আসিল, দেখিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—সব দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল।"

"হয় ত দড়ী বহিয়া জানালা দিয়ে আসিত।"

"কিন্তু সে যখন আস্‌ত, তখন দাদিয়াকে আর দেখ্‌তে পেতাম না। আমি লুকাইয়া দাদিয়াকে কত খুঁজেছি, কিন্তু দেখিতে পাই নাই।"

"তুমি সেই লোকটার মুখ দেখিয়াছিলে ?"

"হাঁ, তবে ভাল করে মুখ দেখ্‌তে পাই না—তবে মনে হয়েছে যে, তিনি——"

"কে তিনি ?"

"তিনি—তিনি তোমার বন্ধু বীরবিক্রম।"

"বীরবিক্রম কেন লুকিয়ে রাত্রে এখানে আসিবেন ?"

"আজ তিনি এসেছিলেন কেন ? আগেও অনেকবার এসেছেন।"

"রাত্রে যে লোকটা লুকিয়ে আস্‌ত, সে আর কেউ হতে পারে।"

"আমি একদিন তার মুখ দেখেছিলাম।"

"তাহার মুখ কি ঠিক বীরবিক্রমের মত ?"

"ঠিক বলিতে পারি না, তবে ঐ রকম মনে হয়েছিল। তবে একটা কথা হইতেছে যে, তাহার বয়স ইঁহার অপেক্ষা যেন অনেক বেশী।"

ইন্দ্রানন্দ কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে রহিলেন। মীনা তাহার স্বর অতি মৃদু করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "সে যে-ই হোক, সে-ই তাকে মেরে ফেলেছিল—আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম।"

ইন্দ্রানন্দ সোৎসাহে বলিলেন, "সে বীরবিক্রম না হইতেও পারে।"

মীনা কেবল বলিল, "তা হতে পারে।"

আবার উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে চলিল। এবার মীনা প্রথমে কথা কহিল। বলিল, "আমি আপনাদের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত যাইব—বাড়ীর ভিতরে যাইব না।"

ইন্দ্রানন্দ দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কেন মীনা?"

মীনা অতি বিষণ্ণমুখে বলিল, "আমার বয়স কম বটে, কিন্তু আমি অনেক দেখেছি, অনেক ভুগেছি—আপনার বাড়ীতে আমার থাকা উচিত নয়।"

"কেন মীনা?"

"আপনি কি তা বুঝিতে পারিতেছেন না?"

"কি মীনা, আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি প্রাণ থাকিতে তোমায় কোথায়ও যাইতে দিব না।"

মীনা দাঁড়াইল। বিস্ফারিতনয়নে ইন্দ্রানন্দের দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "আমরা দুইজনে একসঙ্গে থাকিলে দুইজনেই চির-জীবনের জন্য দুঃখী হইব। আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই, আপনি বড়লোক—আমি গরীব—আমার মা বাপ কে, তাহাও আমি জানি না।"

ইন্দ্রানন্দ মীনার হাত ধরিলেন। উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন, "বল, তুমি আমায় একটু ভালবাস, আমি জগত-সংসার কাহাকেও গ্রাহ্য করিব না, আমি তোমায় বিবাহ করিব। না হয়, তোমায় লইয়া লোকালয় ছাড়িয়া জঙ্গলে থাকিব।"

মীনা ম্লানমধুর হাসি হাসিল। ইন্দ্রানন্দ কি করিবেন, মীনা তা বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রানন্দ তাহার ওষ্ঠে, গণ্ডে, কপালে চিবুকে

শত শত চুম্বন করিলেন। মীনার মুখ লাল হইয়া উঠিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেপমান হইয়া উঠিল; সে নিজেকে সংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মীনা ক্রুদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া ইন্দ্রানন্দ ভীত হইলেন। কিন্তু মীনা কোন কথা কহিল না—লজ্জিতভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল। তখন তাহার বড় বড় নয়নপল্লব দুটী অশ্রুপ্লাবিত হইয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মীনা অশ্রুস্নাত চোখদুটী মুছিয়া কহিল, "ডাণ্ডি অনেক আগে গিয়াছে। চলুন, এখানে দেরি করিবেন না—অন্ততঃ ইঁহাকে আপনাদের বাড়ী পর্য্যন্ত রেখে আসা আমার কর্ত্তব্য।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "বল, তুমি চলিয়া আসিবে না।"

মীনা বলিল, "ও রকম করেন ত আমি আর যাইব না।"

ইন্দ্রানন্দ ভয়ে আর কোন কথা কহিলেন না।

তখন তাঁহারা উভয়ে আবার নীরবে সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দরিয়ার কবলে মীনা।

পড়োবাড়ী ছাড়িয়া রওনা হইতেই প্রায় ভোর হইয়া গিয়াছিল। বেলা আটটার সময় ইন্দ্রানন্দ বাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন।

ইন্দ্রানন্দ বাড়ীর উদ্যানের ভিতর ডাণ্ডি নামাইতে বলিয়া, মীনাকে ডাকিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি আগে বাড়ীতে খবর দিই। বল, তুমি আমায় না বলিয়া পালাইবে না।"

মীনা কহিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

"আমি জানি, তুমি মিথ্যাকথা বলিবে না," বলিয়া ইন্দ্রানন্দ গৃহের দিকে ছুটিলেন। মীনা বীরবিক্রমের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। তখনও বীরবিক্রমের সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ হয় নাই।

বাড়ীতে প্রবেশ করিতে-না-করিতে ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন—সম্মুখে দরিয়া। দরিয়া রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। দাদাকে আবার বীরবিক্রমের সন্ধানে পাঠাইয়া সে সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়াছে। এখন সহসা ইন্দ্রানন্দকে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিল, "কি হয়েছে দাদা, শীঘ্র বল—তোমার চেহারা দেখিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "সমস্ত রাত্রি ঘুমাই নাই।"

দরিয়া আরও ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"সব পরে বলিব। এখন একজনকে আনিয়াছি—তিনি পীড়িত।"

দরিয়া দুরুদুরুবক্ষে সসঙ্কোচে বলিল, "কি ! কে—কে পীড়িত ?"

"অধীর হইয়ো না—বীরবিক্রম পীড়িত—বড় বিপন্ন—তাঁহাকে কাহার কাছে রাখিয়া আসিব বলিয়া এখানেই আনিয়াছি।"

"তিনি কোথায় ?" বলিয়া দরিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিতেছিল ; কিন্তু ইন্দ্রানন্দ তাহার হাত ধরিলেন।

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "তুমি এত উতলা হইলে, তাঁহার পীড়া বাড়িতে পারে। বাবা কোথায় ? তাঁহাকে আগে খবর দেওয়া উচিত।"

গুণারাজ ইন্দ্রানন্দের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি সেই-দিকে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "মাথায় একটা আঘাত লাগায় বীরবিক্রম অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন—বাঁচিবার আশা ছিল না। তাঁহার বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিবার লোক কেহ নাই, তাহাই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

গুণারাজ বলিলেন, "কোথায় ?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "ডাণ্ডিতে—বাহিরে আছেন।"

গুণারাজ বীরবিক্রমকে এইরূপে বাড়ীতে আনায় যে বিশেষ প্রীত হইলেন, তাহা নহে ; তবে তিনি বীরবিক্রমকে বড় ভালবাসিতেন। বলিলেন, "বাহিরে রাখিয়াছ কেন ? এখনই তাহাকে ভিতরে লইয়া এস। কে আছ, এখনই ডাক্তারকে খবর দাও।"

তাঁহারা তিনজনে ডাণ্ডির নিকটে আসিলেন। মীনা মুখ নীচু করিয়া সেইখানে চিত্রিত মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মীনাকে দেখিয়া গুণারাজ একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মেয়েটী কে ?"

ইন্দ্রানন্দ কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। আপনা-আপনিই কেমন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "বীরবিক্রমের পীড়া বড় বাড়িয়াছিল, তাহাই ইহাকে সঙ্গে আনিয়াছি। এ—এ একজন শুশ্রূষাকারিণী।"

দরিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌ছ না বাবা, ইনি বীরবিক্রমের বোন—দুজনের মুখ এক? দাদা, বাবার কাছে লুকাইতেছ কেন?"

মীনা ও বীরবিক্রমের মুখাকৃতিতে যে পরস্পর সৌসাদৃশ্য ছিল, তাহা ইন্দ্রানন্দও দুই-একবার মনে করিয়াছিলেন। এখন ভগিনীর কথায় তাঁহারা চোখের আবরণ যেন অপসারিত হইল। তিনি বলিলেন, "সত্যই ত দুজনের মুখ এক!"

দরিয়ার কথা মীনারও কানে গিয়াছিল। সে চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল। তাহারও মনে হইল, হাঁ, বীরবিক্রমের মত তাহারও ঐ মুখ!

গুণারাজ লোকজন ডাকিয়া অতি যত্নে বীরবিক্রমকে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলেন। তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল—তাঁহার জ্ঞান ছিল না। দরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল।

তখন ইন্দ্রানন্দ মীনার নিকট আসিয়া বলিলেন, "এস, যাইয়ো না।"

মীনা নিতান্ত কাতরভাবে বলিল, "দেখুন, আমায় এখানে থাকিতে বলিবেন না—আপনাকে বুঝাইলে বুঝেন না কেন?"

দরিয়া বীরবিক্রমের সঙ্গে গিয়াছিল। তাঁহাকে শোওয়াইয়া রাখিয়াই সে আবার বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মীনার হাত ধরিল। খানিকটা দূর টানিয়া আনিয়া বলিল, "এস।"

দরিয়ার ভাব দেখিয়া মীনার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অতি কষ্টে বলিল, "আমি আর কেন? কোন দরকার নাই।"

দরিয়া তাহার দিকে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া বলিল, "সে কি গো, দরকার নাই! তুমি তোমার দাদাকে ফেলিয়া যাইবে? না—না—তা হতেই পারে না। এ ত তোমার নিজের বাড়ী।"

মীনার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। সে কথা কহিতে পারিল না। দরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। মীনা নীরবে চলিল। সন্তুষ্টচিত্তে হাস্যমুখে ইন্দ্রানন্দ তাহাদের পশ্চাতে চলিলেন।

সিঁড়ীতে উঠিতে উঠিতে দরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার নামটী কি?"

মীনা অস্পষ্টস্বরে বলিল, "মীনা।"

শুনিয়া দরিয়া থ হইয়া গেল। বিস্ফারিতনেত্রে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত মীনার আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল। তাহার পর কৌতুক-হাস্যপূর্ণনেত্রে একবার দাদার মুখের দিকে চাহিল। কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আত্মসংবরণ করিল; এবং নিরীহ মীনার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইল।

এমন সময়ে ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া, ইন্দ্রানন্দ সেইদিকে গেলেন। তখন ইন্দ্রানন্দের মনের অবস্থা বর্ণনা করা বৃথা। তাঁহার হৃদয়ে তখন প্রতিক্ষণে শত শত অভিনব ভাবের লহরী-লীলা চলিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডিটেক্‌টিভ।

বীরবিক্রমের জ্বর গিয়াছে। মীনা ও দরিয়ার শুশ্রূষায় তিনি দিন দিন ভাল হইয়া উঠিতেছেন।

একদিন মধ্যাহ্নে ইন্দ্রানন্দ নিজ গৃহে চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহার এখন চিন্তার বিরাম নাই। বীরবিক্রম যে দয়ামলকে খুন করিয়াছে, ইহা তাঁহার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। অথচ কিজন্য যে, তিনি অবিশ্বাস করিবেন, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না; ইহা এক বিষম মুস্কিল। তাহার পর মীনার চিন্তা। মীনা কে? মীনার পিতা মাতা কে? মীনা কখনই ভদ্রবংশজাত না হইয়া অন্য কিছু হইতে পারে না। তিনি জানিতেন, অজ্ঞাতকুলশীলার সহিত তাঁহার পিতা কখনই বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন না। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যদি পিতা সম্মত না হন, তাহা হইলে তাঁহার অসম্মতি-সত্বেও মীনাকে বিবাহ করিবেন; অন্যত্রে গিয়া বাস করিবেন। প্রণয়ের প্রথম আবেগ এইরূপ দুর্দ্দমনীয়—ইন্দ্রানন্দের দোষ কি? তিনি এই সকল চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠ-স্পর্শ করিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন—মীনা।

মীনার মুখ শুষ্ক—ভীতিপূর্ণ। ইন্দ্রানন্দ দেখিয়া ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, মীনা?"

মীনা অতি মৃদুস্বরে সভয়ে বলিল, "তাহারা আসিয়াছে।"

ইন্দ্রানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কাহাদের কথা বলিতেছ?"

"তারা—পুলিস।"

"কোথায়?"

"বাগানে।"

"কই, আমি কাহাকেও দেখি নাই।"

"আমি দেখিয়াছি। একজন লোক গোপনে কি সন্ধান করিতেছিল, বাড়ীর জানালাগুলা ভাল করিয়া দেখিতেছিল; বাগানেও যেন কাহাকে সন্ধান করিতেছিল। একটু পরে আর একজন লোক তাহার কাছে আসিল, তখন তাহারা দুইজনে কি পরামর্শ করিয়া বাগানের অন্যদিকে গেল।"

ইন্দ্রানন্দও ভীত হইলেন। বলিলেন, "যদি তাহারা বীরবিক্রমের সন্ধানেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বাগানের ভিতর ওরকম গোপনে সন্ধান করিবে কেন? তাহারা নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছে, বীরবিক্রম আমাদের বাড়ীতে আছেন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা একেবারে বাড়ীর ভিতর আসিত—বাগানে সন্ধান করিত না।"

এক পলকে মীনার মুখ চিন্তায় গম্ভীর ও উদ্বেগে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কেবল মাত্র বলিল, "কিরূপে বলিব।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আমি দেখিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। বাগানের দিকে প্রস্থান করিলেন। মীনা আবার রোগীর গৃহাভিমুখে গেল।

ইন্দ্রানন্দ কিয়ৎক্ষণ অনুসন্ধানের পর দেখিলেন যে, একব্যক্তি গুপ্তভাবে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রানন্দ সত্বর তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন, তিনি তাঁহার অপরিচিত নহেন। এই ব্যক্তিকে

তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। ইনিই একদিন বীরবিক্রমের সন্ধানে গিয়াছিলেন—পরদিন ইনিই আবার বীরবিক্রমের বাড়ীর নিকটে ঘুরিতেছিলেন। ইঁহাকে আবার থানায় দেখিয়াছিলেন। সুতরাং ইনি যে একজন পুলিসের লোক, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না।

ইন্দ্রানন্দ তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কেন?"

লোকটী তাঁহার দিকে ফিরিলেন। বলিলেন, "আপনি কি আমায় চিনিতে পারেন?"

"হাঁ, আপনাকে চিনি—আপনাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আপনি একজন ডিটেক্‌টিভ।"

"হাঁ, গোপন করিবার প্রয়োজন নাই।"

"আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাহা আমি জানি।"

"না, আপনি জানেন না।"

"জানি, আপনি বীরবিক্রমের সন্ধানে আসিয়াছেন। আপনাকে গোপন করা বৃথা—তিনি আমাদের বাড়ীতে পীড়িত হইয়া আছেন।"

"তাহা আমি জানি।"

"তবে আপনি বাড়ীতে না গিয়া বাগানের মধ্যে কাহাকে খুঁজিতেছেন?"

"আমি বীরবিক্রমের জন্য আসি নাই।"

ইন্দ্রানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিয়া ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "বীরবিক্রম যে নির্দ্দোষী, তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টায় আমি আছি।"

ইন্দ্রানন্দ সোৎসাহে বলিলেন "আপনি কি তাঁহাকে নির্দ্দোষী মনে করেন?"

"হাঁ, তিনি খুন করেন নাই। যে খুন করিয়াছে, তাহাকে ধরিবার চেষ্টায় আমরা আছি। বীরবিক্রমকে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ করিবার পক্ষে আপনি আমাদের সাহায্য করিতে পারেন ?"

"বলুন, কি করিতে হইবে। আমাকে যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

"পড়োবাড়ীতে একটী বালিকা থাকিত, তাহার নাম মীনা—আমি একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

ইন্দ্রানন্দের মনে সন্দেহ হইল। তিনি ভাবিলেন, এ ত মীনাকে গ্রেপ্তার করিতে আসে নাই? পুলিসকে বিশ্বাস নাই। যখন এ জানিয়াছে, মীনা এই বাড়ীতে আছে, তখন অনায়াসেই বাড়ীতে গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে।

ইন্দ্রানন্দ ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মীনা আপনাদের বাড়ীতে আছে, তাহা আমি জানি।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আসুন।"

ডিটেক্‌টিভ নড়িলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রশ্নবর্ষণ।

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছি, তাহা আমি কাহাকেও জানিতে দিতে ইচ্ছা করি না। আমি এই বালিকার সহিত গোপনে দেখা করিতে চাই।"

কথাটা ইন্দ্রানন্দের ভাল লাগিল না, সুতরাং নীরবে রহিলেন। ইন্দ্রানন্দ কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "অবশ্য আপনি সেখানে থাকিবেন।"

অগত্যা ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "বালিকা এ বিষয়ের কিছুই জানে না।"

"ভালই—আমি দুই-একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব মাত্র। ইহাতে আপনার বন্ধুর উপকার ভিন্ন কোন অনিষ্ট হইবে না।"

"তবে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি তাহাকে ডাকিতেছি।"

ইন্দ্রানন্দ বাড়ীর ভিতরে গিয়া মীনাকে একপার্শ্বে ডাকিয়া সব বলিলেন। পুলিস আসিয়াছে জানিয়া সে পূর্ব্বেই অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল। এখন সে ভয় পাইয়া কহিল, "তবে সত্যই এসেছে?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "হাঁ, তবে তিনি বীরবিক্রমকে গ্রেপ্তার করিতে আসেন নাই।"

"তবে তিনি এখানে কি করিতে আসিয়াছেন?"

"তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চান।"

"আমার সঙ্গে?"

"হাঁ, তোমাকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।"

"আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিবেন? আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব না।"

"তিনি বলিতেছেন, বীরবিক্রম খুন করেন নাই। যে খুন করিয়াছে, তিনি তাহারই সন্ধানে আছেন। তোমাকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মাত্র। তিনি বলিতেছেন, তাহাতে বীরবিক্রমের কোন অনিষ্ট হইবে না।"

"তা হইলে ত আমাকে সব কথা বলিতে হইবে।"

"তিনি যখন বীরবিক্রমকে নির্দ্দোষী বলিতেছেন, তখন বোধ হয়, তাঁহারা সবই জানেন।"

মীনা কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে নিরুপায়ভাবে কহিল, "চলুন।"

ইন্দ্রানন্দ তাহাকে ডিটেক্‌টিভের নিকটে লইয়া আসিলেন। ডিটেক্‌টিভ কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সাভিনিবেশদৃষ্টিতে মীনার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। মীনার মুখ একেবারে লাল হইয়া গেল। সে সলজ্জভাবে মাথা নীচু করিল।

তিনি বলিলেন, "তোমাকে আমি দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

মীনা মুখ না তুলিয়া সংক্ষেপে কহিল, "বলুন।"

"তুমি যাহাকে দাদিয়া বল, তাহার কাছে তুমি কতদিন আছ?"

"প্রায় তিন-চার মাস হল।"

"তাহার আগে, তুমি বাছা কোথায় ছিলে?"

"একটী স্ত্রীলোক আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাছেই ছিলাম।"

"তিনি কে—কোথায় থাকেন?"

মীনা ইন্দ্রানন্দের মুখের দিকে চাহিল। তৎপরে ফিরিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "সেকথা শুনিয়া আপনার কি হইবে?"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "একটু প্রয়োজন আছে; আমি তোমাকে সত্যকথা বলিতেছি, ইহাতে তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।"

মীনা নাম ও ঠিকানা বলিল। ডিটেক্‌টিভ উহা নিজের পকেট-বুকে পেন্সিল দিয়া লিখিয়া লইলেন। লিখিয়া বলিলেন, "তোমাকে তিনি যদি ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিলেন, তবে তিনি সহজে কেন এই দাদিয়ার হাতে তোমাকে ছাড়িয়া দিলেন?"

মীনা বলিল, "তিনি আমায় বলেছিলেন যে, দাদিয়া আমার মার মা, দাদিয়াই তাঁর কাছে আমাকে রেখে গিয়েছিল—দাদিয়াই বরাবর তাঁহাকে আমার খরচ দিয়াছিল, কাজেই দাদিয়া ফিরে এসে আমাকে চাহিলে তিনি কিছুতেই আমাকে আর রাখ্‌তে পারেন না।"

"তোমার মা বাপ কে ছিল, তিনি কখনও তোমাকে তাহা বলিয়াছিলেন?"

"না।"

"এই দাদিয়া কখনও বলিয়াছিল?"

"না।"

"তুমি কখনও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

মীনা ডিটেক্‌টিভের এই প্রশ্নবর্ষণে মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আপনাকে এত কথা আমি বলিতে পারি না।"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "বিরক্ত হও ত জিজ্ঞাসা করিব না—তবে এ সকল কথা জানিতে পারিলে দয়ামলকে যে খুন করিয়াছে, তাহাকে

আমরা ধরিতে পারি, আর বীরবিক্রমও নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হয়—তোমারও উপকার হয়—তোমার বাপ মা কে, তাহাও তুমি জানিতে পার।"

মীনা কোন উত্তর না দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ডিটেক্‌টিভ জিজ্ঞাসা করিলেন. "যেদিন দয়ামল পড়োবাড়ীতে খুন হয়, তখন তুমি সেই বাড়ীতে ছিলে। তুমি কি একজন লোককে খুন করিতে দেখিয়াছিলে? তখন রাত্রি কত বলিতে পার?"

"বোধ হয়, নয়টা হইবে।"

"রাত নয়টার সময় বীরবিক্রম নিজের বাড়ীতে ছিলেন। এগারটার সময় পড়োবাড়ীতে আসেন; আবার বারটার সময় বাড়ী ফিরে যান; সুতরাং দেখিতেছি, তাহা হইলে বীরবিক্রম দয়ামলকে খুন করেন নাই।"

"তবে কে খুন করিল?"

"এখন সেই কথাই হইতেছে। যে লোকটা খুন করে, তাহাকে তুমি দেখিয়াছিলে; তাহার চেহারা কেমন?"

মীনা এবার ইন্দ্রানন্দের দিকে চাহিল; কোন উত্তর দিল না। ইন্দ্রানন্দও নীরবে রহিলেন।

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "বীরবিক্রম খুন করেন নাই, আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছি; তবে তাঁহার চেহারার মত আর একজন লোক খুন করিয়াছিল—কেমন না?"

ইন্দ্রানন্দ ও মীনা উভয়েই ডিটেক্‌টিভের কথায় বিস্মিত হইয়া নীরবে রহিলেন; এবং ইনি এ সকল কিরূপে জানিলেন ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রশ্নবর্ষণ—ক্রমশঃ।

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "মহাশয় এ সকল কথা কিরূপে জানিলেন?"

ডিটেক্‌টিভ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রানন্দ সাহেব, পুলিসে চাকরী করিতে হইলে অনেক কথাই জানিতে হয়। আপনি সখের গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন; কিন্তু হতাশ হইবেন না। আপনি বড়লোকের ছেলে—চাকরীর প্রত্যাশা রাখেন না, নতুবা আমরা আপনাকে পুলিসে লইতাম। আপনি ইচ্ছা করিলে একজন বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভ হইতে পারেন।"

এই প্রশংসায় ইন্দ্রানন্দ যে সন্তুষ্ট হইলেন না, তাহা নহে। তিনিও হাসিয়া বলিলেন, "গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া যে লাঞ্ছনা ভোগ হইয়াছে, তাহাতে আর এ কাজে ইচ্ছা নাই।"

ডিটেক্‌টিভ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা না থাকিলেও বিশেষতঃ আমরা এ কাজটায় আপনাকে ছাড়িতেছি না।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আমাকে কি করিতে বলেন?"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "পরে বলিব, এখন ইহাকে আর কষ্ট দিব না, আর দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

মীনা তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তখন ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "বীরবিক্রম খুনের সময় উপস্থিত ছিলেন না, পরে গিয়াছিলেন; ইহা আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি। তুমি কি অপর কোন লোককে, তোমার দাদিয়ার কাছে অনেক রাত্রে আসিতে দেখিয়াছ?"

মীনা ইন্দ্রানন্দের দিকে চাহিল। ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "যাহা জান, বল।"

মীনা ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ, আমি দু-তিনবার অপর একজন লোককে অনেক রাত্রে ঐ বাড়ীর ভিতরে দেখিয়াছি; কিন্তু তার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।"

"তুমি উপরে শুইতে গেলে সেই লোকটা আসিত, তোমার দাদিয়াকে দরজা খুলে দিতে নিশ্চয়ই শুনিয়াছ।"

"না, বরং আমি জানালা দিয়া গোপনে দেখিয়াছি যে, দরজা কেহ খুলে কি না—না, কেহই দরজা খুলিত না।"

"তবে এই বাড়ীতে যাইবার কোন গুপ্তদ্বার আছে। যে বাড়ী থেকে মড়া ভাসিয়ে দিবার পথ আছে, সে বাড়ীতে গোপনে প্রবেশ করিবার নিশ্চয়ই কোন গুপ্তদ্বার আছে। তা হলে তোমার মনে হইয়াছিল, সেই লোকটা বীরবিক্রম।"

"হাঁ।"

"তা হলে বীরবিক্রমের চেহারার মত আর একজন লোকও আছে। কিছুই আশ্চর্য্য নয়। এই দেখ না কেন, তোমার চেহারা অনেকটা বীরবিক্রমের মত, হঠাৎ দেখিলে তোমাদের দুইজনকে ভাই-ভগিনী বলিয়া বোধ হয়।"

ইন্দ্রানন্দ ও মীনা উভয়েই বিস্মিতভাবে চাহিলেন। ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "আর তোমাকে কষ্ট দিব না—আর একটা মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিব। তুমি কি জান, তোমার কোন ভাই আছে কি না?"

এ কথা ইন্দ্রানন্দ বা মীনা উভয়ের কাহারই কখনও পূর্ব্বে মনে হয় নাই। তবে কি যথার্থই মীনার কোন ভাই আছে? সেই কি গোপনে দাদিয়ার সঙ্গে দেখা করিত? সেই কি তবে দয়ামলকে খুন করিয়াছে?

ডিটেক্‌টিভের এই কথায় উভয়েই স্তম্ভিত হইলেন। কেহ কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

ডিটেক্‌টিভ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোন ভাই আছেন, এ কথা কখনও কি শুনিয়াছ?"

মীনা সংক্ষেপে কহিল, "না।"

ডিটেক্‌টিভ কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম, ক্ষমা করিবে। আর আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নাই।"

মীনা কোন কথা না কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন ইন্দ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, তবে কি আপনি মনে করেন, মীনার কোন সহোদর আছে—সে-ই এ খুন করিয়াছে?"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "এখন কিছুই ঠিক বলিতে পারি না। কেবল সন্দেহ মাত্র।" এই বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ ইন্দ্রানন্দের মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই মীনাকে কিরূপ মনে করেন?"

ইন্দ্রানন্দ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি মনে করি—কোন বিষয়ে?"

"এ যে সত্য কথা বলিতেছে, তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"নিশ্চয়।"

"কেবল ত দু-চার দিন হতে এর সঙ্গে আপনার পরিচয়, ইহাতে এ ত নিশ্চিত হইলেন কিরূপে?"

"যে জন্যই হউক না কেন, আপনি নিশ্চিত জানিবেন, মীনা কখনও মিথ্যাকথা বলিতে পারে না।"

ডিটেক্‌টিভ ইন্দ্রানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার বয়স কম। আপনি এখনও স্ত্রীলোককে ঠিক চিনিতে

পারেন নাই। এই মীনার মুখ দেখিয়া আপনি ভুলিয়াছেন, তাহাতেই আপনি এ কথা মনে করিয়াছেন।”

ক্রোধে ইন্দ্রানন্দের মুখ আরক্ত হইল। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল; তিনি অতিকষ্টে আত্মসংযম করিলেন। নতুবা হয় ত তিনি এই ব্যক্তিকে দুই ঘা বসাইয়া দিতেন। রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে বলিলেন, “আপনি এ কথা পুনরায় মুখে আনিবেন না।”

ডিটেক্‌টিভ মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, “যদি আমরা বলি, এই মীনা দয়ামলকে খুন করিয়াছে, তাহা হইলে আপনি কি বলেন?”

“কি সর্ব্বনাশ!”

ডিটেক্‌টিভের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রানন্দ স্তম্ভিত হইলেন। ইহা যে তাঁহার পক্ষে স্বপ্নাতীত—ইহা কখনই সম্ভব নহে—মীনা এরূপ ভয়াবহ কাজ কখনই করিতে পারে না। তিনি অতি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, “মিথ্যাকথা।”

ডিটেক্‌টিভ স্থিরভাবে বলিলেন, “সম্ভব। আমি বলিতেছি না যে, মীনা দয়ামলকে খুন করিয়াছে, তবে তাহারও খুন করা সম্ভব।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

খুনী কে ?

ইন্দ্রানন্দ উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন "সে কেন খুন করিবে ?"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "কেন খুন করিবে ? তাহার কারণ আছে। আমি যাহা বলিতেছি, যথার্থ যে তাহা ঘটিয়াছে, এমন বলি না, সম্ভবতঃ এইরূপ ঘটিতে পারে।"

"কি ঘটিতে পারে বলুন।"

"দয়ামল বীরবিক্রমের পিতার নিকট চাকরী করিত, সে তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথা জানিত। দাদিয়ার সহিত দয়ামলের বন্ধুত্ব ছিল। দুজনে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব ফাকী দিয়া লইয়াছিল। অধিকন্তু এই দাদিয়া বীরবিক্রমের ভগিনী মীনাকে ছেলেবেলায় চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়াছিল। বলুন, এটা সম্ভব কি না ?"

"হাঁ, এমন হইতে পারে।"

"আচ্ছা, পাছে ধরা পড়ে বলিয়া দাদিয়া এ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। মেয়েটাকে কাহারও কাছে রাখিয়া গিয়াছিল। যতদিন বীরবিক্রমের পিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন আর এদেশে আসে নাই।"

এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রানন্দের দিকে চাহিলেন; কিন্তু ইন্দ্রানন্দ কোন কথা কহিলেন না। ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "তার পর বীরবিক্রমের পিতার মৃত্যু হইলে দাদিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া মীনাকে লইয়া এই পড়োবাড়ীতে লুকাইয়াছিল। ভয়ে লোকালয়ে থাকিতে সাহস করে নাই। বলা বাহুল্য, দয়ামলকে সে সকল কথাই বলিয়াছিল। দয়ামল মীনাকেও দেখিয়াছিল। দয়ামল যে ঘোর পাষণ্ড ছিল, তাহা সকলেই

জানে, কিশোরী সুন্দরী মীনাকে দেখিয়া মহাপাপী তাহাকে লাভ করিবার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইল। দাদিয়াও তাহার সহায় ছিল—সে-ও তাহার এ বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিল। তাহার পর কি হইল, আপনি কি মনে করেন?”

ডিটেক্‌টিভের কথায় ইন্দ্রানন্দ প্রথমে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। ক্রমে এই সকল কথা সম্ভব বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মস্তক বিঘুর্ণিত হইল। তিনি বলিলেন, “মহাশয়, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।”

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, “তবে আরও শুনুন; একদিন অনেক রাত্রে দয়ামল গুপ্তদ্বার দিয়া পড়োবাড়ীতে যায়। যে ঘরে মীনা শয়ন করিয়াছিল, পা টিপিয়া টিপিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। মীনা নেপালী গুর্খার কন্যা—সর্ব্বদাই সে সঙ্গে সঙ্গে এক ছোরা রাখিত। দয়ামল তাহার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে সে তাহার ছোরা দয়ামলের বুকে বসাইয়া দিল। তাহাতেই দয়ামলের লীলাবসান হইল। কেমন—এখন কি রকম মনে করেন? এ কি সম্ভব নয়?”

ইন্দ্রানন্দ মনে মনে বুঝিলেন, ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব। এরূপ অবস্থায় মীনা যে দয়ামলের বুকে ছুরি বসাইবে, তাহা খুব সম্ভব। তবে যদি তাহার ছুরিতে দয়ামল খুন হইয়া থাকে, তাহা হইলে মীনা কি তাঁহাকে অকুণ্ঠিতভাবে রাশি রাশি মিথ্যাকথা বলিয়াছে? ইন্দ্রানন্দকে চিন্তিত দেখিয়া, ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, “মীনা যে খুন করিয়াছে, তাহার আরও প্রমাণ আছে। যে ছোরায় দয়ামল খুন হইয়াছে, সে ছোরা আমরা পাইয়াছি।”

ইন্দ্রানন্দ ভয় ও বিস্ময়ে কেমন এক রকম হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় পাইলেন?”

"আমরা বীরবিক্রমের বাড়ী থানা-তল্লাসী করিয়াছিলাম। তাঁহার বাড়ীতেই সেই ছোরা পাওয়া গিয়াছে। সে ছোরা যে মীনার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—ছোরার বাঁটে "মীনা" লেখা আছে।"

বীরবিক্রমের রক্তাক্ত হাত ও রক্তাক্ত ছোরা নিমেষ মধ্যে ইন্দ্রানন্দের চোখের সমুখে উদিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বীরবিক্রমও খুন করিতে পারেন।"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "হাঁ, তাহাও সম্ভব। আমি বলিতেছি না যে, মীনাই ঠিক খুন করিয়াছে। আমি কেবল এই খুনের বিষয় লইয়া আপনার সহিত একটু আলোচনা করিতেছি।"

"আমার সহিত আলোচনা করিয়া লাভ ?"

"একটু আছে—পরে বলিতেছি।"

"তবে আপনার দৃঢ়বিশ্বাস যে, মীনাই——"

"না, এ কথা বলি না। তবে মীনা খুন করিলে তাহার কোন ভয়ের কারণ নাই। সে আত্মরক্ষার জন্য দয়ামলের বুকে ছোরা মারিয়াছিল; এ অবস্থায় খুন করিলে সকলেই বেকসুর খালাস হইয়া থাকে। দয়ামলের মত পাষণ্ডের এরূপভাবে মৃত্যু হওয়ায় কেহই দুঃখিত হইবে না।"

"তবে কি মীনা আমাকে এত মিথ্যাকথা বলিয়াছে—এখনও বলিতেছে ?"

"না, তা না হইতে পারে। সম্ভবতঃ সে যাহা বলিয়াছে, সত্যই বলিয়াছে। এখন বীরবিক্রম খুন করিয়াছেন কিনা, তাহারই আলোচনা করা যাউক।"

ইন্দ্রানন্দ ডিটেক্‌টিভের কথায় ক্রমশঃ অধিকতর বিস্মিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা নির্গত হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রমাণাভাব।

ডিটেক্‌টিভ বলিতে লাগিলেন, "বীরবিক্রমের বিরুদ্ধেও প্রমাণ যথেষ্ট। তাঁহার বাড়ীতেই রক্তমাখা ছোরা পাওয়া গিয়াছে, তিনি রাত্রি এগারটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত বাড়ীতে ছিলেন না, তিনি সেই বাড়ীতে সেই রাত্রে এসেছিলেন। লোকে তাঁহাকে এখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে দেখিয়াছে; তার পর মীনা তাঁহার মত একজন লোককে দয়ামলকে খুন করিতে দেখিয়াছে। কেবল একটা কথা মীনা বলিতেছে, দয়ামল নয়টার সময় খুন হয়; সুতরাং তখন বীরবিক্রম পড়োবাড়ীতে আসেন নাই। তবে মীনার ভুল হইতে পারে, যখন সে রাত্রি নয়টা ভাবিয়াছিল, তখন রাত্রি এগারটা হইতে পারে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "মীনার ছোরা তিনি পাইবেন কোথা? যেদিন দয়ামলের মৃতদেহ আমরা জলে ভাসিতে দেখি, তাহার আগে তিনি কখনও মীনাকে দেখেন নাই।"

"এ বড় আশ্চর্য্য নয়। সম্ভবতঃ মীনা ছোরা কোথাও ফেলে রেখেছিল। বীরবিক্রম তাহা দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইয়াছিলেন।"

"বীরবিক্রম দয়ামলকে কেন খুন করিবেন?"

"যথেষ্ট কারণ আছে। দয়ামল তাঁহার পিতৃ-শত্রু—দয়ামল তাঁহার সর্ব্বস্ব ফাকী দিয়া লইয়াছিল।"

ডিটেক্‌টিভ ইন্দ্রানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তিনি কি বলেন?"

ইন্দ্রানন্দ ডিটেক্‌টিভের এই প্রশ্নে প্রথমে চমকিত হইয়াছিলেন। পরে বলিলেন, "তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই।"

ডিটেক্‌টিভ তাঁহার দিকে আবার কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বীরবিক্রমের বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ আছে।"

ইন্দ্রানন্দ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কি ?"

তিনি বলিলেন, "কে বেনামী করে মণিঅর্ডারে দয়ামলের স্ত্রীকে টাকা পাঠায়। আমরা অনুসন্ধানে পরে জানিয়াছি, সে টাকা বীরবিক্রমই পাঠাইয়াছেন। তিনি যদি খুন না করিবেন, তবে তাঁহার পিতৃশক্রর স্ত্রীর প্রতি এত দয়া কেন ? এই কথার উপর নির্ভর করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন "তবে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতেছেন না কেন ?"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "কারণ আছে। এই খুনের মোকদ্দমার তদন্তের ভার আমার উপর পড়িয়াছে। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে, বীরবিক্রম যে খুন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ জন্মিয়াছে। সেজন্য বীরবিক্রমকে গ্রেপ্তার করি নাই। একজনকে একবার গ্রেপ্তার করিলে পরে যথার্থ দোষীকে ধৃত করা বড় কঠিন।"

"আপনি তাহা হইলে মীনাকেই দোষী স্থির করিয়াছেন ?"

"আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি মীনাকে দোষী বলি না।"

"তবে কে খুন করিয়াছে, আপনি মনে করেন ?"

"আপনাকে আমার একটু প্রয়োজন, সেইজন্য আপনার সহিত এত কথা কহিতেছি। মীনা ও বীরবিক্রম দয়ামলকে খুন না করিলেও আর দুইজন তাহাকে খুন করিতে পারে।"

"কে তাহারা।"

"প্রথমে দাদিয়ার বিষয় আলোচনা করা যাক্। এই বৃদ্ধা ভাল লোক নয়, নিশ্চয়ই কোন গুরুতর দোষ করিয়াছে, নতুবা লুকাইয়া পড়োবাড়ীতে বাস করিবে কেন ?"

"দাদিয়ার দয়ামলকে খুন করিবার কারণ কি? আপনি বলিলেন, দয়ামলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল।"

"যেখানে বন্ধুত্ব, সেইখানেই বিবাদ বিসম্বাদ। ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়; বোধ হয়, দয়ামল কোন বিষয়ে এইমাত্র বুড়ীকে ফাকী দিয়াছিল। হয়ত সেই রাত্রে এই বিষয় লইয়া তাহাদের ঝগড়া হইয়াছিল; দাদিয়া রাগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া তাহার বুকে ছোরা বসাইয়াছিল।"

ইন্দ্রানন্দ ব্যগ্রভাবে বলিলেন," সম্ভব। সে বুড়ী সব করিতে পারে।"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "হঠাৎ কোন স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা ঠিক নয়। বিশেষতঃ বুড়ীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। কেবল সন্দেহের বশে কাহাকে ফাঁসী দেওয়া যায় না।"

ইন্দ্রানন্দ হতাশভাবে বলিলেন, "উপায় একটা কিছু হইবে—আজ না হয়, দুইদিন পরে। মীনা, বীরবিক্রম, বৃদ্ধা তিনজনই দয়ামলকে খুন করিতে পারে। কিন্তু দাদিয়ার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। আর একজনও এই ব্যাপারে জড়িত আছে বলিয়া বোধ হয়—কোন একজন লোক, যাহার চেহারা বীরবিক্রমের মত; সম্ভবতঃ সে মীনার সহোদর, দাদিয়ার হাতের লোক। সে-ও খুন করিতে পারে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আপনি আমাকে কি করিতে বলেন?"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "আপনি আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। করিবেন কি?"

ইন্দ্রানন্দ সোৎসাহে বলিলেন, "মীনা ও বীরবিক্রমকে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি সব করিতে পারি।"

ডিটেক্‌টিভ একটু হাসিলেন। কল্য নইনিতালে উভয়ে সাক্ষাৎ করিয়া যাহা করা প্রয়োজন স্থির করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া উভয়ে উভয় দিকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মনিয়া কি বলে ?

ডিটেক্‌টিভ তথা হইতে বহির্গত হইয়া চিন্তিতমনে কিয়দ্দূর আসিয়া শিশ্‌ দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিশ্‌ শুনিয়া জঙ্গলের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল।

ডিটেক্‌টিভ তাহাকে বলিলেন, "তুমি গুণারাজের বাড়ীর উপর নজর রাখ। দেখিয়ো, কেহ যেন তোমায় দেখিতে না পায়।"

সে উত্তর করিল, "যে রকম বলিতেছেন, ঠিক সেইরূপই করিব।"

"যদি সেই বালিকা বা বীরবিক্রম কোথাও যায়, তবে তুমি তোমার জুড়ীদারকে তাহাদের পিছনে লাগাইয়ো। দেখিয়ো, যেন কোন রকমে এই দুইজনের একজনও তোমার নজরের বাহিরে না যাইতে পারে; খুব সাবধান।"

"যে আজ্ঞা।"

"তুমি গুণারাজের বাড়ী, বাগান নজর রাখিবে। সে নিশ্চয়ই এখানে আসিয়াছে এবং কোথাও লুকাইয়া আছে। আর যদি না এসেও থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই এখানে আসিবে।"

"আপনি যেরূপ হুকুম করিতেছেন, সেইরূপই করিব।"

"খুব সাবধান, এই তিনজনের একজনও যদি তোমার চোখ এড়াইয়া যায়, তবে রক্ষা থাকিবে না।"

এই সময়ে তথায় এক ব্যক্তি একটা ঘোড়া লইয়া আসিল। ডিটেক্‌টিভ-ইনেস্পেক্টর সেই ঘোড়া ছুটাইয়া নইনিতালের দিকে চলিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আবার জঙ্গলে লুকাইল।

ডিটেক্‌টিভ নইনিতালে আসিয়া প্রথমেই দয়ামলের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি দয়ামলের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলিলেন, "কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনার কাছে আবার আসিলাম।"

দয়ামলের স্ত্রী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "বলুন।"

"দাদিয়া নামে কোন বুড়ী দয়ামলের কাছে কখন আসিত কি?"

"কই, কখন ত দেখি নাই।"

"কখন—অনেক রাত্রে লুকিয়ে দয়ামলের নিকট আসিত কি?"

"না, আমি কখনও কাহাকেও দেখি নাই।"

"চৌদ্দ-পনের বৎসরের একটা মেয়ে কখনও আসিয়াছিল? তার নাম মীনা।"

"না, আমি তাকে কখনও দেখি নাই।"

"পড়োবাড়ীতে কোন লোক আছে, আপনি কি তা কখনও জানিতেন?"

"না।"

"ঠিক মনে করে দেখুন দেখি, সেদিন দয়ামল কখন বাড়ীর বাহির হন?"

"ঠিক সন্ধ্যার সময়।"

ডিটেক্‌টিভ বিরক্তভাবে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "এ মাগীও সহজ নয়, ইচ্ছা করিয়াই কোন কথা

বলিতেছে না। খুব সম্ভব, মাগী অনেক কথা জানে, তবে বলিতেছে না কেন? এর মিথ্যাকথা বলিবার স্বার্থ কি?”

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি পড়োবাড়ীর দিকে চলিলেন। তথায় আসিয়া নিজের একজন অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাকে পাওয়া গিয়াছে?”

সে উত্তর করিল, “হাঁ হুজুর।”

ডিটেক্‌টিভ দেওপাট্টা ঘাটে আসিলেন। তথায় আর একজন অনুচর মনিয়ার নৌকা ধরিয়া বসিয়া আছে।

ডিটেক্‌টিভ নিকটে গিয়া মনিয়াকে ডাকিলেন। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, “তোর কোন ভয় নাই। যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক উত্তর দে।”

সে ভয় পাইয়া বলিল, “আচ্ছা, হুজুর।”

“তুই নটা-দশটার সময় সেদিন এই ঘাটে নৌকার উপর ছিলি?”

“হাঁ হুজুর।”

“এখানে তখন কেউ এসেছিল?”

“হাঁ, হুজুর।”

“সে কি করছিল।”

“সে এসে গা ধুচ্ছিল, কাপড় কাচ্ছিল।”

“তার মুখ দেখেছিলি—বীরবিক্রম সাহেবের মত একজন লোক?”

“হাঁ, হুজুর।”

“তুই বীরবিক্রমকে চিনিস্?”

“হাঁ, হুজুর।”

“কেমন করে চিন্‌লি?”

"মীনা আমায় ভালবাসে, যত্ন করে। আমায় মা বাপ কেউ নাই—আমি এইখানে নৌকায় নৌকায় থাকি। মীনা পড়োবাড়ীতে থাকে বলে আমি রাত্রে প্রায়ই এ ঘাটে নৌকায় থাক্‌তেম।"

"বীরবিক্রমকে কেমন করে চিন্‌লি তাই বল।"

"বীরবিক্রম সাহেব প্রায়ই এই বাড়ীতে আস্‌তেন। তাই তাকে দেখে একদিন মীনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি কে?"

"মীনা কি বলেছিল?"

"বলেছিল, তাঁর নাম বীরবিক্রম।"

"যে লোক রাত্রে গা ধুইতেছিল, তাহার চেহারা যে, বীরবিক্রমের মত, তা কেমন করে জান্‌লি?"

"আমি নৌকায় ছিলাম। হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনেই সেই দিকে চেয়ে দেখি। মনে হল, হয়ত কোন দরকারে মীনা আমাকে খুঁজতেই আস্‌ছে। সে এমন মাঝে মাঝে আস্‌ত—কিন্তু দেখি, সে নয়। রাস্তার আলোর পাশ দিয়ে সে লোকটা আস্‌ছিল—তাকে বেশ ভাল করে দেখেছিলাম, তার সর্ব্বাঙ্গ রক্তমাখা—সব লালে লাল——"

সহসা মধ্যপথে থামিয়া গিয়া মনিয়া সশঙ্কভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কে এই ব্যক্তি ?

ভয় পাইয়া মনিয়া অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। সেই রক্তাক্ত মূর্ত্তি যেন তাহার সম্মুখীন। ভয়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

ডিটেক্‌টিভ তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "ভয় নাই, তার পর কি হল ?"

মনিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "তার পর সে ঘাটে এসে তার কাপড়ের রক্ত ধুতে লাগ্‌ল।"

"তবে সে লোক বীরবিক্রম ?"

"না, সে বীরবিক্রম সাহেব নয়।"

"কেমন করে জান্‌লি।"

"আমি বীরবিক্রম সাহেবকে অনেক দিন দেখেছি—এ লোক সে নয়।"

"কিসে জান্‌লি ?"

"এই লোক বীরবিক্রম সাহেবের চেয়ে অনেক বড়। তবে মুখখানা এক—আরও——" মনিয়া মধ্যপথে থামিয়া গেল।

"আরও কি ?"

"খানিক পরে বীরবিক্রম সাহেব এ পথ দিয়ে গিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকেছিলেন।"

"সে লোক কোথায় গেল ?"

"সে গা ধুয়ে পড়োবাড়ীতে চলে গেল।"

"তার পর কি হল ?"

"আধ ঘণ্টা পরে বীরবিক্রম তাড়াতাড়ি এই পথ দিয়া নইনিতালের দিকে চলে গেলেন।"

"সেদিন আর মীনাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলি ?"

"না।"

"তার পর দিন ?"

"না, আমি একটা ভাড়া পেয়ে ওপারে চলে যাই। তিন দিন পরে ফিরে এসেছিলাম।"

"ফিরে এসে খুনের কথা শুনেছিলি ?"

"হাঁ, তাই কনেষ্টবলকে এ কথা বলেছিলাম।"

"বেশ, ভাল কাজ করেছিস। সরকার তোকে বক্‌সিস দিবেন।"

মনিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন ডিটেক্‌টিভ গমনে উদ্যত হইয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তবে সে লোক বীরবিক্রম নয় ?"

মনিয়া উত্তর করিল, "না, আমি বীরবিক্রম সাহেবকে অনেকবার দেখেছি।"

"দাদিয়া সেদিন কোথায় ছিল ?"

"তা জানি না।"

"সে রাত্রে তাকে দেখিয়াছিলি ?"

"না।"

"সে রাত্রে আর কাহাকেও দেখেছিলি ?"

"না।"

"তুই কখন এই ঘাটে এসেছিলি ?"

"ঠিক নটার সময়।"

"কেমন করে জান্‌লি ?"

"ঘড়ী বাজ্‌তে শুনেছিলাম।"

ডিটেক্‌টিভ চিন্তিতমনে গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি ভাবিলেন, এ নিশ্চয় বীরবিক্রম দয়ামলকে খুন করে নাই। নয়টার সময় তাহাকে খুন করিতে মীনা দেখিয়াছে—নয়টার পরেই মনিয়া একজনকে কাপড়ের রক্ত ধুতে দেখেছে। এগারটার সময় বীরবিক্রম এখানে এসেছিল। নিশ্চয়ই দয়ামল খুন হয়েছে দেখে ভয়ে এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। সে নয়টার আগে এখানে আসে নাই, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তবে তাহার বাড়ীতে ছোরা যায় কেন ? সমস্যা বটে। তার পর মীনা—সে-ও খুন করিতে পারে, ভারি তেজিয়ান—ভারি রাগী—চালাক—কিন্তু প্রমাণ কই ? যাহাই হউক, এই বীর-বিক্রমের চেহারার আর একজন লোককে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইয়াছে। মনিয়া মিথ্যাকথা বলে নাই - সে যাহা বলিয়াছে, সত্যই বলিয়াছে ; সে এখন মিথ্যাকথা বলিতে শিখে নাই। সে স্পষ্ট রাস্তার আলোকে সেই লোককে দেখিয়াছিল। আবার মনিয়া বলিতেছে, সে বীরবিক্রম নয়—তবে চেহারা অনেকটা বীরবিক্রমের মত। সে যে-ই হউক, সেই দয়ামলকে খুন করিয়াছে। মীনা আর বীরবিক্রম পালায় নাই, তাহাতেও বোঝা যায়, তাহারা খুন করে নাই। কিন্তু দাদিয়া আর এই লোকটা দুইজনেই ফেরার, সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, ইহাদের একজনে বা দুইজনে একত্রে দয়ামলকে খুন করিয়াছে। দেখা যাক, কতদূর কি হয়। এক দিন ধরা পড়িতেই হইবে—রক্ষা পাইবার উপায় নাই। দাদিয়া যে গুণারাজের বাড়ী গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সে সেইখানেই কোনখানে লুকাইয়া আছে ; তাহাকে ধরা শক্ত হইবে না। তবে এই লোকটা সম্বন্ধেই

গোল। ইহাকে কেবল দুইজন দেখিয়াছে—মীনা আর মনিয়া। অনেক রাত্রে মীনা অন্তরাল হইতে ইহাকে লুকাইয়া দেখিয়াছে, মীনা ইহাকে স্বচক্ষে দয়ামলকে খুন করিতে দেখিয়াছে—মনিয়া ইহাকে স্পষ্ট রক্ত ধুতে দেখিয়াছে; কেবল এই দুইজনেই দেখিয়াছে আশ্চর্য্যের বিষয়, আর কেহ কখনও ইহাকে দেখে নাই। সুতরাং ইহাকে ধরা একটু শক্ত দেখিতেছি। স্পষ্টতঃই লোকটা ভারি চালাক, খুব সাবধান; এ কখনও কাহারও সম্মুখে বাহির হয় নাই, কখনও এই পড়োবাড়ীতে কাহারও সম্মুখ দিয়া আসে নাই এবং এত সাবধানে এসেছে—এত সাবধানে এখান থেকে চলে গেছে যে, কেহ কখনও ইহাকে দেখে নাই—দেখিতে পায় নাই। খুব আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই। কেবল দেখিয়াছে, মীনা আর মনিয়া; কিন্তু তাহারা ইহার কোন সংবাদই দিতে পারে না। এত বড় বড় কেস কিনারা করিয়া ফেলিলাম—কত রহস্য ভেদ করিলাম। শেষে কি এই ব্যাপারে হার মানিতে হইল।"

ডিটেক্‌টিভ মহা চিন্তিতমনে গৃহে ফিরিলেন, তাঁহার এই ব্যাপারে প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ-বৈষম্য।

যেরূপ স্থির ছিল, পরদিন ইন্দ্রানন্দ ডিটেক্‌টিভের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ডিটেক্‌টিভ ইন্দ্রানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "আসুন, আমি আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আর কোন সন্ধান পাইলেন ?"

"একটু পাইয়াছি। এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, এই ব্যাপারে আর এক ব্যক্তি আছে, সে-ই এ খুন করিয়াছে।"

"সে কে ?"

"সেইটাই সমস্যা—তাহাকে মীনা ও মনিয়া ভিন্ন আর কেহ কখনও দেখে নাই; কেবল তাহার চেহারা কতকটা বীরবিক্রমের মত, এ ছাড়া আর কিছুই জানা যাইতেছে না।"

"তাহা হইলে এখন কি করিবেন ?"

"এখন আমরা দুইজনে একবার পড়োবাড়ীটা দেখিব।"

তখন উভয়ে পড়োবাড়ীর দিকে চলিলেন। পথে ডিটেক্‌টিভ কোন কথা কহিলেন না; চিন্তিতমনে চলিলেন। ইন্দ্রানন্দও কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না।

অনেকদূর গিয়া সহসা ডিটেক্‌টিভ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দ্রানন্দ সাহেব, একটা কথা সত্য বলিবেন কি ?"

ইন্দ্রানন্দ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "মিথ্যাকথা বলা আমার অভ্যাস নাই।"

"না, সে কথা বলিতেছি না, তবে আমি জানিতে চাহি, আপনার সঙ্গে মীনার আলাপ কত দিনের।"

"মহাশয়, আপনি মনে করিবেন না যে, আমি আপনাকে মিথ্যাকথা বলিয়াছি। যথার্থই খুনের দুইদিন পরে অন্ধকারে আমি পড়োবাড়ীর বাহিরে তাহাকে প্রথমে দেখিতে পাই।"

"আপনি রাত্রে এ রকম স্থানে কিজন্য আসিয়াছিলেন ?"

"আপনাকে সত্য কথা বলিতে কি, বীরবিক্রমের ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়ায় আমার ভগিনী তাঁহার সন্ধানে আমাকে পাঠায়। আমি তাঁহার বিছানায় একখানা পত্র দেখিতে পাই।"

"তাহাতে কি লেখা ছিল ?"

"বীরবিক্রমকে পড়োবাড়ীতে আসিবার জন্য কে অনুরোধ করিয়াছিল।"

"স্ত্রীলোকের হাতের লেখা, কি পুরুষের হাতের লেখা ?"

"পুরুষের।"

"আপনি সেইজন্যই বীরবিক্রমের সন্ধানে এখানে আসিয়াছিলেন ?"

"হাঁ।"

ডিটেক্‌টিভ ইন্দ্রানন্দের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তাহার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে মীনার পরিচয় ছিল না ?"

ইন্দ্রানন্দ ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন, "মহাশয় আপনি কি তবে মনে করেন যে, আমিই দয়ামলকে খুন করিয়াছি ?"

ডিটেক্‌টিভ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রানন্দ সাহেব, হঠাৎ রাগ করিবেন না। সংসারে এমন অনেক জিনিষ হয়, যাহা কেহই সন্দেহ করে না। আমি মনে করি না যে, আপনি দয়ামলকে খুন করিয়াছেন, তবে লোকে আপনাকেও সন্দেহ করিলে করিতে পারে।"

ইন্দ্রানন্দ যুগপৎ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমাকে!"

ডিটেক্‌টিভ স্থিরভাবে বলিলেন, "হাঁ, আপনাকে।"

"আমাকে সন্দেহ করে কে?"

"ইচ্ছা করিলে করা যায়।"

"কেন?"

"তবে স্থির হয়ে শুনুন—প্রথমতঃ আপনি মীনাকে যে রকম ভালবাসেন——"

ইন্দ্রানন্দ বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিলেন। কি বলিতে যাইতেছিলেন, ডিটেক্‌টিভ তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "একটু স্থির হয়ে শুনুন।"

অগত্যা ইন্দ্রানন্দ নীরবে রহিলেন।

ডিটেক্‌টিভ বলিতে লাগিলেন, "আপনি মীনাকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে আপনি যে কেবল তাহাকে খুনের দুইদিন পরে প্রথম দেখিয়াছিলেন, তাহা কেহ সহজে বিশ্বাস করিবে না। স্থির হউন, আমি যাহা বলি প্রথমে শুনুন, পরে আপনার কথা শুনিব। হাঁ, তাহার পর ইহাতে সহজেই মনে হয়, আপনার সঙ্গে মীনার অনেকদিনকার আলাপ। আপনি যে বীরবিক্রমের সন্ধানে এই পড়োবাড়ীতে আসেন, এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিবে না। আপনি মীনার জন্যই গোপনে এখানে আসিয়াছিলেন। দয়ামলের দৃষ্টিও মীনার উপর ছিল, তাহাতে এখন এই দাঁড়াইতেছে যে, আপনি ঈর্ষা ও রাগে একদিন রাত্রে দয়ামলের সঙ্গে মীনাকে দেখিয়া তাহার ছোরা কাড়িয়া লইয়া দয়ামলকে খুন করিয়াছিলেন। আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য মীনা ও মনিয়া এই নূতন লোকের নাম সৃষ্টি করিয়াছে। বীরবিক্রমের চেহারায় আর অপর কোন লোকের অস্তিত্ব নাই।"

এই ভয়াবহ কথা শুনিয়া ইন্দ্রানন্দের মুখ শুকাইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দগ্ধপত্রাংশ।

ইন্দ্রানন্দ ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ত তাহার উপর সন্দেহ হইতে পারে। তবে কি তাঁহাকে খুনের মোকদ্দমায় পড়িতে হইবে? তিনি কম্পিত-স্বরে বলিলেন, "তবে কি আপনারা আমাকে সন্দেহ করেন?"

ডিটেক্‌টিভ মৃদুহাস্য করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমরা কেহই আপনাকে সন্দেহ করি নাই; তবে আপনাকে যে সন্দেহ করা যায় না, এমন ভাবিবেন না। তাহাই আপনাকে বুঝাইতেছিলাম। এখন আসুন, এই ত সেই বাড়ী—বাড়ীটা ভাল করিয়া দেখা যাক। আপনাকে সঙ্গে আনিবার উদ্দেশ্য আছে, আপনি এই বাড়ীর সম্বন্ধে অনেক বিষয় আমাকে বুঝাইতে পারিবেন।"

ইন্দ্রানন্দ নীরবে ডিটেক্‌টিভের সহিত পড়োবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথম দিন মীনার সহিত আসিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, আজও তাহাই দেখিলেন। দাদিয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার কোন দ্রব্যাদিই লইয়া যায় নাই। যেখানকার যাহা সেইরূপই আছে।

ডিটেক্‌টিভ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক ঘর দেখিতে লাগিলেন। নীচের সমস্ত ঘর দেখিয়া পরে উপরে আসিলেন। তথায়ও সমস্ত ঘরগুলি ভাল করিয়া দেখিলেন। ইন্দ্রানন্দ দরিয়ার সহিত আসিয়া রাত্রে যাহা দেখিয়াছিলেন, এখনও তাহাই দেখিলেন।

সমস্ত ঘর দেখিয়া ডিটেক্‌টিভ নীচে নামিয়া আসিলেন। দেখিলেন, এক স্থানে কতকগুলি কাগজ কে আগুন দিয়া পুড়াইয়াছে, তবে কতকগুলি কাগজের কতকাংশ পুড়ে নাই। ডিটেক্‌টিভ সেইগুলি কুড়াইয়া লইয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ইন্দ্রানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মীনা বা মনিয়া দুজনের কেহই মিথ্যাকথা বলে নাই।"

ইন্দ্রানন্দ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে জানিলেন ?"

ডিটেক্‌টিভ চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই কাগজের টুকরাগুলি দেখিয়া।"

ইন্দ্রানন্দ ব্যগ্র হইয়া কাগজগুলি দেখিতে অগ্রসর হইলেন। ডিটেক্‌টিভ কতকগুলি তাঁহার হাতে দিলেন। ইন্দ্রানন্দ সেগুলি দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; ডিটেক্‌টিভের দিকে চাহিলেন।

ডিটেক্‌টিভ হাসিয়া বলিলেন, "কিছু বুঝিতে পারিলেন ?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "না, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কেন, এই হাতের লেখা ভাল করিয়া দেখুন। কাহার হাতের লেখা বলিয়া বোধ হয় ?"

"কাহার হাতের লেখা কেমন করিয়া বলিব ? এ হাতের লেখা আমি আর কখনও দেখি নাই, তবে——"

"তবে কি ?"

"তবে এ পুরুষের হাতের লেখা—স্ত্রীলোকের নয়।"

"তা হলে দাদিয়া বা মীনার নয় ?"

"না, মীনার হাতের লেখা আমি দেখিয়াছি।"

"তা হলে নিশ্চয়ই একজন পুরুষ এখানে আসিত।"

"তা না হইতেও পারে।"

"কেন ?"

"কেহ দাদিয়াকে এই সকল চিঠী লিখিতেও ত পারে, সে যে এখানে এসেছিল তার প্রমাণ কি ? এ সকল চিঠী দয়ামলেরও হইতে পারে।"

"না, দয়ামলের হাতের লেখা নয়—তাহার হাতের লেখা আমরা দেখিয়াছি। যে এই সকল লিখিয়াছিল, সে এইখানে আসিত—দেখুন।"

ডিটেক্‌টিভ ইন্দ্রানন্দের হাতে এক টুকরা কাগজ দিলেন, তাহাতে লেখা আছে ;—

"আজ তোমাকে আসিতে
এস নাই—পড়োবাড়ী কি তোমার"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "কি বুঝিলেন ?"

"কিছুই ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কেন ? এই ব্যক্তি লিখিয়াছিল, আজ তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু যে কারণে হউক, এস নাই—পড়োবাড়ী কি তোমার পছন্দ হয় না।"

ইন্দ্রানন্দ ডিটেক্‌টিভের বুদ্ধি দেখিয়া যথার্থই বিস্মিত হইলেন। কোন কথা কহিলেন না। ডিটেক্‌টিভ তখন তাঁহার হাতে আর এক টুকরা কাগজ দিলেন। তাহাতে লেখা আছে ;—

"আজ এতদিনের সাধ
তার বুকের রক্ত দেখে
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে——"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "এখন স্পষ্টই বুঝিলেন যে, এই লোক দয়ামলকে খুন করিয়াছে ; যে কোন কারণে হউক, দয়ামলের উপর ইহার বিশেষ রাগ ছিল। হঠাৎ রাগে তাহাকে খুন করে নাই—সে অনেক দিন থেকে এই চেষ্টায় ছিল।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "এখন তাহাই বোধ হইতেছে।"

ডিটেক্‌টিভ কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা ইন্দ্রানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে পত্র বীরবিক্রমের বিছানায় দেখিয়াছিলেন, তাহা আপনার কাছে আছে ?"

"আছে।"

"দেখুন দেখি ভাল করে, সে হাতের লেখা এ হাতের লেখা এক কি না ?"

ইন্দ্রানন্দ ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, যেন এক।"

ডিটেক্‌টিভ বলিলেন, "ঠিক এই হাতের লেখায় একখানা চিঠী আমরা বীরবিক্রমের বাড়ীতে পাইয়াছি।"

"তাহাতে কি লেখা আছে ?"

"তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহা কিছুই বোঝা যায় না। দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, সেই পত্র যে লিখিয়াছে, সে ঘোর উন্মাদ।"

"এ লোক কে মনে করেন ?"

"এ লোক যে-ই হউক, ইহাকে মীনা ও মনিয়াই কেবল দেখে নাই, বীরবিক্রমের সহিতও ইহার বিশেষ পরিচয় আছে। আপনি এখন যান, আমি আজ বৈকালেই বীরবিক্রম সাহেবের সহিত একবার দেখা করিব। অবশ্য তিনি এখন কিছু সুস্থ হইয়াছেন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বীরবিক্রমের উদ্বেগ।

অগত্যা ইন্দ্রানন্দ গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিতে-না-করিতে মীনা তাঁহার নিকট আসিল। ইন্দ্রানন্দ তাহার বিষণ্ন বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, মীনা?"

মীনা বলিল, "না, এমন কিছু নয়। বীরবিক্রম আপনার সঙ্গে গোপনে দেখা করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন; আপনাকে গোপনে এ কথা বল্‌বার জন্য আমাকে বিশেষ করে বলেছেন।"

"তাতে তুমি এত অধীর হয়েছ কেন?"

"বোধ হয়, তিনি আপনাকে সব কথা বলিবেন।"

"ভালই ত—সব জানিতে পারিলে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। বিশেষতঃ আজ পুলিসের একজন লোক বৈকালে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন।"

মীনা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তাঁহার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। মীনা, বোধ হয়, তোমার কথাই ঠিক হয়েছে।"

"কি কথা?"

"একজন বীরবিক্রমের মত চেহারার লোক পড়োবাড়ীতে লুকিয়ে আসিত; সেই দয়ামলকে খুন করিয়াছে।"

"কিসে জান্‌লেন?"

"পড়োবাড়ীতে তাহার হাতের লেখা চিঠী পাওয়া গিয়াছে।"

"কই, আমি ত এমন কোন চিঠী কখনও দেখি নাই।"

"তুমি দেখিবে কিরূপে। সে সব চিঠী তোমার দাদিয়া নিশ্চয়ই খুব গোপনে রাখিত। বাড়ী ছাড়িয়া পলাইবার সময় সেগুলি পোড়াইয়াছিল।"

"তবে আপনারা কেমন করিয়া পাইলেন ?"

"বোধ হয়, তাড়াতাড়ি দাদিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কাগজগুলা সব পুড়ে নাই, তাহাতেই দেখিলাম। একখানায় সে যে খুন করিয়াছে, স্পষ্ট লিখেছে।"

"আমি তাকে দেখিয়াছিলাম।"

"হাঁ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই লোকটার সঙ্গে বীরবিক্রমেরও আলাপ ছিল।"

"কেমন করিয়া জানিলেন ?"

"আমি তাঁহার বিছানায় যে পত্র পাইয়াছিলাম, সেই পত্র যে লিখিয়াছিল, এই সকল চিঠীও তাহার হাতের লেখা। পুলিসও তাহারই হাতের লেখা একখানা চিঠী বীরবিক্রমের বাড়ীতে পেয়েছে।"

এই সময়ে তথায় দরিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, বীরবিক্রম তোমার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছেন ; সকাল থেকে কেবল তোমার কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। একবার যাও।"

ইন্দ্রানন্দ সত্বর যে গৃহে বীরবিক্রম শায়িত ছিলেন, সেই গৃহের দিকে চলিলেন।

বীরবিক্রমের জ্বর গিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি এখনও নিতান্তই দুর্ব্বল, —কষ্টে উঠিয়া বসিতে পারেন। এখনও তাঁহার চলিবার ক্ষমতা হয় নাই। ইন্দ্রানন্দ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ ?"

বীরবিক্রম মৃদুস্বরে বলিলেন, "ভাল আছি, তুমিই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ——"

ইন্দ্রানন্দ মধ্যপথে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি কিছুই করি নাই—মীনাই সব করিয়াছে।"

"তাহার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না—তোমাদের যত্নও কখন ভুলিব না। যতদিন না আমি ভাল হই, ততদিন তাহাকে যাইতে দিয়ো না। সে আমার সহোদরা ভগিনীর চেয়ে অধিক।"

"কিছুতেই তাহাকে যাইতে দিব না।"

"বস, একটা কথা আছে।"

ইন্দ্রানন্দ বসিতে যাইতেছিলেন। বীরবিক্রম বলিলেন, "দরজাটা বন্ধ করিয়া দাও—দুই একটা গোপনীয় কথা আছে।"

ইন্দ্রানন্দ দ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া বীরবিক্রমের নিকটে বসিলেন। তিনি বুঝিলেন, বীরবিক্রম নিতান্ত বিচলিত হইয়াছেন। বীরবিক্রম কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "ইন্দ্রানন্দ, আমাকে কোন কথা লুকাইয়ো না, তা হইলে আমার পীড়া বাড়িবে।"

"কি জিজ্ঞাসা করিবে, কর।"

"পুলিস এ বিষয়ে কতদূর কি করিয়াছে ?"

ইন্দ্রানন্দ ইতস্ততঃ করিতেছেন, দেখিয়া বীরবিক্রম আবার বলি-লেন, "দেখ তুমি আমার বিশেষ বন্ধু—বুঝিতেই পারিতেছ যে, আমি যতক্ষণ সব শুনিতে না পাইব, ততক্ষণ স্থির হইতে পারিব না—আমার পীড়া বাড়িবে।"

ইন্দ্রানন্দ অগত্যা বলিলেন, "তুমি দয়ামলের স্ত্রীকে টাকা পাঠাইতে জানিতে পারিয়া পুলিস তোমার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছে।"

"আমি কতকটা তাহা বুঝিয়াছিলাম।"

"কিন্তু তাহারা তোমাকে দোষী মনে করে না।"

বীরবিক্রম ক্ষিপ্রবেগে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কেন?"

ইন্দ্রানন্দ একে একে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া বীরবিক্রম বলিলেন, "তবে তাহারা আমার চেহারার মত আর একজন লোক খুন করেছে, তাই মনে করে তাহাকে খুঁজিতেছে।"

"হাঁ, তবে তাহারা দাদিয়াকেও খুঁজিতেছে?"

"কেন?"

"তাহারা বলে যে, সেই বুড়ীমাগী সব জানে। বোধ হয়, তাহারা দুজনে মিলিয়া দয়ামলকে খুন করিয়াছে; তা না হইলে সে-ও ফেরার হইবে কেন।"

বীরবিক্রম অতিশয় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিস কি দাদিয়ার কোন সন্ধান পাইয়াছে?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "না, তবে তাহারা সন্ধান করিয়া আমাদের বাগান পর্য্যন্ত এসেছিল। তাহারা বলে, সে এইখানেই কোথায় লুকাইয়া আছে।"

বীরবিক্রম বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন। তৎপরে সহসা ইন্দ্রানন্দের হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "ভাই, আমার নিকট অঙ্গীকার কর, এই দাদিয়াকে বাঁচাইবার জন্য তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

ইন্দ্রানন্দ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বীরবিক্রম বলে কি!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্বেগের কারণ কি?

ইন্দ্রানন্দ কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া, বীরবিক্রম আবার ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ভাই, তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "বীরবিক্রম তোমাকে বলিতে কি, আমার বিশ্বাস, এই বুড়ীই দয়ামলকে খুন করিয়াছে—এই বুড়ীই আমাকে খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—তোমাকেও আর একটু হইলে খুন করিয়াছিল।"

বীরবিক্রম অবসন্নভাবে বলিলেন, "যাই হক, তুমি অঙ্গীকার কর, তুমি ইহাকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "তোমার কথা শুনিতে আমি বাধ্য; কিন্তু——"

"কিন্তু নয়, আমি পীড়িত হইয়া পড়িয়া আছি—আমার আর কেহ নাই যে, তাহাকে অনুরোধ করি; তুমি আমার এই একটী কথা রাখিবে না?"

"আমাকে সব খুলিয়া বল, কেন তুমি——"

"আমাকে ক্ষমা কর। যদি সময় হয় ত সব পরে জানিতে পারিবে, কিন্তু এখন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়ো না।"

"আমি না হয়, জিজ্ঞাসা না-ই করিলাম, কিন্তু পুলিস কি নিরস্ত থাকিবে? তাদের একজন লোক এখনই তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে।"

"কেন," বলিয়া বীরবিক্রম ব্যগ্র ও ব্যাকুলভাবে উঠিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার চেহারা দেখিয়া ইন্দ্রানন্দ ভীত হইলেন। সত্বর লোক ডাকিতে ছুটিতেছিলেন, কিন্তু বীরবিক্রম সবলে তাঁহার হাত ধরিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "যেয়ো না, ভয় নাই—আমি ভাল হইয়াছি। ভাই, তুমি আমার একমাত্র বন্ধু— কোন রকমে পুলিসকে আমার কাছে আসিতে দিয়ো না, অন্ততঃ এখন নয়—আমি একটু ভাল হই।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "তিনি আসিলে কি বলিব ? তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।"

বীরবিক্রম কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখিতেছ, আমার শরীর ভাল নয়—বেশী কথা কহিলে আমার পীড়া বাড়িবে। কোন রকমেই যেন না আসিতে পায়,—আমার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "তাহাই করিব।"

বীরবিক্রম বহুক্ষণ কথা কহিলেন না, চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন ; ক্ষণপরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "অঙ্গীকার করিলে ?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "হাঁ, করিলাম।"

বীরবিক্রম বলিলেন, "আমি একটু বিশ্রাম করি।" তৎপরে তিনি আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। তখন ইন্দ্রানন্দ ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

তিনি বাহিরে যাইতেছিলেন। দরিয়া সত্বরপদে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "দাদা, সে-ই আবার এসেছে।"

ইন্দ্রানন্দ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এসেছে ?"

দরিয়া ভীতভাবে বলিল, "সেই বুড়ীমাগীটা।"

শুনিয়া ইন্দ্রানন্দের হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি নিশ্চয় জানিতেন, দাদিয়া বুড়ীই দরিয়াকে গুলি করিয়াছিল; তিনি ভগিনী ও বীরবিক্রম উভয়ের জন্যই ভীত হইলেন। বলিলেন, "কোথায়?"

দরিয়া বলিল, "দাসী তাহাকে দেখে ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে ছুটে বাড়ীর ভিতরে এসেছে। সে বুড়ীটা এইখানেই কোথায় লুকাইয়া আছে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "আমি তাহাকে এখনই এখান থেকে লোক দিয়া বাহির করিয়া দিতেছি। তুমি বাহিরে যাইয়ো না।"

ইন্দ্রানন্দ বাহিরের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে মীনা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল, "কি হয়েছে?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "দাদিয়া আবার এখানে এসেছে।"

"এখন কি করিবেন?"

"তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া আসি; সে একবার দরিয়াকে গুলি করিয়াছে—আর একবারও করিতে পারে।"

"তাকে কি পুলিসের হাতে দিবেন?"

"না।"

"কেন?"

"বীরবিক্রমের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছি।"

"এই কথার জন্যই কি আপনাকে তিনি ডাকিয়াছিলেন?"

"হাঁ।"

"কেন?"

"তা কিছুতেই বলিল না। এখন আমি দেখি, সে কোথায়।"

ইন্দ্রানন্দ দ্রুতপদে বাগানের দিকে আসিলেন! দেখিলেন, একটা

লোক অতি সন্তর্পণে সেইদিকে আসিতেছে। তিনি তাহার নিকটস্থ হইয়া, ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, সে পুলিসের লোক।

ইন্দ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি পুলিসের লোক ?"

লোকটী বলিলেন "হাঁ।"

ইন্দ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বীরবিক্রমকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন ?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে এখানে কিজন্য আসিয়াছেন ?"

"আর একজনকে গ্রেপ্তার করিতে।"

ইন্দ্রানন্দের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি মীনাকে ধৃত করিতে আসিয়াছে। তিনি জড়িতস্বরে বলিলেন, "তবে কাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন ?"

পুলিস-কর্ম্মচারী বলিলেন, "বীরবিক্রমের বাবাকে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এ আবার কি কাণ্ড ?

এই লোকটা পাগল না বদমাইস? তাঁহাকে নিশ্চয়ই উপহাস করিতেছে —অতিশয় অসভ্য লোক। ইন্দ্রানন্দ তাহার উপর রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহাকে ক্রুদ্ধভাবে ভৎসনা করিতে যাইতেছিলেন, এই সময়ে সহসা বাগানের একদিকে বহুলোক কোলাহল করিয়া উঠিল। এই গোল শুনিয়া সেই ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে সেইদিকে ছুটিল। ইন্দ্রানন্দও তাহার পশ্চাতে ছুটিলেন।

একস্থানে একটা বড় গাছের নীচে অনেক লোক জমিয়াছে; বাগানের অনেক মালী সমবেত হইয়াছে। চারিদিক হইতে লোক সেইদিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

ইন্দ্রানন্দ ছুটিতে ছুটিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই হাতে লোক সরাইয়া কি হইয়াছে, দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, একটা লোক গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া আছে, সকলে বলিতেছে, "মালীরা ইহাকে তাড়া করিয়াছিল, লোকটা ছুটিয়া গাছে উঠিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছে।"

সকলেই দেখিল, একটা মুখস এই লোকটার মৃতদেহের নিকটে ছিটকাইয়া পড়িয়া আছে; আর তাহার মুখ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ পুরুষ, কিন্তু পরিধানে স্ত্রীলোকের বেশ।

ইন্দ্রানন্দ মৃতব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া, তাঁহার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—ইহার মুখ অনেকটা বীরবিক্রমের মত; তবে ইহার বয়স অনেক বেশী।

ইন্দ্রানন্দ স্পন্দিতহৃদয়ে এই মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, এই সময়ে কে তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, মীনা।

ইন্দ্রানন্দ মৃদুস্বরে মীনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে বল দেখি।"

মীনা কম্পিতস্বরে বলিল, "হাঁ, এ সেই যে——"

মীনার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না। এমন সময়ে পুলিস-কর্ম্মচারী লাসের নিকট আসিয়া তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিল; গম্ভীর-ভাবে বলিল, "গাছ থেকে পড়ে এর ঘাড়টা ভেঙ্গে গেছে। তাই পড়িবামাত্রই মরেছে।"

এই বলিয়া সে মৃতব্যক্তির কাপড়খানা টানিয়া একাংশ খুলিয়া ফেলিল। বলিল, "পুরুষ, তার সন্দেহ নাই।" বলিয়া মুখসখানা হাতে তুলিয়া লইয়া বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল, পরে সেইটা হাতে করিয়া ইন্দ্রানন্দের নিকটস্থ হইল; এবং মৃদু হাসিয়া মুখস তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এ মুখ চিন্‌তে পারেন?"

স্পন্দিতহৃদয়ে বিস্ফারিতনয়নে ইন্দ্রানন্দ দেখিলেন, সেটা দাদিয়ার মুখ। তবে দাদিয়া স্ত্রীলোক নহে—পুরুষ।

পার্শ্বে মীনা চীৎকার করায় ইন্দ্রানন্দ তাহার দিকে ফিরিলেন। মীনার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে; তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ইন্দ্রানন্দ মুহূর্ত্তমধ্যে সকল বিস্মৃত হইলেন। মীনাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তিনি গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।"

এই সকল গোলযোগ শুনিয়া গুণারাজ সত্বরপদে সেইদিকে

আসিতেছিলেন ; মীনাকে ক্রোড়ে লইয়া ইন্দ্রানন্দকে ছুটিতে দেখিয়া তিনি ভ্রূকুটি করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ?"

ইন্দ্রানন্দের কথা কহিবার সময় ছিল না। মীনা তাঁহার ক্রোড়ে অজ্ঞান হইয়াছে ; তিনি ছুটিতে ছুটিতে বলিলেন, "একজন লোক গাছ থেকে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।"

গুণারাজ সত্বরপদে জনতার দিকে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ভিড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে—ব্যাপার কি ?"

তখন পুলিস-কর্ম্মচারী তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "এই লোকটা গাছে তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে গিয়া পড়ে গেছে—এর ঘাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় মরে গেছে। আমরা ইহার সন্ধানে ছিলাম।"

গুণারাজ বলিলেন, "তোমরা কে ?"

পুলিস-কর্ম্মচারী উত্তর করিল, "আমি পুলিসের জমাদার। আমাদের ইন্‌স্পেক্টর এখনই আসিবেন। এই লোকটা দাদিয়া নাম নিয়ে দেওপাট্টা ঘাটের পড়োবাড়ীতে ছিল ; সেইখানে দয়ামলকে খুন করিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই রকমে মরিয়া গেল—না হলে ফাঁসী হইত।"

গুণারাজ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মৃতব্যক্তির নিকটস্থ হইলেন। তাহার মুখ দেখিয়া, তিনি চমকিত হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন। বিস্ফারিতনয়নে সেই মুখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার ভাব দেখিয়া জমাদার বলিল, "মহাশয়, আপনি কি এই লোককে চিনেন ?"

গুণারাজ তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া, দুই হাতে লোক ঠেলিয়া জনতা হইতে বাহির হইলেন। তাহার পর তিনি উন্মত্তের ন্যায়

নিজ গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

তিনি একেবারে নিজের ঘরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। এ দিকে মীনাকে লইয়া ইন্দ্রানন্দ ব্যস্ত, অধীর, উন্মত্ত—মীনার এখনও সংজ্ঞা হয় নাই। কাজেই জমাদার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কাহারই সাক্ষাৎ পাইলেন না।

তখন পুলিস-কর্ম্মচারী লাস নইনিতালে লইয়া যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। অনেক কষ্টে লোক সংগ্রহ করিয়া লাস লইয়া রওনা হইয়াছেন, এমন সময়ে সেই ডিটেক্‌টিভ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি লাস নামাইতে আজ্ঞা করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উদ্বেগ আবার বাড়িল।

রোগ-শয্যায় পড়িয়া বীরবিক্রম বাহিরের এই গোলযোগ শুনিতে পাইতেছিলেন। দরিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিল। সে দিন রাত্রি সমভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিল।

দরিয়াও এই সকল গোলযোগ শুনিতে পাইতেছিল। বাহিরে কি ঘটিয়াছে, জানিবার জন্য তাহারও মন বড় ব্যাকুল হইতেছিল, কিন্তু সে উঠিল না। সে ইচ্ছা করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও বীরবিক্রমকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইত না।

দরিয়া দেখিল, বীরবিক্রম এই সকল গোলযোগ শুনিয়া নিতান্ত বিচলিত হইলেন। শয্যার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ব্যাকুলভাবে চাহিতে লাগিলেন। কান পাতিয়া গোলযোগের শব্দ শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এত অস্থির হইয়া উঠিলেন যে, তাহা দেখিয়া দরিয়া বলিল, "বেশী অসুখ করিতেছে কি?"

বীরবিক্রম মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা পাইয়া বলিলেন, "না, বাহিরে কেন এত গোল হইতেছে?"

দরিয়া জানিত না। তাহারও জানিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সে কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল, "একটা বুড়ী আমাদের বাগানে এসেছে—আর একদিনও এসেছিল।"

বীরবিক্রম উঠিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু পারিলেন না। বলিলেন, "কে বুড়ী?"

দরিয়া বলিল, "তা জানি না, ভয়ানক দেখ্‌তে—আর একবার এসেছিল, আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল—আবার আসিয়াছে। দাদা তাহাকে বাগান থেকে বার করে দিতে গিয়াছেন। বোধ হয়, মালীরা সেইজন্য গোল করিতেছে।"

বীরবিক্রম কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া নীরবে রহিলেন। অবশেষে কাতরভাবে বলিলেন, "ইন্দ্রানন্দকে একবার এখনই ডাক, আমার বিশেষ দরকার আছে।"

দরিয়া বলিল, "তিনি এখনই তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আস্‌বেন।"

বীরবিক্রম বিশেষ বিচলিত ও অস্থির হইয়া বলিলেন, "না—না—না—আমার এখনই দরকার—তুমি এখনই তাহাকে ডাক।"

তাঁহার ভাব দেখিয়া দরিয়ার ভয় হইল; সে উঠিল। বীরবিক্রম ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "যাও, শীঘ্র যাও—তাঁহাকে বলিয়ো, যেন কেহ এই বুড়ীর উপর কোন অত্যাচার না করে——না—না—সেই বুড়ীকে শীঘ্র এখান থেকে যাইতে বল।"

বলিতে বলিতে বীরবিক্রমের চক্ষু বিস্ফারিত হইল; এবং মুখে এক ভয়াবহ ভাব দেখা দিল। দেখিয়া দরিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল, "আপনি স্থির হইয়া শুইয়া থাকুন, না হলে অসুখ বাড়িবে। আমি এখনই দাদাকে বলিতেছি।"

বীরবিক্রম সেইরূপ ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "যাও—যাও—শীঘ্র যাও।"

তাঁহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া দরিয়ার যাইতে ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু না গেলে বীরবিক্রম আরও অধীর হইয়া উঠেন দেখিয়া, সে অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বে দুরুদুরুবক্ষে সসঙ্কোচপদক্ষেপে গৃহ পরিত্যাগ করিল।

তাড়াতাড়ি সে দাদার ঘরে আসিয়া দেখিল, মীনা মূর্চ্ছিতা। দাদা তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছেন। এ অবস্থায় সে দাদাকে কি বলিবে, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে মীনার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। সে একবার ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিল; তাহার পর সহসা উঠিয়া বসিল। বসিয়া বলিল, "আমার কিছু হয় নাই, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল। আপনারা সব এখানে! বীরবিক্রমের কাছে কে আছে?"

তখন দরিয়া ইন্দ্রানন্দকে বলিল, "দাদা, কেন জানি না, তিনি বড় অস্থির হয়েছেন, ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন—তোমায় ডাকিতেছেন, একবার শীঘ্র এস।"

মীনা সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্রানন্দ তাহার হাত ধরিয়া বসাইলেন। বলিলেন, "তোমার অসুখ করিয়াছে, তুমি যাইয়ো না; আমি যাইতেছি।"

মীনা বসিল। দরিয়া বলিল, "দাদা, তিনি সেই বুড়ীর জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন; আমাকে দেখিয়া তিনি তোমায় বলিতে বলিলেন, যেন কেহ সেই বুড়ীর উপর কোন অত্যাচার না করে।"

"আচ্ছা, আমি দেখিতে যাইতেছি; তুমি গিয়ে তাঁহাকে বল, আমি এখনই ফিরিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া ইন্দ্রানন্দ সত্বর বাগানের দিকে ছুটিলেন।

দরিয়াও সত্বর বীরবিক্রমের গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া বীরবিক্রম ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "কই, কি হল? ইন্দ্রানন্দ কোথায়?"

দরিয়া বলিল, "তিনি এখনই আসিতেছেন। বুড়ীর কথা আমি তাঁহাকে বলেছি। তিনি তাই দেখ্‌তে গিয়াছেন।"

এই সময় সেই গৃহের সম্মুখ দিয়া একজন দাসী যাইতেছিল; সে কাহাকে বলিল, "পুলিস এসেছে।"

এ কথা বীরবিক্রমের কানে গেল। তিনি চমকিত হইয়া দরিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পুলিস—তবে পুলিস কি এসেছে?"

দরিয়া কি বলিবে, সে তাহা কিছুই জানে না। এই কথায় তাহারও সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি ত তা জানি না।"

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বীরবিক্রম চক্ষু মুদিত করিলেন। বীরবিক্রম অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিলে সহসা চেনা যায় না—এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডলের এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

তাঁহার পদশব্দে বীরবিক্রম চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ব্যাকুলনেত্রে ইন্দ্রানন্দের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্দ্রানন্দ ভগিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দরিয়া, তুমি একবার ঐ ঘরে যাও; বীরবিক্রমের সঙ্গে আমার দুই-একটা কথা আছে।"

দরিয়া একবার দাদার দিকে চাহিল, একবার বীরবিক্রমের দিকে চাহিল। তাহার মুখ শুকাইয়া পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। ইন্দ্রানন্দ বীরবিক্রমকে কি বলিবেন, সে বুঝিল। সে বুঝিল যে, বীরবিক্রমকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিস আসিয়াছে। দরিয়া কোন কথা কহিল না, তাহার কোন কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না; সে উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ—সত্যে পরিণত।

ইন্দ্রানন্দ কি কথা আগে বলিবেন—কিরূপে কথা আরম্ভ করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন বীরবিক্রম ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিবে, আমি জানি—পুলিস এসেছে।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে নয়।"

"তাহাও আমি জানি—তবে তাঁহাকে ধরিয়াছে। তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ যে, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।"

ইন্দ্রানন্দ নীরবে রহিলেন; কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

বীরবিক্রম বলিলেন, "তাহাকে তাহারা নিয়ে গেছে?"

ইন্দ্রানন্দ আর এরূপে নীরবে থাকা উচিত নহে ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি যদি দাদিয়ার কথা মনে করিয়া থাক, তবে সে আর বাঁচিয়া নাই।"

"বাঁচিয়া নাই!" বলিয়া তীরবেগে বীরবিক্রম উঠিয়া বসিলেন। তিনি তখনই আবার পড়িয়া যাইতেছিলেন, সত্বরে ইন্দ্রানন্দ তাঁহাকে ধরিলেন।

বীরবিক্রম ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কি বলিলে, বাঁচিয়া নাই—কে বাঁচিয়া নাই?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "তুমি একটু স্থির হও, আমি সব বলছি।"

"আগে বল, নতুবা আমি স্থির হইতে পারিতেছি না।"

"দাদিয়া বাঁচিয়া নাই।"

"যথার্থই বাঁচিয়া নাই ?"

"না।"

"হা ভগবান! তুমি আমাকে রক্ষা করিলে।"

এই কথায় বিস্মিত হইয়া ইন্দ্রানন্দ তাঁহার দিকে চাহিলেন। বীরবিক্রম বলিলেন, "আমাকে শোয়াইয়া দাও—ভয় নাই। আমি এবার শীঘ্র আরাম হইব।"

ইন্দ্রানন্দ তাঁহাকে শয়ন করাইয়া দিলেন।

বীরবিক্রম বলিলেন, "আমায় সব বল।"

ইন্দ্রানন্দ ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, বীরবিক্রম বলিলেন, "ভয় নাই, আমি আর অধীর হইব না।"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "দাদিয়া—দাদিয়া—" তিনি সহসা থামিলেন।

বীরবিক্রম তাঁহার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

সহসা ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "এ কথা আমাদের এতদিন বল নাই কেন ?"

বীরবিক্রম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া বলিলেন, "কি কথা ?"

"এই দাদিয়া যে তোমার——"

"কেমন করিয়া জানিলে ?"

"বাবা তাঁহাকে দেখেই চিনিয়াছিলেন।"

বীরবিক্রম কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ভাই, একটু ভাল হই, সব বলিব। পুলিস কি তাঁহাকে এখন নিয়ে গেছে ?"

"না, বাবা নিয়ে যেতে দেন নাই। দাদিয়া যে কে, পুলিস তাহা

জানিতে পারিয়াছিল ; তাঁহার নামেই দয়ামলকে খুন করিবার জন্য শেষে ওয়ারেণ্ট বাহির করেছিল—তাঁহাকে ধরিতেই পুলিস এখানে এসেছিল।"

"তিনি কেমন করিয়া মারা গেলেন, আমাকে বল।"

"তাঁহাকে দেখিয়া মালীরা তাড়া করিয়াছিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া একটা গাছে উঠিতেছিলেন। কিন্তু একটা ডাল ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া যান, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

বীরবিক্রম কোন কথা কহিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তাহার পর এখন তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছ ?"

ইন্দ্রানন্দ বলিলেন, "তাঁহার সৎকার করিবার জন্য সব বন্দোবস্ত করিয়া বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বীরবিক্রম কথা কহিলেন না। ইন্দ্রানন্দ কাতরভাবে বলিলেন, "আগে আমাদের এ কথা বল নাই কেন ? তা হলে হয় ত এতদূর ঘটিত না।"

বীরবিক্রম বলিলেন, "ভাই, এখন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়ো না, সব পরে বলিব। দরিয়া কি সব শুনেছে ?"

"না, তাকে আমরা কিছু বলি নাই—সে শুনেছে, দাদিয়া গাছ থেকে পড়ে মরে গেছে।"

"মীনা ?"

"না, সে-ও কিছু শোনে নাই।"

"ইন্দ্রানন্দ, সে আমার ভগিনী।"

ইন্দ্রানন্দ বিস্মিতভাবে বীরবিক্রমের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বীরবিক্রম আর কোন কথা কহিলেন না। চক্ষু মুদিত করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

এই ঘটনার পর বীরবিক্রম অতি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন। তিনি ক্রমে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতে সক্ষম হইলেন।

তিনি শরীরে বল পাইলে একদিন গুণারাজ তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, "বীরবিক্রম, সকল কথা আমাকে পূর্ব্বে বলিলে বোধ হয়, এত গোলযোগ ঘটিত না।"

এই সময়ে তথায় ইন্দ্রানন্দও আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনিও বলিলেন, "আগেই আমাদের সব কথা বলিলে ভাল হইত।"

বীরবিক্রম ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার অবস্থা আপনারা ঠিক বুঝিতেছেন না—বলিবার উপায় থাকিলে অবশ্য বলিতাম।"

গুণারাজ বলিলেন, "যা হবার তাহা হইয়াছে; এখন সব বল।"

বীরবিক্রম বলিলেন, "আপনি ত জানেন, বাবা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হন। পূর্ব্বেই তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম, তিনি বাঁচিয়া নাই। সম্ভবতঃ আত্মহত্যা করিয়াছেন।"

গুণারাজ বলিলেন, "হাঁ, আমরা ত সকলে তাহাই জানিতাম।"

বীরবিক্রম বলিলেন, "মাস কয়েক হইল, তিনি সহসা নইনিতালে ফিরিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন। সহজে তাঁহাকে কেহ পাগল বলিয়া বুঝিতে পারে না; কিন্তু আমি দু-একদিনেই বুঝিলাম যে, তিনি সব সময়ে পাগল না হইলেও সময়ে সময়ে ঘোর উন্মত্ত হন।"

"এরূপ অবস্থায় তোমার উচিত ছিল, তাঁহাকে আট্‌কাইয়া রাখা।"

বীরবিক্রম। লোকে তাঁহাকে দেখিলে পাছে পাগল ভাবিয়া পাগলা-গারদে দেয়, এই ভয়ে তিনি কাহারও সঙ্গে দেখা করেন নাই; মুখে একটা মুখস লাগাইয়া স্ত্রীবেশে পড়োবাড়ীতে থাকিতেন। আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলাম; কিন্তু আমার কোন কথা শুনিলেন না। পিতা তিনি, কি করি, ভাবিলাম, যদি ঠাণ্ডা হইয়া এখানে থাকেন—ক্ষতি নাই।

গুণারাজ। তোমার উচিত ছিল, তাঁহাকে পাগলা-গারদে দেওয়া।

বীরবিক্রম। আমি তাহারও চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু এ দিকে তিনি ভারি বুদ্ধিমান্ ছিলেন। আমার মতলব জানিতে পারিয়া আমার উপর খুব রাগিয়া উঠিলেন। আমাকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, "তুমি আমার সঙ্গে এ দেশ ছেড়ে চল।" আমি অস্বীকার করায় আমার উপর আরও রুষ্ট হইলেন। কেমন করিয়া জানি না, তিনি দরিয়ার কথা জানিতে পারিয়া তাহার উপরও ক্রুদ্ধ হইলেন। দরিয়ার জন্য আমার ভয় হইল। আমি এই সকল ঘটনায় একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলাম। এরূপ অবস্থায় আমার বিবাহ করা কোন মতেই উচিত নয় বিবেচনা করিয়া, আমি মন স্থির করিবার জন্য এ দেশ হইতে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র গিয়াছিলাম।

গুণা। এ সব আমাদের বল নাই কেন?

বীর। বাবার এ সকল বিষয় জন-সমাজে প্রকাশ করা কষ্টকর।

গুণা। আমরা তোমার পর নই। তার পর কি হল?

বীর। তিনি প্রায়ই আমাকে চিঠী লিখিয়া ডাকে পাঠাইতেন। পাছে না গেলে বাড়ী আসিয়া কোন কেলেঙ্কারী করেন, এই ভয়ে আমি তাঁহার চিঠী পাইলেই তাঁহার সহিত দেখা করিতাম।

গুণা। তিনি কেমন করিয়া দয়ামলকে খুন করিলেন?

বীর। একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় তিনি আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি পড়োবাড়ীতে গেলে তিনি আমাকে একটা অন্ধকার ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "কে শুয়ে আছে দেখ।" আমি অন্ধকারে দেখিলাম, একটী লোক যথার্থই শুয়ে আছে; আমি তাহার গায়ে হাত দিতে আমার হাত ভিজে গেল, ছোরার মত কি একটা শক্ত হাতে ঠেকিল, আমি সেটা টানিয়া লইলাম।

গুণা। কি সর্ব্বনাশ!

বীর। এই সময়ে তিনি একটা আলো জ্বালিলেন। আমি সেই আলোতে দেখি, আমার হাত রক্তে রক্তময়—আর আমার হাতে একখানা রক্তাক্ত ছোরা। তিনি তখন বিকট হাস্য করিতেছেন।

ইন্দ্রা। কি ভয়ানক!

বীর। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলাম। তাড়াতাড়ি ছোরাখানা পকেটে ফেলিয়া পাগলের মত বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। বাড়ীতে এসে দেখি, ইন্দ্রানন্দ বসিয়া আছেন। আমার সে সময়ের অবস্থা ইন্দ্রানন্দ দেখিয়াছিলেন—আমি ভয়ে হতজ্ঞান হইয়াছিলাম; বুঝিয়াছিলাম যে, লোকে আমাকেই খুনী মনে করিবে। তখন আমার মনের অবস্থা কি ভয়ানক তাহা আমিই জানি।

গুণা। কাহাকে তিনি খুন করিয়াছেন, তাহা তুমি তখন জানিতে পার নাই?

বীর। না, পরে জানিলাম যে, তিনি দয়ামলকে ভুলিয়ে পড়োবাড়ীতে আনিয়া খুন করিয়াছিলেন। বরাবরই দয়ামলের উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ ছিল। কিন্তু তিনি যে তাহাকে খুন করিবেন, তাহা কখনও মনে করি নাই।

বীরবিক্রম আর কথা কহিতে পারিলেন না। নীরবে রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

গুণারাজ বলিলেন, "পুলিসে খবর দেওয়া তোমার উচিত ছিল।"

বীরবিক্রম বলিলেন, "আমার পিতা, আমি কেমন করিয়া পুলিসে খবর দিব? আমি নিশ্চয় জানিতাম, তাঁহার ফাঁসী হইত। তিনি সকল সময় পাগল থাকিতেন না। সময়ে সময়ে বেশ জ্ঞান হইত। বিচারে তাঁহার নিশ্চয়ই ফাঁসী হইত।"

বীরবিক্রমের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। গুণারাজ ও ইন্দ্রানন্দ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

বীরবিক্রম অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "আমি জানিতাম না যে, তিনি বিদেশে গিয়া আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী মেয়ে হয়। মেয়েটী অল্প বয়সেই মাতৃহীনা হয়; তখন তিনি এই মেয়েকে একটী স্ত্রীলোকের নিকট রাখেন। এখানে ফিরে এসে তিনি মেয়েকেও পড়োবাড়ীতে লইয়া আসেন; কিন্তু ইহাকে কখনও আমার সম্মুখে আসিতে দেন নাই।

গুণা। তাহা হইলে মীনা তোমার ভগিনী?

বীর। হাঁ, কিন্তু আমি ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। যে দিন তিনি আমাকে খুন করিতে চেষ্টা করেন, সেইদিন প্রথমে আমাকে এ কথা বলেন। আরও বলেন যে, মীনাকে দূর করে দিয়েছেন। এবার আসিলে মীনারও দয়ামলের অবস্থা হবে।

ইন্দ্রানন্দের হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইল। তিনি ওষ্ঠে ওষ্ঠ পেষিত করিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

গুণারাজ বলিলেন, "এমন ভয়ানক পাগলকে এরূপভাবে থাকিতে দিয়া তুমি অতিশয় অন্যায় করিয়াছিলে। আর একটু হইলে তোমাকেও ত একদিন খুন করিয়াছিল। সে রাত্রে কি হয়েছিল, সব আমাকে বল।"

বীরবিক্রম সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। পরে মীনা কিরূপে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, সে সমস্ত ইন্দ্রানন্দ পিতাকে বলিলেন।

গুণারাজ সকল শুনিয়া বীরবিক্রমকে বলিলেন, "মীনা না থাকিলে তোমার বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না ; সে-ই তোমাকে রক্ষা করিয়াছে। সে যে তোমার ভগিনী, তা তুমি জানিতে পার নাই—সে-ও জানিত না যে, তুমি তার দাদা—সে রত্ন।"

ইন্দ্রানন্দ সোৎসাহে সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "তাহার মত বুদ্ধিমতী আর জগৎ-সংসারে কেহ নাই।"

গুণারাজ পুত্রের দিকে চাহিলেন। চাহিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। লজ্জায় ইন্দ্রানন্দের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বীরবিক্রম বলিলেন, "যাহা হউক, এই দুঃখের সময় আমার একটু আনন্দও আছে, আমার ভগিনীকে আমি পাইয়াছি। সুখের বিষয় যে, আমার ভগিনী পাগলের হাতে পড়িয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছে, আমারও প্রাণরক্ষা করিয়াছে। আরও সুখের বিষয় যে, সেই ভয়ানক সময়ে তাহার সঙ্গে ইন্দ্রানন্দের দেখা হয়েছিল। আমি ইন্দ্রানন্দের মনের ভাব জানি। আপনি অনুমতি করিলে আমি আমার ভগিনীকে ইন্দ্রানন্দের হাতে দিয়া পরমসুখী হই। ইন্দ্রানন্দের ন্যায় নির্ম্মল চরিত্র আর কাহার?

গুণারাজ পুত্রের দিকে চাহিয়া, সন্তোষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "লোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আর ইহার ভিতর—ও সয়তান!—তুমি এই সকল কাণ্ড করিতেছ?"

বীরবিক্রম হাসিলেন। কিন্তু ইন্দ্রানন্দ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

গুণারাজ, দরিয়া ও মীনাকে ডাকিলেন। তাহারা উভয়ে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা এখন যার যে-টী বাছিয়া লও।"

দরিয়া ও মীনা মুখে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পলাইল। গুণারাজ বলিলেন, "আমার এরূপ আনন্দের দিন যে কখনও আসিবে, তাহা কখনও ভাবি নাই। আজ আনন্দের মা বাঁচিয়া থাকিলে, কতই আনন্দ হইত।"

সহসা তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। বীরবিক্রমের মুখ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ইন্দ্রানন্দের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

* * * *

এই সকল ঘটনার একমাস পরে গুণারাজের বাড়ীতে মহা ধুম হইল। বাজী, বাজনা, আলো, ভোজ—গুণারাজ দুই হস্তে অর্থব্যয় করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হইলেন না। শত শত লোক নইনিতাল ও নানাস্থান হইতে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া সমবেত হইল।

মহা সমারোহে গুণারাজের বাড়ীতে একদিনে একসঙ্গে দুইটী বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল।

পাত্র-পাত্রীগুলির নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সমাপ্ত।

সমালোচনা।

(স্থানাভাবে সকল পুস্তকের সকল সমালোচনা দেওয়া হইল না।)

নীলবসনা সুন্দরী

"নীলবসনা সুন্দরী। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। ডিটেক্‌টিভ গল্পে পাঁচকড়ি বাবু প্রসিদ্ধ। নীলবসনা সুন্দরীর ভাষা মনোহর, বর্ণনা চাতুর্য্যময়, রহস্য-বিন্যাস কৌতূহলোদ্দীপক, নীলবসনা সুন্দরী এরূপ রহস্যজালে জড়িত যে, ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়া শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক ডিটেক্‌টিভ গল্প বাঙ্গালায় বিরল।" বঙ্গবাসী ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ সাল।

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা কবি, "অশোক-গুচ্ছ" প্রণেতা, প্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রিকা সমূহের লেখক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল মহাশয় বলেন ;—

"হত্যাকারী কে? নীলবসনা সুন্দরী। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। এই দুইখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস—আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, আমরা সচরাচর ইংরাজী ও ফরাসীস্ লেখকদিগের রচিত যে সব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করি, তদপেক্ষা সমালোচ্য উপন্যাস দুখানি কোন অংশে হীন নহে। ভাষা বেশ সরল সুন্দর—যেন জলধারার মত বহিয়া যাইতেছে। লেখক সুনিপুণ কৌশলে, মুন্সিয়ানার সহিত, ওস্তাদির সহিত পাঠককে গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে বাধ্য করেন। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এক দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতা জন্মে। লেখকের পক্ষে ইহা কম বাহাদুরীর বিষয় নহে। লেখক ক্ষমতাশালী, তাঁহার ভাষা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—ইনি প্রতিভাবান্ বলিয়া তাঁহার কাছে এক বিনীত অনুরোধ আছে, শক্তিশালী লেখক আমাদিগকে দিতে পারেন বলিয়াই বলিতেছি, মিষ্ট রস দিন, মুক্ত হস্তে অমৃত দিন। দিন 'The cup that cheers but dose not anebriate." জাহ্নবী, ১ম বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা।

নীলবসনা সুন্দরী।—বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি দে প্রণীত। ইনি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা এই পুস্তক অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করি-

য়াছি। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ভাল ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ছিল না—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু বঙ্গীয় পাঠকগণের সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সমাদর করি। তাঁহার ন্যায়—প্রতি পরিচ্ছেদে এমন নব নব কৌতূহল সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আর কাহারও দেখি না। যদি এমন উপন্যাস পড়িতে চাহেন, যাহা একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, দশবার পড়িয়া দশজনকে শুনাইতে ইচ্ছা করে, তবে এই "নীলবসনা সুন্দরী" পাঠ করুন। পড়িতে পড়িতে যেন এই উপন্যাস চুম্বকের আকর্ষণে পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়। ঘটনা যেমন কৌতূহলজনক, ভাষাও তেমনি সরল ও তরল, যেন নির্ঝরিণীর ন্যায় তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। শব্দচ্ছটাও অতি সুন্দর। বঙ্গসাহিত্যে গ্রন্থকারের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের যথেষ্ট আদর আছে; আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে আরও সমাদর লাভ করিবে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু রহস্যবিন্যাসে বঙ্গের গেবোরিয়ো, এবং রহস্যোদ্ভেদে কনান ডয়্যাল; তাঁহার সৃষ্ট অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় লিকো ও সার্লক হোম্‌সের সহিত সর্ব্বতোভাবে তুলনীয়।" বঙ্গভূমি, ১৯শে মাঘ, ১৩১১ সাল।

"We have great pleasure in acknowledging receipt of an interesting detective story Nilabasana Sundari" written by the well-known detective author Babu P. C. Dey. One will be awe-struck while going through its pages with the thrilling descriptions and adventures of Debendra Bejoy. We can without any scruple say that Babu P. C. Dey's detective books may justly take a very conspicuous place in this particular class of literature in the Bengalee Language. The chief reason why he has been so successful in his laudable attempt as a writer of detective stories is to be attributed to the peculiarly novel and attractive way in which he delineates the character of the principal hero. From begining, to end there is full of mysteries and wonderful events, The book under review contains more than 300 pages, and has been very neatly got up and the printing is highly satisfactory." The Indian Echo, July 5, 1904.

"NILBASANA SUNDARI"—We are glad to acknowledge the reciept of an interesting Bengalee detective novel, Nilbasana Sunduri, written by the well-known detective story writer Babu P. C. Dey. It is a sensational story from beginning to end and enthralls in a remarkable degree the attention of the reader. Babu P. C. Dey's ability in writing detective stories is in no way inferior to that of English or French writers of the class. The book under review is one of his best productions. It is illustrated with a number of beautiful portraits. The Indian Empire July 10. 1906.

হত্যাকারী কে?

বিখ্যাত "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা, বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "হত্যাকারী কে? উপন্যাস। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। এখানি একখানি ডিটেক্‌টিভ গল্প এবং সে হিসাবে ইহাতে বিবৃত ঘটনার সমাবেশে এবং অনুসন্ধানের প্রণালীতে কারিকুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবু যে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ, ইহা গ্রন্থকার দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানির কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ভাষাও প্রশংসার্হ।" বঙ্গদর্শন—৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

"বসুমতী" সম্পাদক, বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলেন, "শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু ডিটেক্‌টিভের গল্প লিখিয়া পাঠক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন; তাঁহার পরিচয় অনাবশ্যক। "হত্যাকারী কে?" একখানি ডিটেক্‌টিভের গল্প; এই গল্পটী প্রথমে 'আরতি' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়; এখন তিনি গল্পটী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থস্বত্ব শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন; ইহা তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। গল্পটী বেশ হইয়াছে, গল্পটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পর সত্য সত্যই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে "হত্যাকারী কে?" ইহাতে লেখকের বাহাদুরী প্রকাশ পাইতেছে। যে পাঠকগণ ডিটেক্‌টিভ গল্প পাঠ করিতে বিশেষ উৎসুক, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে।" বসুমতী ১৯শে ভাদ্র ১৩১০ সাল।

"হত্যাকারী কে? উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। গল্প চমৎকার; অতি অদ্ভুত রসাত্মক, কৌতূহলোদ্দীপক, ভাষা উপন্যাসেরই যোগ্য। বঙ্গবাসী ২রা আশ্বিন,—১৩১১ সাল।

"সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের লিখিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস আজকাল বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থগুলি আজ সর্ব্বত্র সমাদৃত। এই পুস্তকের ঘটনা তেমন দীর্ঘ না হইলেও—অল্পের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়। গ্রন্থকার স্বীয় অপূর্ব্ব লিপিকৌশলে হত্যাকারীকে এমন দুর্ভেদ্য রহস্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন যে, যতক্ষণ না তিনি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক

অঙ্গুলী নির্দ্দেশে না দেখাইয়া দিতেছেন, ততক্ষণ অতি নিপুণ পাঠককেও ঘোর সংশয়ান্ধকার মধ্যে থাকিতে হয়।” বঙ্গভূমি।

“হত্যাকারী কে ? সচিত্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। উপন্যাসখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ভাষা ভাব চরিত্রসৃষ্টি প্রশংসার্হ। ইহার কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণাদিও উৎকৃষ্ট।” বসুধা, ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

“বাবু পাঁচকড়ি দে বাঙ্গালা পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইঁহার যথেষ্ট নাম, ইনি একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রণয়নে ইনি যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বড় একটা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। আমরা তাঁহার “হত্যাকারী কে ?” নামক ক্ষুদ্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছি। আশা করি, তিনি দিন দিন এইরূপ উন্নতি করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করুন।” জাহ্নবী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

“Hatyakari Ke ?”—By Babu Pachkari Dey. The author has already made a name in the field of Bengali literature by his well-known detective stories which are persued with great avidity by the reading public. The present volume entitled “Who is the Murderer” belongs to the series and is prepared with such tact and cleverness that you go through the whole of the book and still you are actually in the dark as to who was the real murderer. The language and style of the composition is all that could be desired and is eminently fitted for the subject it deals. The manner of delineation of the story is happy and your interest for the book grows as you proceed on in its perusal. The two pictures which are beautifully executed evidently enhances the value of the book. All the publications by the author may be had at the Bengal Medical Library, 201, Cornwallis Street, Calcutta.” Amrita Bazar Patrika, 10, January, 1905.

“Hatyakari Ke or Who is the Murderer, a detective tale in Bengali by Babu Panchcori Dey who has already made a name as a writer of detective stories. Well illustrated, and fairly well written, the book maintains the reputation of the author.” The Illustrated Police News. 15, August 1903.

“Who is the Murderer ?—This is a delightful detective story in Bengali by Babu Panch Kori Dey. The story is attractive and sensational that one can hardly keep it aside before finishing it.” The Indian Empire, February 28, 1905.

“Hatyakari Ke.”—Is a detective story by Babu Panchcori Dey which can not fail to interest lovers of sensational literature. The Bengalee, June 22, 190..